উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

ভারতে আক্রান্ত মুক্তচিন্তা, মন্তব্য রাহুলের » ৭

ফের রাত দখলের ডাক

রাত দখল ঐক্য মঞ্চের উদ্যোগে মঙ্গলবার পথে নামার ডাক দেওয়া হয়েছে। দুর্গাপুর কাণ্ডের প্রতিবাদে ফের আন্দোলনে নামার সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা। » ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩৩°	২১°	৩৩°	২২°	৩৩°	২২°	৩০°	১৯°

অপারেশন ব্লু স্টার ভুল ছিল, বললেন চিদম্বরম » ৭

২৬ আশ্বিন ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 13 October 2025 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 143

সরাসরি দুর্গতদের সঙ্গে কথা মুখ্যমন্ত্রীর

নিউজ ব্যুরো

হাসিমারা ও কলকাতা, ১২ অক্টোবর : প্রশাসনিক সভায় বেশি সময় দিলেন না। বরং মুখ্যমন্ত্রী বেশি সময় কাটালেন শ্রমিকদের সঙ্গে। দুর্যোগের পর রবিবার দ্বিতীয়বার উত্তরবঙ্গে এসেছেন তিনি। রওনা হওয়ার আগে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার জন্য অর্থের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছেন অর্থ দপ্তরকে। ত্রাণ ও পুনর্বাসন ছাড়াও কৃষি থেকে রাস্তাঘাট- ক্ষতিগ্রস্ত সবকিছুর জন্য এই চটজলদি ব্যবস্থা। সব দপ্তরকে ক্ষয়ক্ষতির হিসাব নবান্নে পাঠাতে বলা হয়েছে। তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দিচ্ছেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরকে।

ওই দপ্তর ক্ষতিগ্রস্ত পাঁচ জেলার রাস্তাঘাট সংস্কারের জন্য প্রায় ২০০ কোটি টাকা চেয়েছে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, ‘সরকারি অনুমোদন মিললেই কাজ শুরু হয়ে যাবে।’ আগেরবার জলপাইগুড়ি জেলার বামনডাঙ্গা টন্ডু ও পাহাড়ের দুধিয়া ছুঁয়ে ফিরে গিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ধসে বিধ্বস্ত পাহাড়ের মিরিকে যাননি। হাসিমারায় বায়ুসেনার বিমানঘাঁটিতে সামান্য কিছুটা দূরে সুভাষিণী চা বাগানেও যাননি।

কেন্দ্রের কড়া সমালোচনা

তোর্ষার ভয়াল রূপ ওই বাগানের চরম সর্বনাশ করেছে। বেশিরভাগ দুর্গত এলাকায় না যাওয়ায় তখন মুখ্যমন্ত্রীর সমালোচনা কম হয়নি।

দ্বিতীয়বারের সফরে তাই যেন ড্যামেজ কন্ট্রোলে নজর তাঁর। আগামী কয়েকদিন উত্তরবঙ্গের আরও কিছু বিপর্যস্ত এলাকায় তিনি যাবেন বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর। পাহাড় ও জলপাইগুড়ি জেলায় তাঁর দীর্ঘ কর্মসূচি আছে। এই সফরসূচিতে প্রশাসনিক সভা থাকলেও তিনি সরাসরি দুর্গতদের মুখ থেকে ক্ষয়ক্ষতি ও সমস্যা শুনছেন। পাশাপাশি কেন্দ্রের দিকে সমালোচনার আঙুল তোলাও উদ্দেশ্য বলে মনে হচ্ছে। উত্তরবঙ্গ রওনা হওয়ার আগে কলকাতা বিমানবন্দরে রবিবার সাংবাদিকদের সামনে মমতার মন্তব্যে তা স্পষ্ট।

তাঁর কথায়, ‘আমরা কেন্দ্রের সাহায্যের আশায় বসে থাকি না। আমাদের যা সামর্থ্য, তা দিয়ে মানুষকে যতটা সম্ভব সাহায্য করছি। বিপর্যয় মোকাবিলায় ইতিমধ্যে নানা কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। প্রচুর রাস্তা, সেতু ভেঙেছে। সেইসব সারানোর কাজ চলছে।’ মুখ্যমন্ত্রী জানান, রোহিণীতে কাজ শেষ হতে আরও ৫-৬ দিন লাগবে। মিরিকে ব্রিজ মেরামতিতে ৭-৮ দিন লাগবে।

ত্রাণ বিলিতে এবার বেশি নজর মুখ্যমন্ত্রীর। জলদাপাড়ার কাছে নীলপাড়ায় বন দপ্তরের রেঞ্জ অফিসে তিনি প্রশাসনিক বৈঠক

এরপর দশের পাতায়

আলিপুরদুয়ারের সুভাষিণী চা বাগানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

রাতে মেয়েরা বাইরে নয়, মমতার পরামর্শ

নয়নিকা নিয়োগী ও রাজা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা ও দুর্গাপুর, ১২ অক্টোবর : দুর্গাপুর মেডিকেল কলেজের ছাত্রীকে গণধর্ষণে শেষপর্যন্ত তিনজন গ্রেপ্তার হয়েছে। ওই ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী জিরো টলারেন্সের কথা বলেছেন। পুলিশকে কড়া পদক্ষেপ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে উঠল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাতে মেয়েদের চলাফেরা নিয়ন্ত্রণের বক্তব্যকে ঘিরে বিতর্ক। বিরোধী দলগুলি তো বটেই, মহিলা মহলে ওই বক্তব্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে।

মমতা রবিবার উত্তরবঙ্গে পৌঁছেছেন। যাওয়ার আগে কলকাতা বিমানবন্দরে তিনি সাংবাদিকদের সামনে দুর্গাপুরের ওই ঘটনা নিয়ে কথা বলেন। তখনই তিনি কথায় কথায় বলতে থাকেন, ‘বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলির উচিত পড়ুয়াদের, বিশেষত ছোট মেয়েদের রাতে বাইরে বেরোতে না দেওয়া। তাঁদের নিজেদেরও সুরক্ষিত থাকতে হবে। বিভিন্ন রাজ্যের যে ছেলেমেয়ে বাংলায় পড়তে আসেন, তাঁদের আমি অনুরোধ করব রাত্রিবেলা না বেরোতে।’

হঠাৎ এই মন্তব্যের কী কারণ? মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ‘কারণ, পুলিশ তো জানতে পারে না, কে কখন বেরিয়ে যাচ্ছে। পুলিশ তো বাড়ি বাড়ি গিয়ে বসে থাকবে না।’ সমালোচনা শুরু হয়েছে, নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হয়ে মমতা এখন মহিলাদের ঘরে বসে থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন। শুধু বেড়ানোর জন্য নয়, জীবিকার কারণে অনেক মেয়েকে বেশি রাতে বাড়ি ফিরতে হয় কিংবা কাজে যেতে হয়। তাঁদের সেই সমস্যাটির দিকে মুখ্যমন্ত্রীর নজর নেই বলে অভিযোগ উঠেছে।

যদিও হাসিমারায় মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, ‘আমার বক্তব্যকে বিকৃত করা হয়েছে। আমি যদি বলি ভাত খাই, তো লেখা হচ্ছে আমি ভাত। এভাবে রাজনীতি করবেন না।’

এরপর দশের পাতায়

কাজ বন্ধ করে বসে থাকব বাড়িতে?

সীমা রায়
(বিউটিসিয়ান, শিলিগুড়ি)

কাজের সূত্রে কোনও ক্লায়েন্টের বাড়িতে গেলে হামেশাই বাড়ি ফিরতে রাত হয়। যেহেতু আমার নিজের পার্লার নেই, তাই আমি বাড়িতে গিয়ে পরিষেবা দিই। মহিলারা ফোন করে আমাকে হোম সার্ভিস বুক করে থাকেন। শুধু শহর নয়, কাজের জন্য শহরতলি এলাকাতেও যেতে হয়। রাতে অনেক সময় দেখি, কোনও কোনও রাস্তায় পথবাতি নেই। কিন্তু পুরুষদের আড্ডা রয়েছে। তখন রাস্তা বদলে অন্য রাস্তা ধরি। কখনও আবার স্বামী, ছেলেকে ডেকে নিই।

আমার প্রশ্ন, প্রযুক্তি যখন এত এগিয়ে, তখন এখনও কেন প্রশাসন মেয়েদের রাতে অবাধে যাতায়াতে সামান্য সুরক্ষাটুকু দিতে পারছে না? আমি তো বেড়াতে যাই না। কাজে যাই। এটা আমার জীবিকা। শুধু আমি নই, রাত বারোটার পর আমাদের পেশার অনেক মেয়ে বাড়ি ফেরেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা অনুযায়ী যদি বলা হয় যে, রাতে বেরোনো যাবে না, তাহলে আমাদের পেশার মহিলাদের কী হবে?

এবার পুজোর আগে রাত আড়াইটাতেও কাজ সেরে বাড়ি ফিরতে হয়েছে। অনেক সময় একা ফিরেছি। সবসময় সঙ্গে পরিবারের

এরপর দশের পাতায়

বিপর্যয়ের হিসেব

ক্ষতি ২৭টি গ্রাম পঞ্চায়েতের

সমীর দাস

হাসিমারা, ১২ অক্টোবর : গত শনিবার রাত থেকে অতিভারী বৃষ্টিতে ও ভুটান পাহাড়ের জলে প্লাবিত হয়েছিল আলিপুরদুয়ার জেলা। গত এক সপ্তাহ ধরে দুর্যোগে বিপর্যস্ত বিভিন্ন ব্লক ঘুরে দেখে ক্ষতির খতিয়ান তৈরি করেছেন প্রশাসনের আধিকারিক। রবিবার হাসিমারায় মুখ্যমন্ত্রীর সামনে রিভিউ বৈঠকে সেই খতিয়ান পেশ করা হয়েছে। প্রশাসন জানিয়েছে, আলিপুরদুয়ার জেলার ২৭টি গ্রাম পঞ্চায়েত বন্যা পরিস্থিতির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শালকুমার-১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েত। এছাড়াও কুমারগ্রাম ব্লকের ভল্কা ও কুমারগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতেও ক্ষতির পরিমাণ যথেষ্ট বেশি। জেলার ৩৩টি বাড়ি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আংশিক ক্ষতি হয়েছে ২৭৮টি বাড়ির।

রবিবার দুপুরে মুখ্যমন্ত্রী জলদাপাড়া বন্যপ্রাণ বিভাগের নীলপাড়া রেঞ্জের কমিউনিটি হলে রিভিউ মিটিং করেন জেলা প্রশাসন ও জেলার জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে। সেখানেই জেলার সামগ্রিক ক্ষয়ক্ষতির হিসেবে তুলে ধরা হয়। বৈঠকে উঠে এসেছে কৃষির ক্ষতির কথাও। সবথেকে বেশি ক্ষতি হয়েছে ধানের। জেলার প্রায় ১৩৪ হেক্টর জমির ধান নষ্ট হয়েছে। এছাড়া প্রায় ১১১ হেক্টর সবজির খেত নষ্ট হয়েছে। ৩ হেক্টর জমির মিলেট নষ্ট হয়েছে দুর্যোগে। ভুটানের পাহাড়ি নদীর বয়ে নিয়ে আসা ডলোমাইট মেশা পলিতে কৃষিজমির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। সেই ক্ষতি পূরণের জন্য কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়েছে কৃষি দপ্তর। ডলোমাইটের প্রভাব কাটাতে কৃষকদের দেওয়া হচ্ছে কীটনাশক ও বিশেষ রাসায়নিক। দেওয়া হচ্ছে উন্নতমানের ভুট্টাবীজ সহ অন্য ফসলের বীজ। শুধু তাই নয়, কৃষকদের বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজও ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে।

হাহাকার

- সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শালকুমার-১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েত
- কুমারগ্রাম ব্লকের ভল্কা ও কুমারগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতেও ক্ষতির পরিমাণ যথেষ্ট

এরপর দশের পাতায়

কালীপুজোয় চাঁদা চেয়ে লরিচালককে মারধর

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১২ অক্টোবর : দুর্গাপুজোর আগে থেকেই আলিপুরদুয়ারে বিভিন্ন জায়গায় চাঁদার জুলুমের অভিযোগ উঠেছে। এমনকি জাতীয় সড়কেও লাঠি নিয়ে চাঁদা তোলার ছবি দেখা গিয়েছে। আর কালীপুজোর আগে জেলার সড়কে সেই চাঁদা নিয়ে জুলুমবাজির ছবি ফিরে এসেছে। কালীপুজোর চাঁদা আদায়ে বিভিন্ন জায়গায় গাড়িচালকদের হুমকি দেওয়া এবং মারধর করার অভিযোগও উঠছে। গত বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের মনেয়ারপুল এলাকায় এক লরিচালককে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ।

ঘটনার পর গাড়িচালকদের সংগঠন, অল বেঙ্গল ড্রাইভার মহাসংঘের পক্ষ থেকে আলিপুরদুয়ার থানার সামনে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। রবিবার ওই সংগঠনের সদস্যরা আলিপুরদুয়ার থানার আইসি’র সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন। তবে আইসি মুখ্যমন্ত্রীর সফর নিয়ে ব্যস্ত থাকায় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারেননি।

ওই সংগঠনের জেলা নেতা সুব্রত সরকারের কথায়, ‘গাড়িচালকদের বিভিন্ন জায়গায় মারধর করা হচ্ছে। এটা ঠিক নয়। চালকরা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন। আমাদের দাবি, যেখানে চাঁদার জুলুম হবে সেখানেই যেন পুলিশ গিয়ে কড়া ব্যবস্থা নেয়।’

এরপর দশের পাতায়

মরাতোর্ষা আজ সত্যিই মৃত

প্রকৃতি কতটা ভয়ংকর হতে পারে, বারবার তার সাক্ষী থেকেছে উত্তরবঙ্গ। গাছ কেটে ফেলা, নদীর ধারে অবৈধ নির্মাণ, চর ধরে বসতি গড়ে তোলা, অবৈজ্ঞানিকভাবে বালি-পাথর উত্তোলন- এভাবেই প্রকৃতির ওপর বারবার আঘাত হেনেছি আমরা। আর আজ প্রকৃতি তারই প্রতিশোধ নিচ্ছে। পঞ্চম পর্ব

প্রকৃতির প্রতিশোধ

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১২ অক্টোবর : বড়সড়ো কোনও চুরির কথা বোঝাতে আমরা বলি পুকুর চুরি। এটাই প্রচলিত বাগধারা। কিন্তু কোচবিহার জেলায় এলে দেখা যাবে, কেবল পুকুর চুরি নয়, নদীও চুরি হয়। কীভাবে? মরাতোর্ষা নদী ও তার চর এলাকা দখল করে যেভাবে একের পর এক বাড়িঘর তৈরি হচ্ছে, কংক্রিটের ঘর বানিয়ে ব্যবসায়িক কাজে লাগানো হচ্ছে, তাতে নদীর অস্তিত্ব সংকটে। এ যেন দখল নয়, ধীরে ধীরে চুরিই হয়ে যাচ্ছে মরাতোর্ষা।

আর এই দখলদারির পিছনে রয়েছে প্রভাবশালীদের হাত আর রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার। তোর্ষার এই শাখানদীর একসময় জলধারণের ক্ষমতা অনেক বেশি ছিল। কিন্তু নাব্যতা কমতে কমতে বহু জায়গাতেই মরাতোর্ষা কার্যত মাঠে পরিণত হয়েছে। এই নদীকে যদি ঠিক রাখা যেত তাহলে তোর্ষার অনেক জল এই নদী ধারণ করতে পারত। ফলে তোর্ষার ভয়াল পরিস্থিতিজনিত বিপদ কিছুটা হলেও কমানো যেত বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। প্রশাসনের নাকের ডগায় নদী দখল হয়ে গেলেও কার্যত কোনও ব্যবস্থাই নিতে দেখা যায়নি প্রশাসনকে। সেচ দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার জয়প্রকাশ পান্ডে আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, ‘বিষয়গুলি খতিয়ে দেখে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’ কিন্তু কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে, কবেই বা নেওয়া হবে, তার সদুত্তর মেলেনি।

মরাতোর্ষায় অবৈধ নির্মাণ। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

কোচবিহার শহর ও সংলগ্ন এলাকায় তোর্ষার দুটি শাখানদী রয়েছে। একটি খাগড়াবাড়ি, টাকাগাছ, দর্জিপাড়া হয়ে তোর্ষায় মিশেছে। এটি প্রায় চার কিলোমিটার দীর্ঘ। বড় শাখানদীটি আলিপুরদুয়ার জেলার সোনাপুরের দিক থেকে কোচবিহারে ঢুকেছে। সেটি পুণ্ডিবাড়ি, ডোডেয়ারহাট, বালাপাড়া, শালবাগান, পিলখানা, সাহেব কলোনি হয়ে মূল তোর্ষায় মিশেছে। এটি প্রায় ৩০ কিলোমিটার দীর্ঘ। দুটি নদীই ‘মরাতোর্ষা’ নামে পরিচিত। বর্ষার সময় তিন-চার মাস সময় বাদ দিলে বছরের বাকি সময়গুলিতে এই নদীতে জল প্রায় থাকে না বললেই চলে। কচুরিপানা, আগাছা, গাছগাছালিতে ভর্তি থাকায় নদীর নাব্যতা অনেক কম।

এরপর দশের পাতায়

Terms and Conditions applied. *Approval of the loan is at the sole discretion of the financiers, and additional documentation may be required. *The interest rates, loan amount, down payment, tenure options and EMI are based on the financier's assessment of the applicant's credit profile. *Low EMI offers are applicable for select HMSI models as follows: ₹49/- per day for Shine100 DX ; ₹79/- per day for Shine125, SP125 & CB125 Hornet; ₹1999/- per month for Activa. *Some of the mentioned components of the scheme cannot be clubbed together. *The offers/features may be modified or withdrawn at any time without prior intimation. *Offer valid until 31st October 2025. **Instant Cashback up to ₹5000 is available on selected HMSI models for EMI transactions using HDFC Bank credit cards with a minimum transaction value of ₹40000. **An instant cashback of flat ₹2000 is applicable on a minimum full swipe transaction of ₹40000, and flat ₹3000 Instant cashback on a minimum full swipe transaction of ₹75002. **Instant Cashback up to ₹4000 is available on selected HMSI models for EMI transactions made using IDFC Bank credit cards with a minimum transaction value of ₹40000. **The offer is valid on credit card transactions processed through Pine Labs machines only and is applicable for one transaction per card/order during the offer period. **The Instant Cashback offers from HDFC Bank and IDFC Bank are valid until 31st October 2025. ^GST benefit is based on a reduction from 28% to 18% GST on the Ex-showroom price of NX 200. ^The actual savings may vary depending on the selected model and state. Product shown in the picture may vary from actual product available in the market. Accessories shown in the picture are not part of standard equipment.

Honda Motorcycle & Scooter India Pvt. Ltd., Registered Office: Plot No. 1, Sector - 03, IMT Manesar, Distt. Gurugram, (Haryana) – 122052, India; **Website:** www.honda2wheelersindia.com; **Customer Care:** customercare@honda.hmsi.in

আহত হাতিকে উত্ত্যক্ত

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

১২ অক্টোবর : বন দপ্তরের কর্মীদের সামনে উত্ত্যক্ত করা হল দাঁতালকে। রবিবার ডামডিম গ্রাম পঞ্চায়েতের কুমলাই চা বাগানের ১৪ নম্বর সেকশনে দাঁড়িয়ে থাকা পূর্ণবয়স্ক দাঁতাল হাতিটিকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত জঙ্গলে ফেরাতে ব্যর্থ বন দপ্তর। আর দিনভর বন দপ্তরের কর্মীদের সামনেই কখনও ঢিল, কখনও বাঁশ ছুড়ে মারা হল বুনোকে। এমনকি কেউ কেউ ছবি তুলতে গিয়ে হাতিটির খুব কাছে চলে যান। হাতিটির গায়ে একাধিক ক্ষতের চিহ্ন রয়েছে। এই বিষয়ে বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের ডিএফও রাজা এম বলেন, 'হাতিটির নজরদারির জন্য চারটি পৃথক টিম গঠন করা হয়েছে। বনের অন্য হাতির সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে হাতিটি চোট পেয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রয়োজনে হাতির চিকিৎসা করানো হবে।' এদিন সন্ধ্যায় আরও দুটি হাতি লাটাগুড়ির জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ছাওয়াফুলি বনবস্তি সংলগ্ন বড়দিঘি চা বাগানে ঢুকে পড়ে। খবর পেয়ে বন দপ্তরের লাটাগুড়ি রেঞ্জের কর্মীরা হাতি দুটোকে জঙ্গলে ফেরত পাঠাতে সক্ষম হন।

বুধবার বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের আপালচাঁদ জঙ্গলের চেল নদীর ধারে অসুস্থ একটি দাঁতাল হাতিকে দেখতে পান স্থানীয়রা। হাতিটির শরীরে একাধিক ক্ষতের চিহ্ন ছিল। বন দপ্তরের দাবি, অন্য হাতির আক্রমণে হাতিটি আহত হয়েছে। তবে স্থানীয়দের মতে, ছররা গুলির

দাঁতালকে দেখতে চা বাগানে ভিড় স্থানীয়দের। ছবি : শুভদীপ শর্মা

আঘাতে হাতিটি গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। অসুস্থ হাতিটিকে বুধবারের পর আর খুঁজে পায়নি বন দপ্তর। এদিন ভোরবেলা ডামডিং গ্রাম পঞ্চায়েতের কুমলাই চা বাগানের ১৪ নম্বর সেকশনে হাতিটি ঢুকে পড়ে। লোকালয়ে হাতি বেরোনোর খবর পেয়ে স্থানীয়রা ভিড় জমান। ঘটনাস্থলে আসেন মালবাজার বন্যপ্রাণ স্কোয়াড ও বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের কর্মীরা। বনকর্মীদের সামনেই মানুষ হাতিটিকে উত্ত্যক্ত করতে থাকেন। উত্তেজিত জনতা হাতিটিকে ঢিল ছোড়ে একাধিকবার, বাঁশ ছুড়েও মারা হয় হাতিটির দিকে। কেউ কেউ আবার হাতিটির ছবি তুলতে এগিয়ে যায় ঝুঁকিপূর্ণভাবে। একসময় হাতিটি বিরক্ত হয়ে এদিক-ওদিক ছুটতে শুরু করে। স্থানীয় বাসিন্দা মুর্শিদ আলম বলেন, 'হাতির শরীরে যে শুধু একাধিক ক্ষত রয়েছে তাই নয়, হাতিটি একটি চোখেও কম দেখে। এদিন বনকর্মীদের সামনে যেভাবে হাতিটিকে উত্ত্যক্ত করা হল তা নজিরবিহীন।'

বন দপ্তরের ভূমিকার সমালোচনা করে পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক অনির্বাণ মজুমদার বলেন, 'শুনেছি হাতিটি বেশ কয়েকদিন ধরেই অসুস্থ। গত ডিসেম্বর মাসে কাঠামবাড়ি জঙ্গলে একটি হাতি অসুস্থ হয়ে মারা গিয়েছিল। জুন মাসে একই এলাকায় আরেকটি দাঁতালের মৃতদেহ উদ্ধার হয়, তার শরীরেও ছিল একাধিক ক্ষতের দাগ। এই হাতিটি অসুস্থ থাকলেও কেন এটার চিকিৎসা করা হচ্ছে না বুঝতে পারছি না।' আরেক পরিবেশপ্রেমী নফসর আলি বলেন, 'বারবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। বন্যপ্রাণী লোকালয় বেরিয়ে এলে মানুষ তাদের উত্ত্যক্ত করছেন। বন দপ্তরকে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ করছি।' উত্তরবঙ্গের বন্যপ্রাণ বিভাগের বনপাল ভাস্কর জেভি বলেন, 'মানুষ সচেতন না হলে এধরনের ঘটনা আটকানো অসম্ভব। গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

লোকালয়ে বুনো

- রবিবার ভোরে কুমলাই চা বাগানের ১৪ নম্বর সেকশনে ঢুকে পড়ে এক দাঁতাল
- খবর চাউর হতেই হাতিটিকে দেখতে স্থানীয়রা জটলা করেন
- হাতির দিকে বাঁশ এবং ঢিল ছোড়া হয়
- হাতিটির গায়ে অনেক আঘাতের চিহ্ন আছে, সেগুলি ছররা গুলির আঘাত বলে মনে করা হচ্ছে
- হাতিটি একটা চোখে কম দেখে
- সন্ধে অবধি বন দপ্তর হাতিটিকে জঙ্গলে ফেরত পাঠাতে পারেনি

আরজি করের প্রাক্তন ডেপুটি সুপার রাজনীতিতে

বিজেপিতে নাম লেখালেন আখতার

অনির্বাণ চক্রবর্তী

কালিয়াগঞ্জ, ১২ অক্টোবর : আরজি কর কাণ্ডের অন্যতম প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর চিকিৎসক আখতার আলি বিজেপির সদস্যপদ গ্রহণ করলেন। বর্তমানে কালিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হাসপাতালের ডেপুটি সুপার আখতার সম্প্রতি অনলাইনে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দলের সদস্যপদ নেন এবং এরপরেই নতুন করে স্বাস্থ্য দপ্তরের দুর্নীতি নিয়ে সরব হওয়ার কথা জানান। চাকরি ছেড়ে দেওয়ার ইঙ্গিত দিয়ে তিনি বলেন, 'পরবর্তীতে আমার লড়াই হবে রাজ্যে স্বাস্থ্য দপ্তরে ঘটে চলা দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই এবং রাজ্যে মহিলাদের সুরক্ষার দাবিতে আন্দোলন।' তৃণমূলকে ঘৃণা করার কথাও জানান তিনি। তাঁর বক্তব্য, 'মুখ্যমন্ত্রী ব্যতীত তৃণমূলে সকলেই দুর্নীতিগ্রস্ত, চোর।' পরিবারের সায় মিললে '২৬-এর ভোটে তিনি যে বিজেপির প্রার্থী হতে তৈরি, সেই ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে তাঁর কাছ থেকে। কিন্তু সংখ্যালঘু মুখ হিসেবে চিকিৎসক আখতারকে বিজেপি প্রার্থী করবে কি না, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন।

অভয়া কাণ্ডে তৎকালীন আরজি কর মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছিলেন ডাঃ আখতার আলি। সেসময় তিনি ছিলেন আরজি করের ডেপুটি সুপার। একের পর এক তাঁর বিস্ফোরক অভিযোগে বিড়ম্বনায় পড়তে হয়েছিল রাজ্য সরকারকে। কিছুদিনের মধ্যে তাঁকে বদলি করে দেওয়া হয় মুর্শিদাবাদে। পরবর্তীতে কালিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে। এখানে ডেপুটি সুপার পদেই রয়েছেন তিনি। আজও তিনি রাজ্যে ক্ষমতাসীন তৃণমূলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে সরব। অনলাইনে হলেও হঠাৎ তাঁর বিজেপিতে যোগ দেওয়ার প্রেক্ষিতে নানান প্রশ্ন উঠছে। হিন্দুত্ববাদী দল হিসেবে স্বঘোষিত বিজেপিকে কেন তিনি বেছে নিলেন? গৈরিক মঞ্চ থেকে তাঁকে কি সক্রিয় রাজনীতিতে দেখা যাবে? কয়েকদিনের মধ্যে সশরীরে বিজেপিতে যোগ দেবেন জানিয়ে আখতার বলছেন, 'তৃণমূলের ১৪ বছরের শাসনে রাজ্যে অপরাধ বাড়ছে। মুসলিম মরছে। মুসলিমদের উঠতে দিচ্ছে না তৃণমূল। শুধু মুসলিমদের ব্যবহার করা হচ্ছে। একমাত্র বিজেপি পারবে ২০২৬ সালে রাজ্য থেকে তৃণমূলকে সাফ করতে।' নীতিন গড়করির প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলছেন, 'বিজেপিতে অনেক ভালো মানুষ, সৎ মানুষ রয়েছেন।'

আখতার অনলাইনে বিজেপির সদস্যপদ নিয়েছেন জানতে পারার পর বিজেপির উত্তর দিনাজপুর জেলা সভাপতি নিমাই কবিরাজ বলছেন, 'ভারতীয় জনতা পার্টির আদর্শ মেনে যদি উনি দলে আসেন, তাহলে তাঁকে আমাদের সুস্বাগত। ওঁর মতো ব্যতিক্রমী প্রতিবাদী মানুষ দলে থাকলে আমাদের রাজ্যে সফলতা আসবে।' বিষয়টি কার্যত পাশ কাটিয়ে উত্তর দিনাজপুর জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়ালের বক্তব্য, 'এটা ওঁর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। এ বিষয়ে আমি কোনও মন্তব্য করব না।'

কর্মখালি

কার্টন ডেলিভারির জন্য শিলিগুড়ির লোক চাই। স্কুটার / বাইক হতে হবে। বেতন - 12000/-+ পেট্রোল। 8116743501. (C/118348)

শিলিগুড়ির রেস্টুরেন্টে রুটি করা, বাসন মাজার জন্য ২টি ছেলে চাই। থাকা-খাওয়া ফ্রি, বেতন - ১০-১২০০০/-, 9749570276. (C/118346)

গার্ড, সুপারভাইজার চাই ফ্যাক্টরির জন্য। থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস, মাসে ছুটি সহ 13,500/- স্যালারি। M :- 86536 09553, 85098 27671. (C/118347)

শিলিগুড়িতে Distributor-এর under-এ সেলসের জন্য স্থানীয় যুবক চাই। বাইক থাকা চাই। ফ্রেশার হলেও চলবে। M :- 7699002805. (C/118347)

NGO জন্য Survey & Marketing Staff চাই। ন্যূনতম H.S, Bike আবশ্যক। বয়সের বাধ্যতা নেই, বেতন আকর্ষণীয়, (M) 9126145259. (C/118349)

হারানো/প্রাপ্তি

আমি কার্তিক দাস, ময়নাগুড়ি সুভাষনগরের বাড়ি থেকে জেরক্স করার জন্য দুর্গাবাড়ির দিকে যাওয়ার পথে আমার বাড়ির দলিলটি হারিয়ে যায়। যার দাগ নং ১৭৭৭, জে.এল নং ৩৬, ডিড নং ৪২, জমির পরিমাণ ০.০৫৭৫ একর, মৌজা দক্ষিণ মৌয়ামারী, জলপাইগুড়ি। যদি কেহ পেয়ে থাকেন নিম্ন ফোনে যোগাযোগ করে দলিলটি ফেরত দিলে উপকৃত হব। (M) 9933338424. (S/C)

বিক্রয়

মাথাভাঙ্গায় দারুণ Place-এ 5 Decimal জমি সহ বাড়ি বিক্রয় হইবে। Call - 7407005550. (C/118346)

অ্যাফিডেভিট

আমি Arun Kumar Barman, S/o Late Jagada Nanda Barman, Vill. Pandapara Park More, Ward No.13, Post : Pandapara Kalibari, Dist. Jalpaiguri. আমার Driving License-এ (D.L. No. WB71 1997 089 4407) পিতার নাম ভুল আছে Late G. N. Barman গত 08/10/2025 তারিখে Executive Magistrate, Jalpaiguri Sadar, Affidavit বলে সংশোধন করে Late Jagada Nanda Barman করা হল যা উভয় Late G. N. Barman এবং Late Jagada Nanda Barman এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/118531)

আমি সুলতান মিঞা, পিতা - মৃঃ সহিরুদ্দিন মিঞা, সাকিন - উত্তর কালারায়ের কুঠি, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার গত ১০/১০/২০২৫ তারিখে কোচবিহার জুডিশিয়াল ১ম ক্লাস কোর্টের অ্যাফিডেভিট দ্বারা উদ্দিন সুলতান, পিতা - সহিরুদ্দিন থেকে সুলতান মিঞা, পিতা - মৃঃ সহিরুদ্দিন মিঞা হইলাম।

অ্যাফিডেভিট

ড্রাইভিং লাইসেন্স রেজিস্ট্রেশন নং WB 632017 0995578 আমার নাম এবং বাবার নাম ভুল থাকায় 16-09-25, E.M., সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Kajal Shil Sharma এবং Kajal Seal Sarma, বাবা Nitai Shil Sharma এবং Nityananda Seal Sarma উভয়েই এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। মধ্য কালারায়ের কুঠি, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার। (C/118139)

ড্রাইভিং লাইসেন্স রেজিস্ট্রেশন নং - WB63 20100 888100 (New) 64/43905 (Old) আমার নাম ভুল থাকায় 16-09-25, E.M., সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Khalek Rahaman এবং Khaleque Rahaman উভয়ই এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। মধ্য কালারায়ের কুঠি, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার। (C/118140)

পিছোতে পারে প্রথম সিমেস্টারের পরীক্ষা

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১২ অক্টোবর : চলতি শিক্ষাবর্ষে রাজ্যজুড়ে কলেজগুলির ভর্তিপ্রক্রিয়া শেষ করতে বেশ দেরি হয়েছে। সেই কারণে এবার উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কলেজগুলিতে প্রথম সিমেস্টারের পরীক্ষা পিছোনোর সম্ভাবনা তৈরি হল। স্বাভাবিক নিয়মে প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম সিমেস্টারের পরীক্ষা ডিসেম্বর মাসে হয়ে থাকে। প্রতিটি সিমেস্টারে ৯০ দিন ক্লাস নেওয়ার নিয়ম রয়েছে। ফলে তৃতীয় ও পঞ্চম সিমেস্টারের ক্ষেত্রে সেই সমস্যা না হলেও প্রথম সিমেস্টারে ৯০ দিন ক্লাস করা সম্ভব নয়। এই অবস্থায় চলতি বছরে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কলেজগুলিতে প্রথম সিমেস্টারের পরীক্ষা ফেব্রুয়ারিতে হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। এবিষয়ে বিবেকানন্দ কলেজের অধ্যক্ষ সৃজিত দাসের কথায়, 'কোনও অফিশিয়াল তথ্য এখনও পাওয়া যায়নি। তবে পরীক্ষা পিছোনোর সম্ভাবনা রয়েছে।'

এবার প্রথম সিমেস্টারে প্রথম ধাপের ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ হয়ে গত ২৭ অগাস্ট ক্লাস শুরু হয়। সেপ্টেম্বর মাসের শেষদিকে পুজোর ছুটি শুরু হয়ে গিয়েছিল। কম ক্লাস করিয়ে পরীক্ষা নিলে পরীক্ষার্থীদের ওপর তার প্রভাব পড়তে পারে। অন্যদিকে বেশিরভাগ কলেজে নানা বিষয়ের সব আসন পূরণ হয়নি। কেন্দ্রীয় পোর্টালের বদলে কলেজের নিজস্ব পোর্টালে ১১ অক্টোবর থেকে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত দ্বিতীয় ধাপে ভর্তির আবেদন করা যাবে। সেক্ষেত্রে নতুন পড়ুয়াদের পক্ষে ডিসেম্বরে পরীক্ষা দেওয়া অসম্ভব। এবিষয়ে অল বেঙ্গল প্রিন্সিপাল কাউন্সিলের ভাইস প্রেসিডেন্ট পঙ্কজ দেবনাথ বলেন, 'প্রতিটি সিমেস্টারে ৯০ দিন পঠনপাঠনের সময়সীমা দেওয়া উচিত। ভর্তি প্রক্রিয়া দেরি করে হওয়ায় এবার পরীক্ষা সময় পিছিয়ে দিলে পরীক্ষার্থীরা ঠিকমতো প্রস্তুতি নিতে পারবে।'

বিভিন্ন কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, পরবর্তী সিমেস্টারগুলি এক মাস করে এগিয়ে এনে শিক্ষাবর্ষ নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করা হতে পারে। তবে ডিসেম্বরের বদলে ফেব্রুয়ারিতে সিমেস্টার হলে সুবিধা হবে বলে জানাচ্ছেন পড়ুয়ারাও। ভাস্বতী দাস নামে আলিপুরদুয়ার মহিলা কলেজের প্রথম সিমেস্টারের এক ছাত্রী বলেন, 'অগাস্ট মাসের শেষে ক্লাস শুরু হয়েছে। ফলে এখনও সেভাবে পড়াশোনা শুরু করতে পারিনি। ফেব্রুয়ারি মাসে হলেই ভালো হয়।' কোয়েল দাস নামে আরেক পরীক্ষার্থীরও একই মত।

চলতি বছরে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফল ঘোষণার প্রায় এক মাস পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় পোর্টালে ভর্তির আবেদন শুরু হয়েছিল। প্রথম সিমেস্টারে ভর্তির আবেদনের জন্য প্রথম ধাপে ১৮ জুন থেকে ১ জুলাই অবধি সময়সীমা করলেও শেষপর্যন্ত তা ৩০ জুলাই করা হয়েছিল। এনিয়ে আলিপুরদুয়ার মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ অমিতাভ রায় বলেন, 'ভর্তি প্রক্রিয়া দেরি হওয়াতে পরীক্ষা পিছালে পরীক্ষার্থীরা সুবিধা পাবেন।'

জল্পনা

- স্বাভাবিক নিয়মে প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম সিমেস্টারের পরীক্ষা ডিসেম্বর মাসে হয়ে থাকে
- প্রতিটি সিমেস্টারে কম করে ৯০ দিন ক্লাস নেওয়ার নিয়ম রয়েছে
- চলতি শিক্ষাবর্ষে ভর্তি প্রক্রিয়া দেরিতে হওয়ায় ডিসেম্বর অবধি ৯০ দিন ক্লাস নেওয়া সম্ভব হবে না
- তাই পরীক্ষা পিছিয়ে ফেব্রুয়ারিতে হতে পারে বলে জানা গিয়েছে

নদী পেরিয়ে বাড়ির পথে।। বালুরঘাটে পাগলিগঞ্জে মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি।

জাপানের মঞ্চে শিলিগুড়ির অনিমিখা

শিলিগুড়ি, ১২ অক্টোবর : নাচে বিশ্বমঞ্চে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবেন বলে শিলিগুড়ির অনিমিখা দে'র বহুদিনের ইচ্ছে ছিল। অবশেষে সেই স্বপ্নপূরণ। গত ২ অক্টোবর থেকে জাপানের ওসাকাতে আয়োজিত 'ওয়ার্ল্ড এক্সপো'তে কত্থকের অনুষ্ঠানে শামিল হয়ে তিনি সবার হৃদয় জিতেছেন। তথ্য ও সংস্কৃতিমন্ত্রকের তরফে এই অনুষ্ঠানের জন্য পশ্চিমবঙ্গ থেকে দুজনকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। কলকাতার একজন ছাড়া অনিমিখাকে বেছে নেওয়া হয়। জাপানে অনুষ্ঠান শেষে করতালিতে উচ্ছ্বসিত তরুণীর কথায়, 'আমার বহুদিনের স্বপ্ন পূরণ হল। এত বড় মঞ্চে দর্শকদের প্রত্যাশা পূরণ করতে

পারলেও এখনও যেন তা বিশ্বাসই হচ্ছে না।'

অনিমিখা চলতি সপ্তাহেই বাড়ি ফিরেছেন। কলেজপাড়ার এই বাসিন্দার তিন বছর বয়সে নাচে হাতেখড়ি। গুরু সংগীতা চাকির কাছে নাচের তালিম নিয়ে জেলা, রাজ্য ও জাতীয় স্তরের বিভিন্ন নৃত্য প্রতিযোগিতায় শামিল হয়ে পুরস্কার জেতা। কলকাতার লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক হওয়ার পর রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কত্থকে স্নাতকোত্তর করেছেন। বিশ্বমঞ্চে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব বহুদিনের স্বপ্ন ছিল। জাপানের সেই অনুষ্ঠান অনিমিখার স্বপ্ন পূরণ করল। বিশ্বমঞ্চে শিষ্যের অংশগ্রহণ দেখে অনিমিখার আরেক গুরু মধুমিতা রায়ও খুব খুশি। খুশি অনিমিখার বাবা-মা বিশ্বজিৎ দে ও বর্ণালি দে-ও।

যাত্রাসূচি বদল ট্রেনের

আলিপুরদুয়ার, ১২ অক্টোবর : কুয়াশার কারণে ডিসেম্বর মাস থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে দিল্লি জংশন সিকিম-মহানন্দা এক্সপ্রেস সহ কয়েক জোড়া ট্রেন চলাচল কমানো হচ্ছে।

এই সময়কালে ট্রেনগুলি নিয়মিত চলাচলের বদলে সপ্তাহে তিন থেকে চারদিন চলাচল করবে। এছাড়াও নিউ জলপাইগুড়ি-নিউদিল্লি এক্সপ্রেস, কামাখ্যা-আনন্দ বিহার টার্মিনাল নর্থইস্ট এক্সপ্রেসের মতো ট্রেনের চলাচলও এই সময়কালে কমানো হচ্ছে। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে কিছু ট্রেন আংশিক বাতিল করা হয়েছে এবং বেশ কিছু ট্রেন পুরোপুরি বাতিল করা হয়েছে।

PUBLICATION OF ADVT NOTICE INVITING PROPOSALS FOR ALLOTMENT OF REGIMENTAL SHOP AT BENGDUBI MIL STN

1. Sealed applications/ proposals are invited from ex-serviceman/ war widows/ widows of ex-serviceman for allotment of various shops at Bengdubi Mil Stn as per details under on lease for a period of 3 yrs extendable for 02 more years based on performance. Shops will be allotted to highest bidders. Only war widows/ widows of defense personnel killed while on duty/ disabled soldier/ Ex-servicemen and spouses/ widows of ex-servicemen are eligible for allotment of the shop.

2. Last date of submission of completed docu and submission of bids is 25 Oct 2025.

3. Details of the shops are as under:-

3.1 Grocery Shop (01 x Shops)
3.2 Tailor Shop (01 x Shop)
3.3 Army Gen Store Shop (01 x Shop)
3.4 Tour and Travel Shop (01 x Shop)

4. Applications and eligibility conditions and supporting documents, earnest money and other details of rebate, rent & allied charges can be obtained from Stn Cell Bengdubi on any working day between 1000h to 1400h till 20 Oct 2025. For clarification contact Mob No **7501185810.**

5. Any discrepancy in filling of application, lapses of documents etc. will not be considered as bidder and will be disqualified and no intimation will be given to interested bidden/ participant.

Sd/-
Stn Cdr, Bengdubi Military Station

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজ টিভিতে

কিংডম অফ দ্য প্ল্যানেট অফ দ্য এপস সন্ধে ৬.২৩ স্টার মুভিজ

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ জন্মদাতা, দুপুর ১.০০ প্রেমের কাহিনী, বিকেল ৪.০০ ভিলেন, সন্ধে ৭.০০ বিদ্রোহ, রাত ১০.০০ আঘাত
জলসা মুভিজ : সকাল ১০.১৫ আরাধনা, দুপুর ১.৩০ অগ্নি, বিকেল ৪.৪৫ গোত্র, সন্ধে ৭.৩০ আনন্দ আশ্রম, রাত ১০.৩০ ভূতচক্র প্রাইভেট লিমিটেড
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ আমার মা
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ গুরুদক্ষিণা
অ্যান্ড পিকচার্স : সকাল ১০.৫৫ দবং-থ্রি, দুপুর ১.০০ স্পাইডার, বিকেল ৩.৩২ সূরয়া-থ্রি, সন্ধে ৬.১১ ভালাত্তি, ৭.৫৯ ইন্ডিয়ান, রাত ১০.৫৬ ওয়েলকাম ব্যাক
জি বলিউড : সকাল ১০.৫৭ মাওয়ালি, দুপুর ১.৫৩ মেহবুবা, বিকেল ৪.৪৪ খতরোঁ কা খিলাড়ি, সন্ধে ৭.৫৯ গোপি কিশন, রাত ১০.৪৫ লাল বাদশা
জি অনমোল সিনেমা : সকাল ১০.২০ প্রেম গ্রন্থ, দুপুর ১.৩০ রাজা কি আয়েগি বারাত, বিকেল ৪.১৫ গঙ্গাজল, সন্ধে ৭.২৮ সুহাগ, রাত ১০.২৭ মেরা হক
স্টার মুভিজ : সকাল ১০.২৩ কোকো, দুপুর ১২.০০ দ্য প্যারেন্ট ট্র্যাপ, বিকেল ৩.৫৮ ব্যাটম্যান ভার্সেস সুপারম্যান : ডন অফ জাস্টিস, সন্ধে ৬.২৩ কিংডম অফ দ্য প্ল্যানেট অফ দ্য এপস, রাত ৮.৪৫ স্পিড-টু, ১০.২৯ সুপার টাইফুন

গুরুদক্ষিণা দুপুর ২.৩০ ডিডি বাংলা

ওয়েলকাম ব্যাক রাত ১০.৫৬ অ্যান্ড পিকচার্স

জাম্বিয়া আনটেমড রাত ১০.৫৫ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি এইচডি

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৬ আশ্বিন, ১৪৩২, ভাঃ ২১ আশ্বিন, ১৩ অক্টোবর, ২০২৫, ২৬ আহিন, সংবৎ ৭ কার্তিক বদি, ২০ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৩৬, অঃ ৫।১২। সোমবার, সপ্তমী সন্ধ্যা ৫।৪৮। আর্দ্রানক্ষত্র রাত্রি ৬।২৮। পরিঘযোগ দিবা ২।৪৮। বিষ্টিকরণ দিবা ৬।৪৯ গতে ববকরণ সন্ধ্যা ৫।৪৮ গতে বালবকরণ শেষরাত্রি ৪।৫৬ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, রাত্রি ৬।২৮ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। মৃতে- একপাদদোষ, সন্ধ্যা ৫।৪৮ গতে দোষ নাই, রাত্রি ৬।২৮ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- বায়ুকোণে, সন্ধ্যা ৫।৪৮ গতে ঈশানে। কালবেলাদি- ৭।৩ গতে ৮।৩০ মধ্যে ও ২।১৮ গতে ৩।৪৫ মধ্যে। কালরাত্রি- ৯।৫১ গতে ১১।২৪ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- ধান্যচ্ছেদন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- সপ্তমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।১৭ মধ্যে ও ৮।৪৮ গতে ১০।৫৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২৮ গতে ১০।৫৪ মধ্যে ও ২।২১ গতে ৩।১৩ মধ্যে।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ব্যবসায় সামান্য মন্দা। নতুন কোনও প্রকল্পের সূচনায় সাফল্য পাবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ দিন। বৃষ : কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সাহায্য পেয়ে জটিল কাজের সমাধান। ব্যবসায় নতুন বিনিয়োগে সাফল্য মিলবে। মিথুন : উচ্চ রক্তচাপে সমস্যা বাড়বে। বিদেশে বাসরত সন্তানের জন্য দুশ্চিন্তা। নাক-কান-গলার সমস্যায় ভোগান্তি। ব্যবসায় কর্মচারী সমস্যা। কর্কট : প্রেমে সাময়িক ভুল বোঝাবুঝি। কর্মক্ষেত্রে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি। সিংহ : ভ্রমণের পরিকল্পনায় বাধা। বাবার পরামর্শে দাম্পত্যের ঝামেলার সমাধান। মূল্যবান দ্রব্য হারাতে পারে। কন্যা : সংসারের ছোটখাটো সমস্যা মিটে যাবে। সম্পত্তি নিয়ে বিবাদে আইনি পথ এড়িয়ে চলুন। তুলা : প্রযুক্তিবিদগণ তাঁদের ইচ্ছাপূরণ করতে পারবেন। অপরিচিত ব্যক্তিকে টাকা ধার দেবেন না। বৃশ্চিক : নিজের বুদ্ধির দোষে কাজ অসমাপ্ত থাকবে। রাজনীতির ব্যক্তিত্বদের জনসমর্থন আরও বাড়বে। নতুন বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। ধনু : ব্যবসায় বাড়তি লাভ হবে। উচ্চ রক্তচাপের রোগীরা সামান্য সমস্যাতেও চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। মকর : দূরের কোনও প্রিয়জনের সহায়তায় ব্যবসার নতুন পরিকল্পনা নিতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে মতবিরোধ। কুম্ভ : বাড়িতে আত্মীয়সমাগমে আনন্দ। সন্তানের কৃতিত্বে গর্ববোধ। কোমর ও পিঠের ব্যথায় ভোগান্তি। কোনও অনুষ্ঠানে আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে আনন্দে কাটবে। মীন : সরকারি কর্মচারীরা সুসংবাদ পেতে পারেন। লটারিতে প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির যোগ।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

সুভাষিণী চা বাগানে আশার আলো

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাকা রাস্তার দাবি

সমীর দাস

হাসিমারা, ১২ অক্টোবর : সুভাষিণী চা বাগানে আগেও এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে বাগানের নদী লাইনে এই প্রথমবার। তাঁকে এত কাছে পেয়ে সরাসরি পাকা রাস্তার দাবি জানালেন চা শ্রমিকরা।

রবিবার বিকেলে নীলপাড়া রেঞ্জের কমিউনিটি হল থেকে রিভিউ মিটিং শেষ করে মুখ্যমন্ত্রী চলে আসেন তোর্ষার বাঁধ ভেঙে ক্ষতি হওয়া নদী লাইনে। মুখ্যমন্ত্রীকে কাছে পেয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠেন শ্রমিকরা। তবে শ্রমিক আলফা টিগ্গা বন্যায় ক্ষতির রিপোর্ট পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরেন। এই চা শ্রমিক বলেন, 'শ্রমিক লাইনের কাঁচা রাস্তাটি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাকা করার দাবি জানিয়েছি। বাঁধ মেরামত ও চা বাগানের ক্ষতির বিষয়টিও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরেছি। মুখ্যমন্ত্রী সস্নেহে কাছে ডেকে সমস্যা জানতে চেয়েছেন। দাবি পূরণের আশ্বাস দিয়েছেন।' আলফার কথায়, 'মুখ্যমন্ত্রী চলে যাওয়ার পরও অনেকক্ষণ ঘোরের মধ্যে ছিলাম। এত কাছ থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে দেখব, তাঁকে সমস্যা জানাতে পারব, ভাবতেই পারিনি।'

আরেক শ্রমিক লালি মাহাতো বললেন, 'মুখ্যমন্ত্রী আসবেন সেটা আগে থেকে আমাদের জানা ছিল না। তবে মনে বিশ্বাস ছিল, তিনি হয়তো আমাদের শ্রমিক মহল্লায় আসবেন। সেই বিশ্বাসই সত্যি হল। মুখ্যমন্ত্রীকে দেখে মনে হচ্ছিল স্বপ্ন দেখছি।' সিমলা ওরাওঁ নামে আরেক শ্রমিক বললেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে ত্রাণ নিয়েছি। এর থেকে সৌভাগ্য আর কী হতে পারে।' আবার ওই শ্রমিক লাইনের বাসিন্দা মঞ্জুলা বিলুং বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী আমার তিন বছরের মেয়ে সিজলকে আদরে ভরিয়েছেন। খাতা, কলমের পাশাপাশি খেলনা দিয়েছেন।'

বাগানের ফ্যাক্টরির থেকে প্রায় ৫০০ মিটার দূরে তোর্ষা নদীর বাঁধের পাশে এই নদী লাইন। এই মহল্লায় যাওয়ার রাস্তাটি এখনও কাঁচা। শ্রমিকরা বলছেন, কাঁচা রাস্তা দিয়ে বর্ষায় চলাচল করতে সমস্যা হয়। তবে সাম্প্রতিক প্লাবনে কাঁচা রাস্তায় বালু ও পলির স্তর জমা হয়ে রাস্তাটি প্রায় চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছিল। নদীর জল নামলেও রাস্তার পলি ও বালুর স্তর এখনও পুরোপুরি পড়েনি। সেই কথাই এদিন মুখ্যমন্ত্রীকে সরাসরি জানাতে পেরে খুশি বাগানের শ্রমিকরা। এবার হয়তো তাঁদের বাড়িতে যাওয়ার রাস্তা পাকা হবে বলে মনে করছেন শ্রমিকরা। মুখ্যমন্ত্রী চলে যাওয়ার পর শ্রমিক ও বাগানের ম্যানেজারের সঙ্গে সেখানে বৈঠক করে সমস্যা লিপিবদ্ধ করেন কালচিনির বিডিও মিঠুন মজুমদার ও আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের সভাধিপতি স্নিগ্ধা শৈব।

উপহার নাও।। সুভাষিণী চা শ্রমিক মহল্লায় মুখ্যমন্ত্রী।

> শ্রমিক লাইনের কাঁচা রাস্তাটি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাকা করার দাবি জানিয়েছি। বাঁধ মেরামত ও চা বাগানের ক্ষতির বিষয়টিও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরেছি। মুখ্যমন্ত্রী সস্নেহে কাছে ডেকে সমস্যা জানতে চেয়েছেন। দাবি পূরণের আশ্বাস দিয়েছেন।
>
> **আলফা টিগ্গা**
> *চা শ্রমিক*

বিপর্যয়ের পর ডুয়ার্সে ভিড় পর্যটকদের। পাহাড়ের কোলে গাড়ি সাফারি। জয়ন্তী নদীর চরে রবিবার। ছবি : অর্পণ গুহ রায়

দুর্যোগের জের, চিকিৎসা শিবির শালকুমারহাটে

বাড়ছে ত্বক-পেটের অসুখ

সুভাষ বর্মন

শালকুমারহাট, ১২ অক্টোবর : বন্যা পরিস্থিতির পর থেকে গত ৬ দিন পেটের অসুখে ভুগছেন শালকুমারহাটের প্রধানপাড়ার অঙ্কুশ রায়। ওষুধ কিনে খেলেও সুস্থ হতে পারছেন না কিছুতেই। আবার মুন্সিপাড়ার কিশোরী তমোশ্রী রায়ের ত্বকের সমস্যা দেখা দিয়েছে। গত ৫ অক্টোবরের প্লাবনের পর থেকে নেপালিবস্তি, নতুনপাড়া, মুন্সিপাড়া, প্রধানপাড়া সহ বেশকিছু গ্রামের এমন অনেক বাসিন্দা পেট ও ত্বকের সমস্যায় ভুগছেন। কারণ, ডলোমাইট মিশ্রিত পলিযুক্ত জল ঢুকে পড়েছে গ্রামে। চিকিৎসকরা বলছেন, এই জন্যই পেটের রোগ ও ত্বকের সমস্যা বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে রবিবার শালকুমারহাটের মুন্সিপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র বড় আকারে মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। সেখানে প্রায় এক হাজার রোগী আসেন। আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক রোগী দেখার পাশাপাশি বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় ওষুধও দেন।

আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের বিএমওএইচ ভাস্কর সেনের কথায়, 'প্লাবন পরবর্তী সময়ে অনেকের মধ্যে ত্বক, পেটের অসুখ, জ্বর, সর্দিকাশির মতো রোগ ছড়াচ্ছে। তবে স্বাস্থ্যকর্মীরা বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন। নিয়মিত খোঁজ নিচ্ছেন। রোজ ছোট করে মেডিকেল ক্যাম্পও হচ্ছে এলাকায় এলাকায়। এদিন জেলা হাসপাতালের চিকিৎসকদের সহযোগিতায় বড় একটি মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করা হয় মুন্সিপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। এছাড়া পূর্ব কাঁঠালবাড়ির গারারজোত এলাকায় আরেকটি মেডিকেল ক্যাম্প করা হয়।' গারারজোত এলাকা শীলতোর্ষা নদী লাগোয়া। এখানে ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তরের সব চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মীর ব্যক্তিগত চাঁদায় এদিন ত্রাণ দেওয়া হয়। সেখানে জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি মনোরঞ্জন দে উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে মুন্সিপাড়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রে জেলা হাসপাতালের জেনারেল ফিজিশিয়ান, ত্বক, শিশুরোগ, স্ত্রীরোগ এবং মেডিসিন বিশেষজ্ঞরা ছিলেন। এছাড়া ছিলেন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক। মেডিকেল ক্যাম্পটির উদ্যোক্তা আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। তাঁর কথায়, 'বন্যা পরিস্থিতির পর থেকে ছোট ছোট মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করা হচ্ছিল। এখন দুর্গত এলাকার বাসিন্দারা কোনওভাবেই জেলা হাসপাতালে এসে ডাক্তার দেখাতে পারছেন না। তাই এদিন বড় আকারে একটি ক্যাম্প করা হয়।' মুন্সিপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান ভরতচন্দ্র রায় বলেন, 'এদিন শালকুমার-১ ও শালকুমার-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার প্রায় এক হাজার মানুষ ডাক্তার দেখাতে এই ক্যাম্পে আসেন। চিকিৎসা করাতে আসা বেশিরভাগ মানুষ ত্বক ও পেটের অসুখে ভুগছেন। বন্যার কারণে এই পরিস্থিতি হয়েছে। সবাইকে ওষুধও দেওয়া হয়।'

রোগাক্রান্ত অঙ্কুশের কথায়, 'পেটের অসুখ কমছিল না। তাই এদিন ক্যাম্পে এসে সিনিয়ার ডাক্তার দেখালাম। ওষুধ পেয়েছি।' দীপান্বিতা রায় নামে এক বধূও পেটের অসুখ নিয়ে ক্যাম্পে আসেন। তিনি ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ পাওয়ায় খুশি। তাঁর কথায়, 'প্লাবনে এমনিই আমাদের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এখন কোনওভাবে আমরা আলিপুরদুয়ার গিয়ে ডাক্তার দেখাতে পারছিলাম না। তাই এদিন বাড়ির পাশে ডাক্তার দেখাতে আসি।'

মেডিকেল ক্যাম্পে ভিড়। রবিবার শালকুমারহাটে।

প্রকোপে আতঙ্ক

- ডলোমাইটমিশ্রিত জল ঢুকে পড়েছে গ্রামে। তাই বাড়ছে ত্বক ও পেটের রোগ
- মুন্সিপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বড় আকারে মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়
- জেনারেল ফিজিশিয়ান, ত্বক, শিশুরোগ, স্ত্রীরোগ এবং মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ছিলেন
- চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মীর ব্যক্তিগত চাঁদায় এদিন ত্রাণ দেওয়া হয়

কোথায় গেলেন বংশী-নগেন

তুষার দেব

দেওয়ানহাট, ১২ অক্টোবর : একজন বিজেপি মনোনীত রাজ্যসভার সাংসদ নগেন রায়। আরেকজন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজবংশী ডেভেলপমেন্ট ও কালচারাল বোর্ডের চেয়ারম্যান বংশীবদন বর্মন। দিল্লি হোক বা কলকাতা দুজনেরই যথেষ্ট যোগাযোগ ও ক্ষমতা রয়েছে। উত্তরবঙ্গের মানুষের প্রতি অবহেলাকে সামনে রেখে তাঁরা রাজনীতি করছেন দীর্ঘদিন। শুধু কি তাই? গ্রেটার আন্দোলনের মাধ্যমে দাবি জানিয়ে আসছেন পৃথক রাজ্যের। কিন্তু সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক দুর্যোগে উত্তরবঙ্গ যখন বিপর্যস্ত, তখন তাঁরা গেলেন কোথায়? রবিবার অবধি কিন্তু তাঁদের কাউকেই দুর্গতদের পাশে দাঁড়াতে দেখা যায়নি। তা নিয়ে ইতিমধ্যে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

যদিও বংশীবদন ত্রাণকার্যে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ মানতে নারাজ। তাঁর কথায়, 'ওই দুর্যোগের পরই আমাদের নির্দেশমতো কর্মীরা জেলায় জেলায় উদ্ধারকাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তবে লোকদেখানোর জন্য তা নিয়ে আমরা প্রচার করতে ইচ্ছুক নই। সেসব ছবি, ভিডিও সমাজমাধ্যমে আপলোডের ক্ষেত্রেও আমাদের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।' এর পাশাপাশি আর্থিক দিক থেকে তাদের সীমিত ক্ষমতার কথাও তিনি তুলে ধরেন। অপরদিকে, নগেন রায়কে ফোন করে পরিচয় দিতেই তিনি ফোন কেটে দেন। প্রশ্নটিও শোনেননি।

গত ৪ অক্টোবর রাতের প্রবল বৃষ্টি ও ধসের জেরে কার্যত লন্ডভন্ড হয়ে যায় উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা। শুধু পাহাড় বা জলপাইগুড়ি নয়, ক্ষতি হয়েছে কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলার বড় অংশেও। এখনও পর্যন্ত উত্তরবঙ্গে মৃতের সংখ্যা ৪০ ছুঁইছুঁই। শুধু কোচবিহার জেলাতেই মৃত্যু হয়েছে পাঁচজনের। সরকারি সম্পদ, চাষাবাদ, বাড়িঘর মিলিয়ে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কয়েকশো কোটি টাকা। পরিস্থিতি মোকাবিলায় তৃণমূল, বিজেপি, সিপিএম সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিও বিপর্যস্ত এলাকায় কাজ করছে। দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিদেশ থেকেও অনেকে দুর্গত মানুষদের জন্য আর্থিক সহায়তা করছেন। আর এতকিছুর মধ্যে গ্রেটার নেতা নগেন রায় ও বংশীবদন বর্মনের ভূমিকা কিন্তু প্রশ্নের মুখে।

তৃণমূল নেতা তথা উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ ওই দুই নেতার বিবেচনাবোধ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর কথায়, 'ওরা শুধু রাজত্বের কথা বলবেন নাকি এখানকার মানুষের সমস্যায় তাঁদের পাশে দাঁড়াবেন-সেটা তাঁদের বিবেচ্য বিষয়। তাঁদেরই ঠিক করতে হবে প্রায়োরিটি কোনটা। এখানে আমার বলার কিছু নেই।'

'প্রক্ষেপ'-এর প্রকাশ

আলিপুরদুয়ার, ১২ অক্টোবর : পানিঝোরার বইগ্রাম প্রাঙ্গণে রবিবার সাহিত্য পত্রিকা 'প্রক্ষেপ'-এর পঞ্চম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। কবি, গল্পকার, প্রাবন্ধিক ও সম্পাদকের উপস্থিতিতে সাহিত্য উৎসবের চেহারা নিয়েছিল এদিনের অনুষ্ঠান। প্রক্ষেপের এই সংখ্যায় প্রাক-নব্বই দশকের আলিপুরদুয়ারকে ফিরে দেখা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে প্রয়াত বিখ্যাত সংগীতশিল্পী জুবিন গর্গের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে। বক্তব্য রাখেন অসমিয়া কবি ও গবেষক বিনয়কুমার মজুমদার ও 'চিন্তক' পত্রিকার সম্পাদক কবি ফাল্গুনি ঘোষ। 'সময়ের সংকট : সাহিত্যের আঙিনায় মেরুদণ্ডী অমেরুদণ্ডী' বিষয়ে আলোচনা করেন বিশিষ্ট গান্ধি গবেষক পরিমল দে। ভাওয়াইয়া গানের ঐতিহ্য ও ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোকপাত করেন প্রাবন্ধিক জগদীশ আসোয়ার। ঝাড়গ্রামের 'মেঠোপথ' পত্রিকার সম্পাদক কৃষ্ণ সতপতির পাশাপাশি নলবাড়ি, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও কলকাতার সাহিত্যিকরাও উপস্থিত ছিলেন। প্রক্ষেপের সম্পাদক অপূর্বকুমার চক্রবর্তী বলেন, 'স্থানীয় লেখকদের অংশগ্রহণ কিছুটা কম হলেও, প্রতি সংখ্যার মতো পাঠকদের জন্য চিন্তাশীল লেখা নিয়ে হাজির হয়েছে প্রক্ষেপ।'

তাল কাটলেও আনন্দ অফুরান

বৃষ্টির পর জমল ভান্ডানি মেলা

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ১২ অক্টোবর : প্রত্যেক বছরের মতো চলতি বছর দশমীর পরের দিন কামাখ্যাগুড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম নারারথলি এলাকায় শতাব্দীপ্রাচীন ভান্ডানির মেলা শুরু হলেও মেঘভাঙা বৃষ্টির কারণে মাঝপথেই তাল কেটে যায়। টানা দশদিন বন্ধ থাকার পর অবশেষে গত শুক্রবার চারদিনব্যাপী ওই মেলা নতুন করে শুরু হয়ে রবিবার শেষ হল। প্রথমবারের জন্য বৃষ্টিতে মেলা পিছিয়ে গেলেও, উৎসবের আমেজে এতটুকু ভাটা পড়েনি।

ভান্ডানির মেলা শুধু স্থানীয় উৎসব নয়, এটি অসম ও উত্তরবঙ্গের মানুষের মিলনক্ষেত্র। রাজবংশী সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রাচীন ও গুরুত্বপূর্ণ এই উৎসবকে ঘিরে প্রতিবছর হাজার হাজার মানুষ সমবেত হন মেলার মাঠে। অসম, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার সহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে বহু মানুষ মেলায় আসেন। দশমীর পরেরদিন পুজোর মাধ্যমে মেলা শুরু হলেও বৃষ্টিতে মেলা বন্ধ করতে দিতে বন্ধ করতে বাধ্য হন আয়োজকরা। শুক্রবার বিকেলের পর আবহাওয়া অনুকূলে আসায় মেলা প্রাঙ্গণে প্রাণ ফিরে আসে।

শনিবার সন্ধ্যায় মেলায় একটি বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। স্থানীয় শিল্পীদের পাশাপাশি রাজ্যের নামজাদা লোকশিল্পীরা সংগীত, নৃত্য ও নাটকের মাধ্যমে রাজবংশী সংস্কৃতির ঐতিহ্য তুলে ধরেন। শেষ তিনদিন মেলায় কাতারে কাতারে মানুষ ভিড় করেন।

মেলা কমিটির তরফে শেক্সপিয়র রায় বলেন, 'বৃষ্টির জন্য কিছুটা অসুবিধা হলেও আমরা আমাদের ঐতিহ্যবাহী মেলাকে ব্যাহত হতে দিতে পারি না। তাই মেলা চারদিনই চলল। শেষ দিন পর্যন্ত সাংস্কৃতিক কর্মসূচি, হস্তশিল্প ও খাদ্যমেলা চলেছে।'

ভান্ডানিমেলায় গেলে দেখা যায়, শিশুদের জন্য রয়েছে নাগরদোলা, খেলনার দোকান। বড়দের জন্য নানা ধরনের গ্রামীণ হস্তশিল্প ও কৃষিজ পণ্যের প্রদর্শনী চলছে। স্থানীয় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা নিজেদের তৈরি পণ্য বিক্রির জন্য স্টল বসিয়েছেন। ভিড় সামলাতে প্রশাসনের তরফে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

মেলায় ঘুরতে দেখা গেল এক প্রবীণ নাগরিক খগেন্দ্রনাথ রায়কে। তাঁর কথায়, 'ছোটবেলা থেকেই ভান্ডানিমেলায় আসছি। আগে এমন বৃষ্টি কখনও হয়নি যে মেলা পিছিয়ে দিতে হয়েছে। তবে খুশির কথা, বৃষ্টির পরেও মানুষের উৎসাহ কমেনি। একশো বছরের পুরোনো এই মেলাকে কেন্দ্র করে অসম ও বাংলার মানুষের মধ্যে আলাদা উদ্দীপনা কাজ করে। এটা শুধু মেলা নয়, মিলনক্ষেত্র।'

স্বামীর দা-এর আঘাতে খুন

ফালাকাটা, ১২ অক্টোবর : স্বামীর হাতে খুন হলেন স্ত্রী। রবিবার এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল ফালাকাটায়। পুলিশ জানিয়েছে, পারিবারিক বিবাদের জেরেই নীলিমা বর্মন (২৮)-কে দা দিয়ে খুন করা হয়েছে। অভিযুক্ত স্বামী সুরেশ বর্মনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ফালাকাটা ব্লকের ময়রাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের যোগেন্দ্রপুর গ্রামে ঘটনাটি ঘটেছে। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার মাঝরাতে। এই নিয়ে ফালাকাটা থানার আইসি অভিষেক ভট্টাচার্যের কথায়, 'অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিনি পুলিশি জেরায় নিজের স্ত্রীকে খুন করার কথা স্বীকার করেছেন।'

অভিযুক্ত সুরেশের বাড়ি কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গায়। বিয়ের পর যোগেন্দ্রপুরে তিনি শ্বশুরবাড়িতেই থাকতেন। সুরেশ পেশায় কৃষক। তাঁর দুই মেয়ে রয়েছে। জানা গিয়েছে, গ্রামের পাশেই নাইট ফুটবল খেলা চলছে। প্রথমে রাতে ফুটবল খেলা দেখতে সুরেশ মাঠে আসেন। সেখানে তাঁর দুই মেয়েও ছিল। হঠাৎই সন্তানদের রেখে তিনি বাড়ি ফেরেন। তারপর ঘরে এসে নিজের স্ত্রীর গলায় দা দিয়ে কোপ দেন। খুন করার পর তিনি ফের খেলার মাঠে আসেন। কিছুক্ষণ পর আবার বাড়ি যান। প্রতিবেশীদের সুরেশকে দেখে সন্দেহ হলে তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখা যায় নীলিমা রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। তখন তড়িঘড়ি ওই মহিলাকে উদ্ধার করে ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। হাসপাতাল থেকেই পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ অভিযুক্তকে রবিবার দুপুরে গ্রেপ্তার করেছে। তারপর পুলিশি জেরায় তিনি স্ত্রীকে দা দিয়ে কোপ মারার কথা স্বীকার করে নেন।

শক্তি আরাধনার প্রস্তুতি...

কোচবিহারের একটি কুমোরটুলিতে। রবিবার। ছবি : অর্পণ গুহ রায়

আট সাহসীকে মুখ্যমন্ত্রীর পুরস্কার

ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ১২ অক্টোবর : বন্যা পরিস্থিতিতে যখন প্রবল দুর্ভোগে পড়েছিলেন সাধারণ মানুষ, তখন প্রাণের পরোয়া না করে ওঁরা ঝাঁপিয়েছেন। অকুতোভয় হয়ে দুর্গতদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। সেই সাহসিকতার পুরস্কার পেলেন সিভিল ডিফেন্স, বনকর্মী এবং সিভিক ভলান্টিয়ারদের একাংশ। দুর্গতদের রক্ষায় প্রশংসীয় কাজ করা এমন কর্মীদের পুরস্কৃত করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার হাসিমারার কাছে নীলপাড়া রেঞ্জে প্রশাসনিক বৈঠকে এই কর্মীদের সম্মানিত করা হয়। মুখ্যমন্ত্রীর থেকে পুরস্কার পেয়ে যারপরনাই খুশি এই কর্মীরা।

এমনই একজন জলদাপাড়ার বনকর্মী নুর মহম্মদ আলি। নুর লোকালয়ে আসা বন্যপ্রাণীদের ঘুমপাড়ানি গুলি করে কাবু করতে ওস্তাদ। বন্দুক দিয়ে নিখুঁত লক্ষ্যে তিনি বন্যপ্রাণীদের কাবু করতে পারেন। এবারের বন্যায় জলদাপাড়া থেকে গন্ডার সহ আরও বেশকিছু বন্যপ্রাণী জলে ভেসে গিয়েছিল। একটি গন্ডার পুণ্ডিবাড়ির লোকালয়ে গিয়ে তাণ্ডব চালাচ্ছিল। পরে বন দপ্তর ঘুমপাড়ানি গুলি করে গন্ডারটিকে ফের জলদাপাড়ায় নিয়ে আসে। এক্ষেত্রেও বনকর্মী নুরের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তাই এদিন পুরস্কার পেয়ে স্বভাবতই উচ্ছ্বসিত তিনি। এই বনকর্মীর কথায়, এর আগেও এমন কাজ করেছি। তবে এজন্য একেবারে মুখ্যমন্ত্রীর থেকে পুরস্কার পাব, ভাবতে পারিনি। আসলে বন ও বন্যপ্রাণীদের বাঁচিয়ে রাখতে আমরা বদ্ধপরিকর। সে কাজ করতে গিয়ে পুরস্কার! দায়িত্ব যেন আরও বেড়ে গেল।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন নীলপাড়ায় ৮ জনকে পুরস্কৃত করেন ও সম্মান জানান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁদের মধ্যে সিভিল ডিফেন্স, দমকল বাহিনী, বনকর্মী সহ সিভিক ভলান্টিয়াররাও ছিলেন। সিভিল ডিফেন্স কর্মীর মধ্যে ছিলেন দীপঙ্কর দে, অভিষেক সরকার, অরূপ চট্টোপাধ্যায় সহ আরও একজন। যাঁর নাম এদিন প্রশাসন থেকে জানা সম্ভব হয়নি। এছাড়াও বনকর্মী নুর মহম্মদ আলি, সিভিক ভলান্টিয়ার রাকেশ কার্জি, রজনী দাস। বাকিদের নাম অবশ্য জানা সম্ভব হয়নি।

এদিকে পুরস্কার পেলেও তাঁদের কাজ এখনও শেষ হয়নি বলেই কর্মীরা জানিয়েছেন। এখনও বিভিন্ন এলাকায় চলছে পুনর্গঠনের কাজ। সেখানেও তাঁরা হাত লাগাচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রীর থেকে সম্মান কাজের গতি আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। পুরস্কৃত কর্মীদের কথায়, মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে পুরস্কার পাওয়া জীবনের অন্যতম সেরা প্রাপ্তি। তাই মানুষ, বন ও বন্যপ্রাণ সর্বোপরি সমাজের জন্য কাজ করার গতি আরও বেড়ে গেল।

মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে পুরস্কার পাওয়ার পর সেই কর্মীরা। রবিবার।

সাইকেলে বনভ্রমণে অনীহা পর্যটকদের

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১২ অক্টোবর : পর্যটকদের সাইকেলে চড়ে ডুয়ার্সের সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে পাঁচটি সাইকেল স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। তাঁরা সেগুলি পর্যটকদের ভাড়া দিতেন। এমনকি রাজাভাতখাওয়ায় ফাস্ট ফুডের দোকানও দিয়েছিল অনেক স্বনির্ভর গোষ্ঠী। পর্যটকদের যাতায়াতের ফলে তাঁরা আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হয়েছিলেন। তবে রাজাভাতখাওয়ার গেটে টিকিট কাটা বন্ধ হতেই সরাসরি জয়ন্তী যাতায়াত করার অনুমতি মিলেছে পর্যটকদের। ফলে রাজাভাতখাওয়া সহ চা বাগান এলাকায় সাইকেলে ঘুরে বেড়ানোর আগ্রহ নেই পর্যটকদের। যার জেরে স্বাভাবিকভাবেই কাজ হারিয়েছেন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা।

রাজাভাতখাওয়ার আশা ছেত্রী কয়েকজন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যর সঙ্গে মিলে এই সাইকেলভাড়া দেওয়ার কাজ করতেন। কে কখন সাইকেল ভাড়া নিতেন তার রেকর্ড রাখতেন। তবে এখন আর কেউ সাইকেল ভাড়া নিচ্ছেন না। বাধ্য হয়ে কাজ বন্ধ রেখে এখন বাড়িতে রয়েছেন। তিনি বলেন, 'রাজাভাতখাওয়ার গেটে টিকিটের কড়াকড়ি নেই। সরাসরি সাইকেল, বাইক বনের পথে চলাচল করছে। ফলে কেউ আর সাইকেল ভাড়া নিচ্ছেন না। চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে আমরা কার্যত জীবিকাহীন।' একই সমস্যার কথা শোনা গেল অনুকা থাপা ও পূজা থাপাদের গলাতেও।

আগে পর্যটকদের জন্য সকাল ছয়টা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত সাইকেলে রাজাভাতখাওয়া জঙ্গলপথে ঘুরে বেড়ানোর অনুমতি মিলত। বন্যপ্রাণীর উপদ্রবের জন্য সন্ধ্যার পর সাইকেল চালানোয় বিধিনিষেধ ছিল। পর্যটকরা সেই সাইকেল ফোন করে বুকিং করতে পারতেন। পাঁচটি সাইকেলের মধ্যে দুটি দমনপুর এলাকায় রাখা ছিল। বাকি তিনটি সাইকেল রাজাভাতখাওয়া এলাকায়। দমনপুর থেকে সাইকেলে মাঝেরডাবরি চা বাগান ও জঙ্গল সংলগ্ন রুটে যাতায়াত করা যেত। আর রাজাভাতখাওয়া থেকে সাইকেলে চড়ে জয়ন্তী, বক্সা যাতায়াত করা যেত। তবে তার জন্য পর্যটকদের পরিচয়পত্র, ফোন নম্বর, নাম-ঠিকানা যাচাই করে নিতেন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা। দুই ঘণ্টা সাইকেল ভাড়ার জন্য ৫০ টাকা ধার্য ছিল। তবে নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম করলে তারপর ঘণ্টাপিছু কুড়ি টাকা করে অতিরিক্ত দিতে হত। তবে পর্যটকদের সাইকেলভাড়া নেওয়ার আগে এক হাজার টাকা জমা রাখার শর্ত ছিল।

এভাবে উপার্জনের একটা পথ খোলা ছিল সেখানকার মহিলাদের জন্য। এছাড়াও ফাস্ট ফুড ও দুপুরের খাবার বিক্রি করে উপার্জন করতেন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা। তবে সে সব বন্ধ থাকায় হতাশ সকলে। বিষয়টি মেনে নিয়েছেন বক্সার ব্যাঘ্র-প্রকল্পের রাজাভাতখাওয়া (পশ্চিম) রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার নুর ইসলামও। তাঁর কথায়, 'পর্যটকরা তেমন আসছেন না। ফলে সাইকেলভাড়া নেওয়ার লোক নেই।'

সরাসরি জয়ন্তীতে

- সকাল ছয়টা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত সাইকেলে রাজাভাতখাওয়া জঙ্গলপথে ঘোরা যেত
- পর্যটকরা সেই সাইকেল ফোন করেও বুক করতে পারতেন
- দুই ঘণ্টা সাইকেলভাড়ার জন্য ৫০ টাকা ধার্য ছিল
- রাজাভাতখাওয়ার গেটে টিকিট কাটা বন্ধ হতেই সরাসরি জয়ন্তী যাচ্ছেন পর্যটকরা
- তাই তাঁরা সাইকেল ভাড়া নিচ্ছেন না

- এআই

কবে ঠিক হবে, প্রশ্ন আমজনতার

শিকেয় সেতু সংস্কার

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ১২ অক্টোবর : ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়েতে বীরপাড়ার কাছে বারবার হড়পায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে গ্যারগান্ডা নদীর সড়কসেতু। ৩১ মে প্রথমবার হড়পায় পশ্চিমদিকের অ্যাপ্রোচ রোড ভাঙার পর থেকেই সেতুতে ভোগান্তি অব্যাহত। অ্যাপ্রোচ রোড পুনর্নির্মাণের পাশাপাশি সেতু সংস্কারের কাজ শুরু হলেও ১৮ সেপ্টেম্বর রাতে ফের হড়পায় ভাঙে অ্যাপ্রোচ রোড। তার আগেই প্রযুক্তিগত সমস্যায় সেতু সংস্কার স্থগিত রাখা হয়েছিল। ৪ অক্টোবর ফের অ্যাপ্রোচ রোডটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রবিবার পর্যন্ত বোল্ডার, তারজালি নিয়ে আসার কাজ হলেও সেতু সংস্কারে হাত দেওয়া হয়নি। এছাড়া সেতু সংস্কার কবে করা হবে তা বলতে পারছেন না এশিয়ান হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার বাস্তুকাররাও। ফলে ভোগান্তিই ভবিতব্য গাড়িচালক থেকে শুরু করে যাত্রীদের।

গ্যারগান্ডার সড়কসেতু ও রেলসেতুর মাঝের এলাকায় উত্তর দক্ষিণে প্রবাহিত নদীটি প্রায় ১০০ মিটার পশ্চিমদিকে সরে যাওয়াতেই সমস্যা হচ্ছে বলে জানাচ্ছেন এশিয়ান হাইওয়ে অথরিটির বাস্তুকাররা। যে কারণে জলস্রোত প্রথমে পশ্চিমদিকের অ্যাপ্রোচ রোডের নীচে ধাক্কা মারছে। এরপর পূর্বদিকের খুঁটিতে ধাক্কা মারছে। পশ্চিমদিকের অ্যাপ্রোচ রোডের নীচের মাটি সরে যাচ্ছে। আবার পূর্বদিকের খুঁটির তলায় গর্ত তৈরি হওয়ায় বসে গিয়েছে খুঁটিটি।

কোথায় সমস্যা

- ৩১ মে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার মাসদুয়েক পর সেতু মেরামতি শুরু হয়
- এরপর ফের দু'বার হড়পায় পূর্বদিকের অ্যাপ্রোচ রোডের তলার বোল্ডারগুলি খসে পড়েছে, সংস্কারও বন্ধ
- সড়কসেতু ও রেলসেতুর মাঝের এলাকায় উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত নদীটি প্রায় ১০০ মিটার পশ্চিমদিকে সরে যাওয়ায় সমস্যার সৃষ্টি

দিনের পর দিন ভোগান্তি অব্যাহত। কেন সেতু সংস্কার করা হচ্ছে না জানি না। তবে ভোটের মুখে কাজ শুরু হলে বলতে বাধ্য হব, সেতু নিয়েও রাজনীতি করা হচ্ছে।

কৌশিক রায়
বীরপাড়ার দেবীগড়ের বাসিন্দা

৩১ মে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার মাসদুয়েক পর সেতু মেরামতি শুরু হয়। কিন্তু এরপর ফের দু'বার হড়পায় পূর্বদিকের অ্যাপ্রোচ রোডের তলার বোল্ডারগুলি খসে পড়েছে। সংস্কারও বন্ধ। প্রসঙ্গত, গ্যারগান্ডা সড়কসেতুর পূর্বদিকের অ্যাপ্রোচ রোড ভেঙেছিল ২০১৫ সালে।

১৯ সেপ্টেম্বর এশিয়ান হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার দীপককুমার সিং জানিয়েছিলেন, নদীর গতিপথ সোজা করতে চড়ার ওপর দিয়ে খাল কাটা হবে। খাল কাটার প্রাথমিক কাজও শুরু হয়। কিন্তু দিনদুয়েক পরই কাজ বন্ধ হয়ে যায়। ওই সময় জলস্রোতের তীব্রতা থেকে অ্যাপ্রোচ রোড সংলগ্ন নদীর পাড় রক্ষায় বোল্ডার ও তারজালি দিয়ে তিনটি স্পার তৈরি করা হয়। ৪ সেপ্টেম্বর রাতে প্রবল জলস্রোতে একটি স্পার সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হয়েছে। বাকি দুটি ক্ষতিগ্রস্ত। নদীর পাড়বাঁধ তৈরি, স্পার পুনর্নির্মাণের প্রস্তুতি চলছে। কিন্তু বসে যাওয়ার সেতুটি সংস্কারের কাজ এখনও পর্যন্ত বন্ধ।

এদিকে ১ জুন থেকে ওই সেতুতে সিঙ্গল লাইনে যানবাহন পারাপার করানো হচ্ছে। সেতুর দুই মুখে রাতদিন ডিউটি করতে হচ্ছে পুলিশ, হোমগার্ড, সিভিক ভলান্টিয়ারদের। মাঝেমাঝেই সেতুর মুখে দীর্ঘক্ষণ যানজট হচ্ছে। বীরপাড়ার দেবীগড়ের কৌশিক রায় বলেন, 'দিনের পর দিন ভোগান্তি অব্যাহত। কেন সেতু সংস্কার করা হচ্ছে না জানি না। তবে ভোটের মুখে কাজ শুরু হলে বলতে বাধ্য হব, সেতু নিয়েও রাজনীতি করা হচ্ছে।'

হাইওয়ে অথরিটি সূত্রের খবর, কয়েক দশকের পুরোনো সেতুটি বসে গিয়েছে। বিয়ারিং দিয়ে সেটি ঠেলে ওপরে তোলার চেষ্টা করতেই সেতুতে ফাটল ধরছে। পুরোনো সেতুটি ভেঙে নতুন সেতু তৈরির অনুমোদন চেয়ে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রককে আবেদন করা হয়েছে। অবশ্য অনুমোদন পেলেও সেতু তৈরিতে কমপক্ষে দু'বছর সময় লাগবে।

স্বস্তির স্নান।। জয়ন্তী নদীতে রবিবার ছবিটি তুলেছেন অপর্ণা গুহ রায়।

বড় নর্দমা নির্মাণে বিপাকে বাসিন্দারা

অভিজিৎ ঘোষ

সোনাপুর, ১২ অক্টোবর : বড় নর্দমার উচ্চতার জন্য স্থানীয়রা সমস্যায় পড়েছেন। নর্দমার উচ্চতা এতটাই বেশি যে, বাসিন্দাদের হেঁটে বাড়িতে ঢোকা মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাইক বা গাড়ি রাখতে হচ্ছে অন্য কারও বাড়িতে বা খোলা আকাশের নীচে। এই দৃশ্য আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের সোনাপুর এলাকার। সোনাপুর চৌপথি সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা প্রায় এক মাস ধরে এই নর্দমার কাজের জন্য ভোগান্তি পোহাচ্ছেন। কবে এই সমস্যা মিটবে তা নিয়েও তাঁরা ধন্দে রয়েছেন। এই বিষয়ে জানতে চাওয়ায় মহাসড়কের ঠিকাদারি সংস্থার পক্ষ থেকে পরিকল্পনা মেনেই কাজ করা হচ্ছে বলে জানানো হয়। ঠিকাদারি সংস্থার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বিবেক কুমার বলেন, 'রাস্তার কোন জায়গায় কী কাজ হবে সেটা আগেই পরিকল্পনা করা হয়েছে। সেই অনুযায়ী কাজ চলছে।' মহাসড়কের ওপর উড়ালপুল এবং সার্ভিস রোডের জল বের করার জন্য রাস্তার দু'দিকে বড় নর্দমা তৈরি হচ্ছে বলে বিবেক জানিয়েছেন।

সলসলাবাড়ি-ফালাকাটা ৪১ কিমি মহাসড়কের জন্য সোনাপুরে উড়ালপুল তৈরির কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। উড়ালপুলের দু'দিকে সার্ভিস রোড তৈরি হবে। সার্ভিস রোডের পাশেই বড় নর্দমা তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। রাস্তা অনেকটা উঁচু হওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দাদের অনেকের সমস্যা ছিল। এবার রাস্তার পাশে বড় নর্দমা তৈরি হওয়ায় সমস্যা বেড়েছে। সোনাপুর চৌপথির বাসিন্দা তথা স্থানীয় ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি চিত্তরঞ্জন সাহা বলেন, 'রাস্তার দু'দিকের নর্দমা এতটাই উঁচু করা হচ্ছে যে, বাড়িতে ঢোকা-বেরোনো মুশকিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ঠিকাদারি সংস্থা যদি নর্দমা পেরিয়ে বাড়িতে ঢোকার রাস্তা না করে দেয় তাহলে তো মুশকিল।' এখনও সব জায়গায় বড় নর্দমার কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। যেখানে ফাঁকফোকর রয়েছে সেখান দিয়েই যাতায়াত করতে হচ্ছে ওই এলাকার বাসিন্দাদের। অন্যদিকে, কয়েক জায়গায় বড় নর্দমার দুইদিকের স্ল্যাব তৈরি করা হলেও উপরের স্ল্যাব এখনও তৈরি করা হয়নি। এর ফলে অসাবধানতায় যে কেউ নর্দমায় পড়ে যেতে পারেন।

সোনাপুর চৌপথিতে তৈরি হচ্ছে এই হাই ড্রেন।

সংশয়

বড় নর্দমা পেরোতে গিয়ে বাসিন্দাদের হয়রানি

বড় নর্দমার ওপর স্ল্যাব না থাকায় যে কেউ অসাবধানতায় পড়ে যেতে পারেন

কাজ কবে শেষ হবে তা নিয়ে সংশয়ে স্থানীয়রা

দুর্গাপুজোর জন্য কয়েকদিন কাজ বন্ধ থাকার পর আবার কাজ শুরু হয়েছে। দ্রুত সব জায়গায় বড় নর্দমা তৈরি হয়ে যাবে বলে ঠিকাদারি সংস্থা আশ্বাস দিয়েছে। তাও বাসিন্দারা পুরোপুরি আশ্বস্ত হতে পারছেন না। আরেক বাসিন্দা শিক্ষক দীপঙ্কর সাহা বলেন, 'প্রায় এক মাস থেকে গাড়ি বাড়িতে ঢোকাতে পারিনি। নর্দমার যে অবস্থা হয়ে রয়েছে কবে গাড়ি বাড়িতে ঢোকাতে পারব জানি না।' সার্ভিস রোড থেকে নর্দমার দূরত্ব থাকবে প্রায় ১ ফুট। রাস্তার কাজ শেষ হলে নতুন এই সমস্যা নিয়ে জেরবার হওয়ার আশঙ্কা করছেন বাসিন্দারা।

বিজেপির বিক্ষোভ

আলিপুরদুয়ার ব্যুরো

১২ অক্টোবর : দুর্গাপুরে এক মেডিকেল পড়ুয়াকে গণধর্ষণের প্রতিবাদে রবিবার আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন থানা ঘেরাও করে বিজেপির মহিলা মোর্চা। দুপুরে আলিপুরদুয়ার থানা ঘেরাও করা হয়। জেলা বিজেপির কার্যালয় থেকে মিছিল করে থানার সামনে আসেন বিজেপির নেতা-কর্মীরা। বেশ কিছুক্ষণ বিক্ষোভ দেখানোর পর থানার সামনে বসেও বিক্ষোভ দেখানো হয়। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জেলা সভাপতি মিঠু দাস, মহিলা মোর্চার জেলা সভানেত্রী অ্যাঞ্জেলা কর্মকার। কুমারগ্রাম থানা ঘেরাও কর্মসূচিতে দলের মহিলা মোর্চার প্রতিনিধিরা ছাড়াও অংশ নেন বিজেপির স্থানীয় নেতা-কর্মীরা। নেতৃত্ব দেন বিজেপির মহিলা মোর্চার আলিপুরদুয়ার জেলা সাধারণ সম্পাদক রেশমা কিসকু, দলের আলিপুরদুয়ার জেলা সাধারণ সম্পাদক বাবুলাল সাহা প্রমুখ। মাদারিহাট থানায় বিজেপির মহিলা মোর্চার পক্ষ থেকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির মাদারিহাট ৩ নম্বর মণ্ডল সভাপতি সন্তোষ মাহাতো সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। কালচিনি থানায় সেই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন দলের আলিপুরদুয়ার জেলা সম্পাদক অলোক মিত্র, জেলা সাধারণ সম্পাদক গৌরী ঠাকুর প্রমুখ। অলোক বলেন, 'এরাজ্যে মহিলারা যে সুরক্ষিত নেই তা আরও একবার প্রমাণিত হল।'

ত্রাণ বিলির হিড়িক

শালকুমারহাট, ১২ অক্টোবর : গত ৫ অক্টোবরের দুর্যোগে বিধ্বস্ত হয় আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শালকুমারহাটের নতুনপাড়া, নেপালিবস্তি, মুন্সিপাড়া, প্রধানপাড়া, সিধাবাড়ি গ্রাম। রবিবার আলিপুরদুয়ার-১ ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তরের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের ব্যক্তিগত চাঁদায় গারারজোত এলাকায় ত্রাণ দেওয়া হয়। বেঙ্গল কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশন (বিসিডিএ)-এর ফালাকাটা জোনের তরফে নতুনপাড়ার পঞ্চাশজন বাসিন্দাকে খাদ্যসামগ্রী দেওয়া হয়। জেলা কংগ্রেস সভাপতি মৃন্ময় সরকার সহ অন্য নেতারা শিসামারা বাঁধ লাগোয়া একশোজন বাসিন্দাকে ত্রাণ দেন। আলিপুরদুয়ার বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সংস্থা এবং সাপ বাঁচাও মানুষ বাঁচাও রাজ্যে সমন্বয় কমিটি আলিপুরদুয়ার জেলার তরফে নতুনপাড়া নবীন সংঘ মাঠে প্রায় ৫০০ মানুষকে চিঁড়া, গুড় সহ বিভিন্ন সামগ্রী দেওয়া হয়। নতুনপাড়া নেপালি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নবীনচন্দ্র বর্মন ব্যক্তিগতভাবে এলাকায় গিয়ে ত্রাণ দেন।

জলের ব্যবস্থা

কুমারগ্রাম, ১২ অক্টোবর : দুর্যোগের জেরে বিত্তিবাড়িতে অধিকাংশ অগভীর কুয়ো এবং নলকূপ নোংরা জল, কাদা এবং পলি পড়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ফলে পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছেন দুর্গতরা। বিষয়টি নজরে আসতেই তৎপর হয়েছে ব্লক প্রশাসন। শনিবার রাতে বিত্তিবাড়িতে প্রশাসনের তরফে পানীয় জলের বোতল এবং ড্রাম পাঠানো হয়। রবিবার সকালে পানীয় জলের ট্যাংকার পাঠানো হয়েছে। স্থানীয় অজিত সরকার বলেন, 'আমাদের গ্রামে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা নেই। নোংরা জল, কাদা ও পলি ঢুকে গ্রামের প্রায় ৪০টি অগভীর কুয়ো এবং নলকূপের জল ঘোলা হয়ে গিয়েছে। পানের অযোগ্য। ব্লিচিং দিয়েও জল পরিষ্কার হচ্ছে না। সমস্যার কথা বিডিওকে জানাতেই উনি দ্রুত পদক্ষেপ করেছেন।' ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত বিত্তিবাড়ি সহ আশপাশের বন্যাবিধ্বস্ত এলাকায় প্রয়োজনে পানীয় জল পাঠানো হবে।

পথশ্রীর রাস্তার হতশ্রী দশা কালীপুরে

ফালাকাটা, ১২ অক্টোবর : শনিবার বিটুমেনের কাজ হয়েছে। রবিবার সকালে সেই রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন রাজেশ ওরাওঁ। দেখলেন হেঁটে যেতেই পিচ উঠে যাচ্ছে। ঘষা দিলেই সব সরে যাচ্ছে। কোথাও আবার এক সপ্তাহ আগে কিছুটা পিচের কাজ হয়েছে। সেখানে এখন পাকা রাস্তার মাঝে ঘাস গজিয়েছে। ফালাকাটার কালীপুরে প্রায় ৬ কিমির রাস্তায় এমন কাজ দেখে বেজায় ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। তাই এদিন দুপুরে তাঁরা রাস্তার কাজ বন্ধ করে দেন। প্রায় আড়াই কোটি টাকা বরাদ্দে পথশ্রী প্রকল্পের এই কাজ অত্যন্ত নিম্নমানের হচ্ছে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ।

রাজেশের কথায়, 'আমাদের বোকা বানিয়ে খারাপভাবে রাস্তার কাজ চলছে। এদিন হাত ও পা দিয়ে ঘষতেই পিচ উঠে যাচ্ছিল। এরকম নিম্নমানের কাজ আমরা মেনে নেব না।'

যদিও ফালাকাটার বিডিও অনীক রায়ের বক্তব্য, 'রাস্তার কাজটি করছে ডব্লিউডিএসআরডিএ। বিষয়টি জেলা প্রশাসনকে জানিয়েছি।' এই এলাকা থেকে নির্বাচিত জেলা পরিষদের খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ মানিক রায় বলছেন, 'গ্রামবাসীদের সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে। এজেন্সিকেও বলেছি। রাস্তার বাকি কাজ ভালোভাবে করতে হবে। কোনওরকম ফাঁকি বরদাস্ত করা হবে না।'

নতুন রাস্তার হতশ্রী দশা নিয়ে কালীপুরের প্রদীপ ওরাওঁ জানালেন, প্রায় দেড় বছর ধরে এই রাস্তার কাজ চলছে। মাঝে কয়েক মাস কাজ হয়নি। এখন পিচের কাজ নিম্নমানের হচ্ছে। বাধ্য হয়ে এদিন পিচের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে দাবি বাবলু বর্মন, প্রবীর বর্মনদেরও।

গত বছর মার্চ মাসে এই রাস্তার কাজের সূচনা হয়। গ্রামের এই রাস্তাটি আগে কোনওদিনই পাকা ছিল না। ফালাকাটা-আলিপুরদুয়ার সড়কের শিশাগোড় থেকে ব্যাংকপাড়া, মুসলিমটারি, কালীপুর হয়ে বালুরঘাট পর্যন্ত ৬ কিমি দীর্ঘ রাস্তাটি। স্থানীয়দের দাবি, প্রায় ৬-৭ মাস কাজ বন্ধই ছিল। এখন পিচের কাজ হচ্ছে। কয়েকদিন আগে মুসলিমটারি এলাকায় পিচের কাজ হয়। সেখানে এখন পাকা রাস্তার মাঝে ঘাস গজিয়েছে। তাই সঠিকভাবে কাজ করা না হলে ফের বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন বলে গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন।

তৃণমূলে যোগ

কালচিনি, ১২ অক্টোবর : তৃণমূলে ফিরলেন লতাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান প্রাণকুমার সরকার। রবিবার সন্ধ্যায় তৃণমূলের কালচিনির কার্যালয়ে তাঁকে দলে স্বাগত জানান তৃণমূলের কালচিনি ব্লক সভাপতি পেমা লামা, তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বীরেন্দ্র বরা ওরাওঁ, তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের আলিপুরদুয়ার জেলা সভানেত্রী চন্দ্রা নার্জিনারি প্রমুখ। ২০২৩ সালে তিনি তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন। প্রাণকুমার বলেন, 'মাঝে দীর্ঘদিন সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরে ছিলাম। বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূলে আস্থা রেখে ফিরলাম।'

একটু বিশ্রাম। রংটংয়ে ছবিটি তুলেছেন অচিন্ত্য গুপ্ত।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

প্রেস ক্লাবের ভবনের নাম

হাসিমারা, ১২ অক্টোবর : সম্প্রতি রাজ্য সরকারের উদ্যোগে আলিপুরদুয়ার জেলা প্রেস ক্লাবের নতুন দোতলা ভবন নির্মিত হয়েছে। রবিবার বিকেলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হাসিমারার সুভাষিণী চা বাগান পরিদর্শনে গেলে সেখানে জেলা প্রেস ক্লাবের সম্পাদক অম্লানজ্যোতি ঘোষ ও প্রেস ক্লাবের সদস্যরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে নতুন প্রেস ক্লাব ভবনের নামকরণের অনুরোধ জানান। মুখ্যমন্ত্রী প্রেস ক্লাব ভবনের নতুন নামকরণ করেন 'ইচ্ছেপূরণ'।

বৈঠক

পলাশবাড়ি, ১২ অক্টোবর : আগামী ৯ নভেম্বর থেকে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের মেজবিলের ঐতিহ্যবাহী রাসমেলা শুরু হচ্ছে। রবিবার রাতে মেলা কমিটি এনিয়ে বৈঠক করে। কমিটির সভাপতি মনোরঞ্জন মোহন্ত বলেন, 'আগামী ৯ তারিখ মেলার উদ্বোধন হবে।'

কম খরচে তৈরি হলংয়ের ডাইভারশন

মাদারিহাট, ১২ অক্টোবর : পূর্ত দপ্তর হলংয়ের ডাইভারশন তৈরি করতে খরচের হিসেব দিয়েছিল ৬০ থেকে ৭০ লাখ টাকার। আর সেই ডাইভারশন তৈরি হয়ে গেল শুধুমাত্র শ্রমিকদের পারিশ্রমিক এবং আর্থমুভারের ভাড়া দিয়েই। সবমিলিয়ে পঞ্চাশ হাজার থেকে এক লাখ টাকা খরচ হয়েছে বলে জানা গিয়েছে বন দপ্তর সূত্রে।

বন দপ্তরের এক কর্মী জানালেন, কাঠের খুঁটি নদীতে পুঁতে দুই ধারে পাথরের বাঁধ দিয়ে তার ওপর তক্তা পেতে দিয়ে ডাইভারশনটি তৈরি করা হয়েছে। শালকাঠের খুঁটি ও তক্তা বন দপ্তরের কাছেই ছিল। শুধুমাত্র শ্রমিকদের হাজিরা এবং আর্থমুভার ভাড়ার টাকাটা লেগেছে। পঞ্চাশ হাজার থেকে এক লাখ টাকার মতো খরচ হয়েছে। আর পূর্ত দপ্তর হিসেব দিয়েছিল ৬০-৭০ লাখ টাকার। তবে পূর্ত দপ্তরের আলিপুরদুয়ারের নির্বাহী বাস্তুকার পার্থ হালদারকে একাধিকবার ফোন করলেও তিনি ফোন ধরেননি। মেসেজেরও উত্তর না মেলায় প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি।

ভেঙে যাওয়া হলং নদীর ওপর কাঠের সেতু থেকে ২০০ মিটার উত্তরে মুখ্যমন্ত্রীর জন্য বরাদ্দ পরিদর্শন বাংলোর জায়গার পাশেই তৈরি করা হয়েছে এই ডাইভারশনটি। রবিবার থেকেই সেখান দিয়ে ছোট গাড়ি যাতায়াত করছে। ডাইভারশনটি চালু হওয়ায় হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন ওপারে থাকা বনকর্মী, জলদাপাড়া ট্যুরিস্ট লজের কর্মী, তাঁদের পরিবার এবং এলাকার পড়ুয়ারা। পর্যটন ব্যবসায়ীদের দাবি, এবার মাদারিহাট থেকে অবিলম্বে চালু করতে হবে কার সাফারি এবং এলিফ্যান্ট রাইড। জলদাপাড়া লজ ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ সাহা বললেন, 'এখন মাদারিহাট থেকে কার সাফারি এবং এলিফ্যান্ট রাইডের টিকিট দেওয়া শুরু করা হোক।'

জলদাপাড়া নর্থ রেঞ্জের ৫০ ফুট বিটের কাছে সাঁকোটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেটিও মেরামতের কাজ শুরু করা হয়েছে। আশা করছি, খুব তাড়াতাড়ি কাজ শেষ হয়ে যাবে।

ডঃ নবিকান্ত ঝা
সহকারী বন্যপ্রাণ সংরক্ষক
জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান

জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের সহকারী বন্যপ্রাণ সংরক্ষক ডঃ নবিকান্ত ঝা'র কথায়, 'জলদাপাড়া নর্থ রেঞ্জের ৫০ ফুট বিটের কাছের কাঠের সাঁকোটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেটিও মেরামতের কাজ শুরু করা হয়েছে। আশা করছি, খুব তাড়াতাড়ি কাজ শেষ হয়ে যাবে।'

পোখরাজ আলু চাষে অনীহা

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ১২ অক্টোবর : অন্যান্য বছর এই সময় পোখরাজ আলু চাষে মেতে থাকেন কৃষকরা। আলিপুরদুয়ারের কুমারগ্রাম ব্লক, কামাখ্যাগুড়ি, খোয়ারডাঙ্গা, আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের পারোকাটা চিকলিগুড়ি ও সংলগ্ন এলাকার কৃষকরা উৎসাহের সঙ্গে জমি প্রস্তুত করে বীজ রোপণ করেন। ওই অঞ্চলের মাটির গুণগত মান ও আবহাওয়া এতদিন পর্যন্ত পোখরাজ আলু চাষের জন্য অনুকূল থাকলেও, এখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। গত এক মাস ধরে অবিরাম বৃষ্টি ও আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় পোখরাজ আলু চাষে কৃষকদের মধ্যে অনীহা দেখা যাচ্ছে।

কুমারগ্রাম ব্লক কৃষি সহ অধিকর্তা রাজীব পোদ্দার বলেন, 'অক্টোবর মাস থেকে পোখরাজ আলু চাষ শুরু হয়। কিন্তু এবছর যেভাবে অক্টোবর মাসজুড়ে বৃষ্টি হয়েছে, তাতে জমি তৈরি করতে দেরি হচ্ছে। তবে কিছু কৃষক আলু চাষ শুরু করে দিয়েছেন। আলু চাষের জমি ভিজে থাকলে, সেই জমি ভালো করে শুকিয়ে তারপর চাষ করলে ভালো ফল পাওয়া যাবে। আলু চাষের সময় বীজ শোধন করে নিতে হবে।'

কৃষকদের অভিযোগ, লাগাতার বৃষ্টির ফলে জমিতে জল জমে রয়েছে, ফলে জমি তৈরি করা থেকে শুরু করে বীজ রোপণ- কোনও কাজই সঠিকভাবে করা সম্ভব হচ্ছে না।

বীজের গুণগত মান নষ্ট হচ্ছে তো বটেই, অনেক জায়গায় আগাম রোপণ করা আলুর চারা পচে গিয়েছে। শিবু রায় নামে এক কৃষক বলেন, 'প্রতি বছর তিন বিঘা জমিতে পোখরাজ আলু চাষ করি। কিন্তু এবার জমি এখনও ভেজা। এত খরচ করে শেষে যদি ফলন ভালো না হয়, তাহলে ব্যাপক লোকসান হবে।'

আশঙ্কা

- আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় পোখরাজ আলু চাষ করতে নারাজ আলিপুরদুয়ারের কৃষকরা
- আশঙ্কার আরেকটা বড় কারণ, বাজারে পোখরাজ আলুর দাম অনিশ্চিত
- বীজের গুণগত মান নষ্ট হচ্ছে তো বটেই, অনেক জায়গায় আগাম রোপণ করা আলুর চারা পচে গিয়েছে
- পোখরাজ আলুর চাষে লাভ নেই, কৃষকরা বিকল্প চাষে মনোনিবেশ করছেন

এর পাশাপাশি কৃষকদের উদ্বেগের আরেকটা কারণ, বাজারে পোখরাজ আলুর দাম অনিশ্চিত। গত বছর তুলনামূলকভাবে দাম ভালো থাকলেও, চলতি বছর বীজ, সার ও শ্রমিকের খরচ বেড়েছে। তাই ফলন যদি ভালো না হয়, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই লাভের পরিমাণও কমবে বলে আশঙ্কা।

দময়ন্তী রায় নামে এক কৃষক জানান, তিনি গত বছর দুই বিঘা জমিতে পোখরাজ আলু চাষ করলেও, কোনও রকমে চাষের খরচটা তুলতে পেরেছিলেন, লাভের মুখ দেখতে পারেননি। অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে তাই অনেক কৃষক এখন বিকল্প ফসলের দিকে ঝুঁকছেন। কামাখ্যাগুড়ির কৃষক বিপ্লব বর্মন বলেন, 'শাকসবজি চাষ করছি, এতে আশা করি আলুর চেয়ে বেশি লাভ হবে।'

করোনার পর আয়ের আশা দেখাচ্ছে যাত্রা

শান্ত বর্মন

জটেশ্বর, ১২ অক্টোবর : করোনা পরবর্তী সময়ে চা মহল্লা ও বন সংলগ্ন এলাকাগুলিতে প্রায় বন্ধই হয়ে গিয়েছিল আদিবাসী সম্প্রদায়ের যাত্রা উৎসব। পাঁচ বছর পর সেই ছবি একেবারে পালটে গিয়েছে আলিপুরদুয়ার জেলার চা মহল্লা ও জঙ্গল ঘেঁষা গ্রামগুলিতে। বিগত কয়েক বছর পর এবছর প্রায় প্রতিটি চা বাগানেই আয়োজিত হয়েছে আদিবাসী সম্প্রদায়ের চিরাচরিত যাত্রানাচ বা যাত্রা উৎসব। এবারে বেশি পরিমাণে যাত্রানাচের ডাক পাওয়ায় মুখে হাসি ফুটেছে ডুয়ার্সের আদিবাসী জনজাতির যাত্রা, নাচের দলগুলির।

ওদলাবাড়ির কুশমি হাঁসদার সঙ্গে কথা বলে জানা গেল এলাকায় বেশ কয়েকটি যাত্রাদল রয়েছে। তিনি নিজেও একটি দলের সদস্য। দুর্গাপুজোর নবমী থেকে প্রায় ১০টি বরাত পেয়েছেন তাঁরা। কালীপুজো পর্যন্ত আরও বেশ কয়েকটি বরাত আসার কথা রয়েছে। কুশমি আরও বলেন, প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান করার পর তাঁদের কোথাও ৮ হাজার, কোথাও আবার ১২ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে।

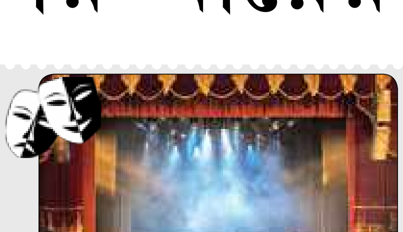

বদলাচ্ছে ছবি

- করোনা পরবর্তী সময়ে প্রায় বন্ধই হয়ে গিয়েছিল আদিবাসী সম্প্রদায়ের যাত্রা উৎসব
- পাঁচ বছর পর সেই ছবি পালটে গিয়েছে আলিপুরদুয়ার জেলার চা মহল্লা ও জঙ্গল ঘেঁষা গ্রামগুলিতে
- এবছর বেশি যাত্রানাচের ডাক পাওয়ায় খুশি ডুয়ার্সের জনজাতির যাত্রানাচের দলগুলি
- নবমী থেকে বরাত পান যাত্রা উৎসবের, লক্ষ্মীপুজোতেও যাত্রানাচ আয়োজিত হয়

করোনার পর বহুদিন বসেই ছিলাম। তখন চিন্তা হয়েছিল এভাবে একদিন আমাদের সংস্কৃতি হারিয়ে যাবে। পরে বেশকিছু জায়গায় বিনামূল্যে অনুষ্ঠান করেছি। তবুও নিজের সংস্কৃতির চর্চা চালিয়ে গিয়েছি। এবার নবমী থেকে এখনও অবধি ১৪টি জায়গায় বরাত পেয়েছি।

-চম্পা কুজুর, *শিল্পী*

আরেক যাত্রাশিল্পী মেটেলি চা বাগানের আপার বস্তির চম্পা কুজুর বললেন, 'করোনার পর বহুদিন বসেই ছিলাম। তখন চিন্তা হয়েছিল এভাবে একদিন আমাদের সংস্কৃতি হারিয়ে যাবে। পরে বেশকিছু জায়গায় বিনামূল্যে অনুষ্ঠান করেছি। তবুও নিজের সংস্কৃতির চর্চা চালিয়ে গিয়েছি। এবার নবমী থেকে এখনও অবধি ১৪টি জায়গায় বরাত পেয়েছি।'

সরুগাঁও শান্তি লাইন লক্ষ্মীপুজো কমিটির কর্মকর্তা নীলকমল ওরাওঁয়ের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, করোনার পরেও তাঁরা লক্ষ্মীপুজো করেছেন, তবে যাত্রা উৎসবের আয়োজন করেননি। এবারের পুজোয় ১০ হাজার টাকা হিসেবে তিনটি যাত্রাদলকে বরাত দিয়েছিলেন।

আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজন বেশিরভাগই কৃষিজীবী ও চা বাগানে কর্মরত। তাঁরা সারাবছর কাজে ব্যস্ত থাকেন। পুজোয় যে ছুটি মেলে সেই ছুটিতেই একটি নির্দিষ্ট দিনে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে একত্রিত হয়ে মাদলের তালে তালে নাচ ও গান করেন। যাত্রা উৎসবে একটি কলা গাছ পুঁতে দেওয়া হয়, সেই গাছের চারিদিকে নৃত্যরতভাবে গোল করে ঘোরার সেই উৎসবকেই যাত্রা উৎসব বলা হয়। চা বাগান প্রতিষ্ঠিত করার পর প্রথম দিকে ইংরেজরা প্রতিটি শিল্পীকে মজুরি দিয়ে যাত্রা উৎসবে শামিল করতেন। সেই থেকে আজও সমানভাবে পরিবেশিত হচ্ছে যাত্রা উৎসব।

লুঠের তদন্ত

আনন্দপুর ও সার্ভে পার্কে পরপর লুটপাটের ঘটনায় সিসিটিভি ফুটেজ দেখে মূল অভিযুক্তের খোঁজ পেল লালবাজার। তাঁকে জেরা করে চোরাই জিনিসের উদ্ধার চালাচ্ছে পুলিশ।

কুণালের স্তুতি

চৈতন্যদেব, মা সারদার পর এবার মা লক্ষ্মী। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মা লক্ষ্মীর সঙ্গে তুলনা করলেন কুণাল ঘোষ। কাটোয়ায় বিজয়া সম্মিলনিতে গিয়ে এই কথা বলেন তিনি।

মেট্রোর বার্তা

ছয়-সাত মাসের মধ্যে উত্তর-দক্ষিণ করিডরের কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশন তৈরি করে ফেলা হবে। আগামী বছরের মাঝামাঝি সময় থেকে ওই স্টেশন ব্যবহার করা যাবে বলে জানালেন নয়া জেনারেল ম্যানেজার।

ধর্ষণে গ্রেপ্তার

ফেসবুকে রিলস বানানোর নাম করে নাবালিকার অশ্লীল ভিডিও তৈরি করে ব্ল্যাকমেল ও ধর্ষণের অভিযোগ। ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হল ইউটিউবার ও তাঁর বাবাকে। বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া থানা এলাকার ঘটনা।

মৃত সন্তানের বইয়ে দম্পতির লাইব্রেরি

রিমি শীল

কলকাতা, ১২ অক্টোবর : গোলাপি রঙা দোতলা বাড়িটির দরজার মাথায় লেখা ৩/৪৪, মহাজাতি নগর, বিরাটি। মূল দরজা থেকে দুপুরের আলো ঘরের ভেতরের অন্ধকারকে ফিকে করেছে। কিন্তু এখানে স্মৃতি আঁকড়ে পড়ে থাকা বৃদ্ধ দম্পতির হৃদয় দীপ্ত করতে পারেনি। কাঠের সেলফে সাজানো শার্লক হোমস, ফ্রেডেরিক জোলিও কুরি, ক্ষীরের পুতুল, আবোল তাবোল, শরৎ রচনা সমগ্র, সঞ্চয়িতা সহ একরাশ বই। এগুলিই এখন বাঁচার রসদ সন্তানহারা সাধনা দে ও দীপক দের। প্রাণ থেকেও যেন এখন নিষ্প্রাণ তাঁরা।

২০২১ সালে ২৪ মে করোনার সময় ছেলে সুমন্ত দে-কে হারিয়েছেন তাঁরা। তবে ছেলের আর্টবুক, নোটবুক, প্রাপ্ত পুরস্কারগুলি আঁকড়ে ধরে চারটে বছর কাটিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তাঁরা যখন থাকবেন না, তখন তাঁদের মৃত সন্তানের স্মৃতিও তো বিলীন হয়ে যাবে। তাই একরাশ স্বপ্ন নিয়ে চার দেওয়ালে আবদ্ধ ঘরেই লাইব্রেরি গড়ে তুলেছেন বৃদ্ধ দম্পতি। ধীরে ধীরে সাজিয়ে তুলছেন সেলফগুলি। ঘুরে ঘুরে লাইব্রেরির জন্য বই কেনেন তাঁরা। এই বইয়ের মধ্য দিয়ে তাঁরা ছেলের স্মৃতি বাঁচিয়ে রাখতে চান।

গাল বেয়ে চোখের জল বুক পকেট ভিজিয়েছে ৭২ বছরের দীপকবাবুর। ৬১ বছরের সাধনাদেবী বললেন, 'ছেলে পিকুর কথা তুললেই ওঁর চোখে জল আসে। মাত্র ২৯ বছর বয়সে ভুল চিকিৎসায় ও চলে গেল। জানেন, তারপর থেকে এখনও একটা রাত ঘুম আসে না আমাদের।' কীভাবে দিন কাটে তাঁদের? সাধনাদেবী বললেন, 'সারাদিন শিক্ষকতা করে দিন কাটে। সংসারের উপার্জন বলতে এটাই।' বলতে বলতে চোখে জল মায়েরও। বললেন, '৩ বছর বয়স থেকেই আঁকিবুকি কাটত। সেলফের মাথায় সরস্বতী, দেবী দুর্গা সহ দেবদেবীদের মাটির প্রতিমা দেখছেন। এগুলি সুমন্তের বাবা নিজের হাতে গড়েছেন। বাবার থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছিল ও। আর্ট নিয়ে ওর যত চিন্তাভাবনা। ও যদি বেঁচে থাকত আরও এগোত। ওর

বিরাটিতে ছেলের স্মৃতিতে তৈরি লাইব্রেরিতে বৃদ্ধ দম্পতি।

আঁকা ছবি বিভিন্ন প্রদর্শনীতে দেখানো হত।' দৌড়ে গিয়ে ছেলের আঁকা প্রকাশিত বই নিয়ে এলেন। কান্নাচাপা গলায় বলেন,' ২০১২ সালে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছিল। তাইচুং, তাইওয়ান, মেক্সিকো, বেলজিয়াম, তাইজিন থেকেও পুরস্কার পেয়েছে।'

হঠাৎ লাইব্রেরির ভাবনা কেন? দীপকবাবু বলেন, 'আমার ছেলে সারাদিন বই ঘাঁটত। কিছু কিনতে গেলেও বই কিনে আনত। বেশিরভাগ সময় ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে কাটাত। তাই ওর সমস্ত আর্টের বইও লাইব্রেরিতে রাখা হয়েছে।' সাধনাদেবী জানালেন, 'মার্চ মাস থেকে এই লাইব্রেরি চালু করেছি। এখনও পর্যন্ত ২৯ জন সদস্য হয়েছে।' এক সময় দোতলার ঘরে বাবা ও ছেলে মিলে আঁকা শেখাতেন। কিন্তু এখন বৃদ্ধ একলাই সেই দায়িত্ব সামলে যাচ্ছেন। বললেন, 'সপ্তাহে তিনদিন সব আঁকতে এলে তখন লাইব্রেরির বই নিয়ে পড়ে। রবিবার ও বুধবার লাইব্রেরি খুলে রাখি। এছাড়াও কেউ আসতে চাইলে বাধা নেই। ছেলের কেনা উপন্যাস, কবিতা সংকলন, আর্টবুক, কমিক্স সব সাজানো রয়েছে।'

সপ্তাহের প্রথমেই তালিকা তৈরি করে বইপাড়া, বইমেলা, শারদমেলা সহ যেখানেই বইয়ের গন্ধ পান সেখানেই ছোটেন ওই দম্পতি। কিনে আনেন বই। সাজিয়ে রাখেন নিষ্প্রাণ তাকগুলিতে। বেলা পড়ে এসেছে। লাইব্রেরিতে আসা জনা কয়েক কিশোর-কিশোরী বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছে। সেই শব্দে যেন ছেলের কণ্ঠ অনুভব করতে পারছেন তাঁরা। দুজনেই বলে উঠলেন, 'ও আছে। বইয়ের মাঝেই সুমন্ত আছে। আমরা না থাকলেও ও আজীবন থাকবে।'

ছোটো তুবড়ি, বড়ো ধামাকা... রবিবার কলকাতায়। ছবি : রাজীব মণ্ডল

ইডি'র আতশকাচে সুজিতের সহকারী

উদ্ধার টাকার উৎস জানতে জিজ্ঞাসাবাদের পরিকল্পনা

কলকাতা, ১২ অক্টোবর : শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির পর পুর নিয়োগ দুর্নীতিতে অতি তৎপর হয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। তদন্তকারীদের আতশকাচের নীচে রয়েছেন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু ও তাঁর প্রাক্তন আপ্তসহায়ক তথা দক্ষিণ দমদম পুরসভার উপপুরপ্রধান নিতাই দত্ত। সম্প্রতি তল্লাশি চালিয়ে টাকা ও বেশ কিছু তথ্য বাজেয়াপ্ত করেছে ইডি। এবার এই টাকার উৎস জানতে জিজ্ঞাসাবাদ চালাবেন তদন্তকারীরা। এমনকি ফের ময়দানে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছেন ইডির গোয়েন্দারা। তদন্তকারীরা জানতে চাইছেন, পুর নিয়োগ দুর্নীতির টাকা ব্যবসায় লগ্নি করা হয়েছিল কি না। ওই কালো টাকা ব্যবসায় খাটিয়ে সাদা করা হয়েছিল বলে মনে করছেন ইডি আধিকারিকরা। সূত্রের খবর, এই বিষয়গুলি সম্পর্কে জানতে মন্ত্রীর ঘনিষ্ঠদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে। উপপুরপ্রধান নিতাই দত্তকেও জেরা করা হতে পারে। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ চালাতে ইতিমধ্যেই তথ্য তলব করেছে ইডির গোয়েন্দারা।

সম্প্রতি সুজিত বসুর অফিস, রেস্তোরাঁ, তাঁর ছেলে সমুদ্র বসুর গোলাঘাটার ধাবা, নিতাইয়ের বাড়ি ও গোডাউন, সুজিতের চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছে ইডি। বিবৃতি দিয়ে ইডির তরফে জানানো হয়েছে, তল্লাশি চালিয়ে ৪৫ লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তাছাড়াও বেশ কিছু নথি, জমি ও সম্পত্তির কাগজপত্র, মোবাইল, ল্যাপটপের মতো ডিজিটাল

প্রাথমিক তদন্ত

- পুর নিয়োগ দুর্নীতির টাকা ব্যবসায় লগ্নি করা হয়েছিল
- কালো টাকা সাদা করতেই ব্যবসায় বিনিয়োগ
- টেন্ডার থেকে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ছক বেঁধে অনিয়ম
- অয়নের সংস্থাকে বারবার বরাতের মাধ্যমে দুর্নীতি

ডিভাইসগুলিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এই টাকার উৎস সম্পর্কে স্পষ্টভাবে কিছু জানানো হয়নি। টাকা কোথা থেকে উদ্ধার হয়েছে বা নথিগুলি কোথা থেকে বাজেয়াপ্ত হয়েছে, সে সম্পর্কেও কিছু জানাননি তদন্তকারীরা।

তবে দক্ষিণ দমদম পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীতির বিষয়টি তাদের নজরে রয়েছে। সূত্রের খবর, তদন্তে ইডি জানতে পেরেছে, ২০১৪ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত ৩২৯ জনের টাকার বিনিময়ে বেআইনিভাবে চাকরি হয়েছিল। ইন্টারভিউ ছাড়াই তাঁদের চাকরি দেওয়া হয়। কত টাকায় ও কার নির্দেশে এই চাকরি হয়েছিল তা জানতে চাইছেন তদন্তকারীরা। এর মধ্যে ২০২০ সালেই ২৯ জনের বেআইনিভাবে চাকরি হয়েছিল। ২০২০ সালে গ্রুপ সি ও ডি'র ক্ষেত্রেও বেআইনিভাবে চাকরি দেওয়া হয়েছিল। তাই উপপুরপ্রধান নিতাই দত্তের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে নজর রেখেছেন তদন্তকারীরা। তাঁর অ্যাকাউন্টে কোনও সন্দেহজনক লেনদেন হয়েছিল কি না তা খতিয়ে দেখতে চাইছেন তাঁরা।

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে নেমে পুরনিয়োগ দুর্নীতির হদিস পেয়েছিলেন তদন্তকারীরা। এই দুর্নীতির অন্যতম অভিযুক্ত অয়ন শীলের বাড়ি থেকে বিভিন্ন নথি উদ্ধার করা হয়েছিল। ইডি মনে করছে, টেন্ডার থেকে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ছক বেঁধে অনিয়ম চলত। কেন অয়নের সংস্থাকেই বার বার বরাত দেওয়া হত, তাও খতিয়ে দেখতে চাইছেন ইডি আধিকারিকরা। শীঘ্রই পুর নিয়োগ দুর্নীতিতে আবার চার্জশিট দেওয়ার তোড়জোড় শুরু করেছে তারা। এই বিষয়গুলি চার্জশিটে উল্লেখ করা হলে তা বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূলের ক্ষেত্রে স্বস্তিজনক হবে না বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

ডিজিটালে তরুণ মুখে ভরসা সিপিএমের

কলকাতা, ১২ অক্টোবর : দলের বার্তা জনমানসের কাছে পৌঁছে দিতে সমাজমাধ্যমে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয় রাজনৈতিক দলগুলি। সিপিএমও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। দলের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম দায়িত্বে আসার পরেই বিশেষভাবে ফেসবুক, এক্স হ্যান্ডেল সহ বিভিন্ন অ্যাপগুলিতে দলীয় বার্তা প্রচারে বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে। বছর ঘুরলেই বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে তৃণমূল ও বিজেপির বিরুদ্ধে ইস্যুগুলিতে দলের অবস্থান তুলে ধরতে সমাজমাধ্যমে বিশেষভাবে নজর দিচ্ছে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট। এই কাজে দলের তরুণ মুখেদের ওপরই ভরসা রাখছেন রাজ্যের শীর্ষ নেতারা। তৃণমূল ও বিজেপির ক্ষেত্রে এজেন্সির মাধ্যমে তাদের ডিজিটাল মাধ্যমগুলি পরিচালিত করা হয়। কিন্তু দলীয় নীতি মেনে ভাড়া করা এজেন্সির মাধ্যমে কাজ চালাতে রাজি নয় সিপিএম। বরং দলের তরুণ স্বেচ্ছাসেবকদের বিশেষভাবে এগিয়ে আসতে বলছেন তাঁরা।

প্রযুক্তির উন্নতির যুগে ভোটারদের কাছে পৌঁছোতে সমাজমাধ্যম যে অন্যতম হাতিয়ার তা মেনে নিয়েছে আলিমুদ্দিন। ইতিমধ্যেই জেলা পার্টি অফিসগুলিতে ডিজিটাল কর্নার গড়ার বিষয়েও চর্চা হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে দায়িত্বশীল তরুণ কমরেডদের ওপরেই ভরসা রাখতে চাইছে সিপিএম। এমনিতেই তাদের আইটি সেল পরিচালনা করে যুবরা। কিন্তু বিধানসভা নির্বাচনের আগে আরও কর্মক্ষম তরুণ নেতাদের এই কাজে যুক্ত করতে চাইছে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, 'আমাদের তরুণ প্রজন্ম রয়েছে। তাঁরা ডিজিটালি বিভিন্ন কাজে সক্ষম।' সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'বাকিদের মতো এজেন্সি ভাড়া করার ক্ষমতা আমাদের নেই। তাই তরুণ প্রজন্ম এই কাজ করে থাকে। তাঁদের যথেষ্ট দক্ষতা রয়েছে।'

বিদেশ সফরে বিধিনিষেধ

কলকাতা, ১২ অক্টোবর : সরকারি কর্মীদের বিদেশ সফর নিয়ে নির্দেশিকা জারি করল রাজ্য। স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ব্যক্তিগত বিদেশ সফর, লিভ ট্রাভেল কনসেশন নিয়ে বেড়াতে যাওয়া বা সরকারি কাজের জন্য বিদেশ সফরের ক্ষেত্রে আগে থেকে অনুমতি নিতে হবে। সেটি না করলে সংশ্লিষ্ট কর্মীর বিরুদ্ধে প্রশাসনিকভাবে পদক্ষেপ করা হতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ।

এছাড়াও বলা হয়েছে, সাধারণ পরিস্থিতিতে কোনও কর্মীর ছুটির মেয়াদ শুরুর অন্তত ৪ সপ্তাহ আগে সফরের অনুমতির আবেদন পাঠাতে হবে। শেষ মুহূর্তে প্রস্তাব পাঠালে অনুমোদন দেওয়া হবে না। আর প্রশাসনিক শৃঙ্খলা ও প্রক্রিয়াগত রীতিনীতি বজায় রাখার স্বার্থে এই বিষয়টি নিশ্চিত করবেন সমস্ত বিভাগীয় প্রধান। নবান্ন সূত্রে খবর, সম্প্রতি দেখা গিয়েছে, বিভিন্ন দপ্তরের বেশ কিছু সরকারি কর্মী বিদেশ সফরের জন্য অনুমতি পাওয়ার আগেই ভ্রমণের জন্য টিকিট কাটা ও হোটেল বুকিংয়ের মতো পদক্ষেপ করছেন। এই ধরনের কাজ সম্পূর্ণভাবে প্রশাসনিক নিয়মকে অবমাননা করছে বলেই স্পষ্ট জানানো হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে। কোনওরকমভাবে যেন আর বিশৃঙ্খলা তৈরি না হয়, সেই উদ্দেশ্যেই এই পদক্ষেপ করল নবান্ন। এই বিষয়ে সতর্ক থাকতে রাজ্যের সচিব, অতিরিক্ত সচিব ও বিশেষ সচিবদের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যসচিব। প্রশাসনিক মহলের মত, এই পদক্ষেপের ফলে সরকারি কর্মীদের বিদেশ সফরের সমগ্র প্রক্রিয়া যথেষ্ট স্বচ্ছ হবে।

চেতনা চৈতন্য করে দে মা চৈতন্যময়ী... রবিবার কলকাতায়। ছবি : পিটিআই

ফের রাত দখলের ডাক

কলকাতা, ১২ অক্টোবর : ২০২৪ সালের ৯ অগাস্ট। আবার ২০২৫ সালের ১০ অক্টোবর। রাতই ওলটপালট করে দিচ্ছে রাজ্যের পরিস্থিতি। যে রাত এক সময় দখল করেছিলেন মেয়েরাই, সেই রাতে নারীদের বাইরে বেরোনো অনুচিত বলে রবিবার মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

'রাত'কে সুরক্ষিত করতে যে রাত দখলের ডাক আজ থেকে প্রায় এক বছর আগে দেওয়া হয়েছিল, তা কি তাহলে পুরোটাই ব্যর্থ? গুগল বলছে, দুটি জায়গার দূরত্ব ১৭১ কিলোমিটার। শুধু সাদৃশ্য হল, দুটোই মেডিকেল কলেজ এবং দুটোতেই ধর্ষিতার শিকার ডাক্তারি পড়ুয়া। দুর্গাপুরের বেসরকারি মেডিকেল কলেজের ঘটনায় ফের ফিরেছে আরজি কর মেডিকেল কলেজের ছায়া। ফের প্রতিবাদে দেওয়া হল রাত দখলের ডাক।

এখনও সন্তান হারানোর ঘা দগদগে তিলোত্তমার মায়ের। ফোন করতেই বললেন, 'মুখ্যমন্ত্রী যখন মন্তব্য করলেন, তখন আমার বাড়ির সামনে পোস্টিং থাকা মহিলা পুলিশকে আমি প্রশ্ন করলাম, মাননীয়া তো বললেন রাত মেয়েদের জন্য নিরাপদ নয়। তাহলে আপনারা কীভাবে কাজ করছেন? তিনিও হাসলেন। তাহলে বুঝতে পারছেন, রাজ্যের পরিস্থিতি কেমন?'

দুর্গাপুর কাণ্ডের নির্যাতিতাও তাঁর অপর সন্তান। এখনও বিচার মেলেনি তিলোত্তমার। বছর ঘুরতেই ফের আরেক 'অভয়া'র ঘটনায় আন্দোলন কি আরও জোরদার হবে? 'আরেক মেয়ের জন্য রাত দখলে নামব না, সেটা কি হয়?', দীর্ঘশ্বাস ফেলে উত্তর দিলেন তিলোত্তমার মা। শীঘ্রই রাত দখল আন্দোলনের সামনের সারির কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করে আন্দোলনের পরিকল্পনা করা হবে বলেও জানালেন তিনি।

'জাস্টিস ফর দুর্গাপুর' স্লোগান উঠেছে ইতিমধ্যেই। নির্যাতিতার বাবা স্বীকার করে নিয়েছেন, বাংলায় থাকা তাঁর মেয়ের জন্য নিরাপদ নয়। নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে এবারও মাঠে নেমেছে অভয়া মঞ্চ। ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়ার ডক্টর্স ফ্রন্টের অন্যতম মুখ অনিকেত মাহাতোর কথায়, 'আন্দোলন চলবে। এই মুহূর্তে রাত দখলের কোনও পরিকল্পনা নেই। তবে কর্তৃপক্ষ ও পুলিশের উদাসীনতা যদি বাড়ে, তবে সেই আন্দোলনের পথেই হাঁটব আমরা।' অনিকেতের মন্তব্য, 'মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য অগণতান্ত্রিক। রাতে

> আগামী মঙ্গলবার আমরা রাত দখল করব। রাত আটটায় রাজ্যের সমস্ত নারীকে এই আন্দোলনে যোগদানের জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। কলকাতার যাদবপুর ৮-বি'তে ফের রাত জাগা হবে দুর্গাপুর কাণ্ডের প্রতিবাদে।
>
> **শতাব্দী দাস**
> রাত দখল (নারী-ট্রান্স-ক্যুইয়ার) ঐক্য মঞ্চ

মেয়েরা বেরোবে না মেনে চললে সেটা নারী জাতির অপমান। লিঙ্গ নির্বিশেষে প্রতিটি সমস্যা সমাধান করতে হবে।'

রাত দখলের অন্যতম উদ্যোক্তা রিমঝিম সিনহার সঙ্গে অগণিত বার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তিনি ফোন ধরেননি। ফলে তাঁর প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। রাত দখল (নারী-ট্রান্স-ক্যুইয়ার) ঐক্য মঞ্চের উদ্যোক্তা শতাব্দী দাস বলেন, 'আগামী মঙ্গলবার আমরা রাত দখল করব। রাত আটটায় রাজ্যের সমস্ত নারীকে এই আন্দোলনে যোগদানের জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। কলকাতার যাদবপুর ৮-বি'তে ফের রাত জাগা হবে দুর্গাপুর কাণ্ডের প্রতিবাদে।' ধর্ষণের ঘটনাকে কখনও 'ছোট ঘটনা' বলে দাগিয়ে দেওয়া, কখনও আবার ধর্ষণের কারণকে মহিলাদের রাতে বাইরে বেরোনো বলে উল্লেখ করা- মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যগুলির কারণেই বছর বছর রাজ্য ধর্ষণের মুক্তাঞ্চল হিসেবে পরিণত হয়েছে মনে করছে বিরোধী রাজনৈতিক শিবিরগুলি। তিলোত্তমার মায়ের কথায়, দুর্গাপুর কাণ্ড কোনও 'বিচ্ছিন্ন' ঘটনা নয়। গত বছরের পর এরকম একাধিক ঘটনাই ঘটেছে। সুরাহা মেলেনি কিছুতেই। অন্ধকারকে আলোর দিশা দেখানোর পথ কি খুলে দিতে পারবে ফের রাত দখলের ডাক? উত্তর অধরাই। তবে আন্দোলন বন্ধ হবে না, তা একবাক্যে দাবি করেছেন আন্দোলনকারীরা।

বর্ধমান স্টেশনে বিপত্তি

কলকাতা, ১২ অক্টোবর : বর্ধমান স্টেশনে ট্রেন ধরতে গিয়ে পদপিষ্ট হলেন বহু যাত্রী। রবিবার সন্ধ্যায় একই সময়ে ৪, ৬ ও ৭ নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েছিল তিনটি ট্রেন। তাড়াহুড়ো করে সিঁড়ি দিয়ে নামছিলেন যাত্রীরা। সংকীর্ণ সিঁড়িতে ভিড় বাড়তেই পদপিষ্টের পরিস্থিতি তৈরি হয় বলে প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি।

ঘটনায় আহত হয়েছেন ৭ জন। খবর পেয়ে রেলের উদ্ধারকারী দল পৌঁছোয়। আহতদের বর্ধমান মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের চিকিৎসা চলছে। জানা গিয়েছে, ২ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছে, পদপিষ্টের কোনও ঘটনা ঘটেনি।

যাত্রীদের একাংশের দাবি, হাওড়া থেকে আসা লোকাল ট্রেনটিকে ফের হাওড়াগামী মেইন লাইন লোকাল বলে ঘোষণা করা হয়। ফুট ওভারব্রিজের ওপর অপেক্ষায় থাকা যাত্রীরা সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করেন। তখনই হাওড়া থেকে আসা লোকাল ট্রেনের যাত্রীরা একই সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠার চেষ্টা করলে ওই ঘটনা ঘটে।

এর আগে ২০২০ সালে বর্ধমান স্টেশনে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়েছিল একাংশ। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছিল, ধ্বংসস্তূপে কেউ আটকে থাকার আশঙ্কা কম। পরে এই বিষয়ে নিশ্চয়তা পাওয়া গিয়েছিল। এই ঘটনায় কয়েকজন আঘাত পান। এরপর বর্ধমান স্টেশনে জলের ট্যাংকও ভেঙে পড়ে। সেখানে প্রাণহানির ঘটনাও ঘটেছিল। পরে বেশকিছু প্ল্যাটফর্মে এসকালেটার বসানো হয়। যদিও ১ নম্বর প্ল্যাটফর্ম ছাড়া বাকিগুলি বর্তমানে অচল। যার জন্যই এদিন সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে বিপত্তি।

ভক্তের জন্মদিনে শৌচাগার উপহার বিগ বি'র

কলকাতা, ১২ অক্টোবর : ছেলেবেলা থেকেই জয়ন্ত দেখতেন বাড়ির মহিলারা পুকুরে স্নান করেন, মাঠে শৌচকর্ম সারতে যান। গোটা গ্রামে নেই কোনও শৌচালয়, স্নানাগার। মাকে প্রশ্ন করতেন, 'মা, সরকার কেন কিছু করে না?' প্রশাসন অবধি পৌঁছোয়নি জয়ন্তর প্রশ্ন। কিন্তু শোনামাত্রই কথা রেখেছেন 'বিগ বি' অমিতাভ বচ্চন। শেষ পর্যন্ত স্বপ্নপূরণ হয়েছে হুগলির আরামবাগের গোঘাটের প্রত্যন্ত এক গ্রামের বাসিন্দা জয়ন্ত দুলের। টেলিভিশনের পর্দায় 'কোন বনেগা ক্রোড়পতি'বা কেবিসি দেখে বাবা ভাদু দুলে ছেলেকে বলতেন, 'কোনও দিন তুইও যদি হট সিটে অমিতাভ বচ্চনের মুখোমুখি হতে পারতিস, কতই না ভালো হত।' সেই স্বপ্ন পূরণ হয় ২০২৪ সালের ১৬ অগাস্ট। হটসিটে বিগ বি'র মুখোমুখি হয়ে জয়ন্ত জানিয়েছিলেন, 'আমার বাড়িতে কোনও শৌচালয় বা বাথরুম নেই। আমাদের গ্রামের কারোর বাড়িতেই নেই।' তারপরই বিগ বি তাঁর বাড়িতে বাথরুম বানিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। শেষপর্যন্ত তাঁর পাঠানো টাকায় স্নানাগার ও শৌচালয় তৈরি করেছেন জয়ন্ত। উত্তরবঙ্গ সংবাদকে তিনি জানালেন, 'এখন আর আমার মা-বোনকে স্নানের জন্য বাইরে যেতে হয় না। গ্রামে যাঁদের বাড়িতে এই ব্যবস্থা নেই, তাঁরাও আসেন। স্বচ্ছ ভারত মিশনের আওতায় প্রশাসন প্রতিশ্রুতি দিয়েও রাখেনি। কিন্তু আমার ড্রিমম্যান সেই স্বপ্ন পূরণ করেছেন।'

ব্যাঙাই গ্রাম পঞ্চায়েতের আগাই গ্রামে বাবা, মা, বোনকে নিয়ে থাকেন জয়ন্ত। ছেলেবেলা থেকেই অভাব তার নিত্যসঙ্গী। বাবার সঙ্গে টেলিভিশনের পর্দায় কেবিসি দেখতে দেখতেই দু'চোখে তাঁর স্বপ্ন ছিল বিগ বি'র মুখোমুখি বসার। মাটির বাড়িতে বড় হয়ে ওঠা জয়ন্তের ছেলেবেলা থেকে ক্যুইজের প্রতি প্রবল আগ্রহ। ২০১৭ সাল থেকে কেবিসিতে যাওয়ার চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন তিনি।

চিনা আলো বয়কট চন্দননগরের আলোকশিল্পীদের

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

চন্দননগর, ১২ অক্টোবর : দাম কম, কিন্তু একদিনও টিকবে কি না সন্দেহ নেই। তাই চন্দননগরের জগদ্ধাত্রীপুজোয় আলোকশিল্পীরা এবার সম্পূর্ণভাবে বয়কট করলেন চিনা আলো। চন্দননগরে প্রায় ২৩৮টি আলো কারখানায় এবারের জগদ্ধাত্রীপুজোর আলোকসজ্জা তৈরি হচ্ছে। ৫০টি চিনা ল্যাম্পের দাম মাত্র ৬০ টাকা। কিন্তু তা একদিন টিকবে কি না সন্দেহ। অথচ ভারতীয় ৫০টি ল্যাম্পের দাম প্রায় ১৫০-১৬০ টাকা। কিন্তু এই আলো ২-৩ বছর অনায়াসে চলে যায়। তাই এবার শিল্পীদের প্রথম পছন্দ স্বদেশি আলো।

এবারের বিশেষ আকর্ষণ সম্পূর্ণ এলইডির গেট। এছাড়াও অপারেশন সিঁদুর বা পাকিস্তানের এফ-১৬ যুদ্ধবিমান ধ্বংসের ছবিও এবারের পুজোর আলোকসজ্জায় উঠে আসছে। চন্দনগরের কলুপুকুরে প্রখ্যাত আলোকশিল্পী শ্রীধর দাসের কারখানা হোক বা বিদ্যালঙ্কারের কাছে প্রয়াত বাবু পালের কারখানায় এখন চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। প্রতি বছর আলোকসজ্জায় নতুন নতুন থিম উঠে আসে চন্দননগরের জগদ্ধাত্রীপুজোয়। তা পরবর্তী সারা বছর দেশ তো বটেই, বিদেশের মাটিতেও স্থান করে নেয়। এবারও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। চন্দননগর জগদ্ধাত্রীপুজোর কেন্দ্রীয় কমিটির অধীনে থাকা পুজোগুলি তো বটেই, তার বাইরের পুজো কমিটিও প্রতি বছর আলোকসজ্জায় তাক লাগানোর চেষ্টা করে। তাই কলকাতার দুর্গাপুজো, বারাসতের কালীপুজোর থেকেও আলোকসজ্জার নিরিখে চন্দননগরের জগদ্ধাত্রীপুজো অনেক

এলইডি'র গেটে নতুনত্ব এবারের চমক

এগিয়ে।

চন্দননগর লাইট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দিব্যেন্দু বিশ্বাস বলেন, 'চিনা আলোর থেকে ভারতীয় ল্যাম্পের দাম অনেক বেশি। কিন্তু চিনা আলো কত ঘণ্টা টিকবে, তার কোনও গ্যারান্টি নেই। গত কয়েক বছরে আমরা এই নিয়ে অনেক সমস্যার মুখে পড়েছি। তাই এই বছর চিনা আলোকে সম্পূর্ণ বর্জন করেছে চন্দননগর। এবার আমরা ভারতীয় কোম্পানির তৈরি আলো ব্যবহার করছি।' এবারের নতুন থিম কী? প্রশ্নের উত্তরে দিব্যেন্দুবাবু বলেন, 'প্রতিবার পুজোর সময় বা শোভাযাত্রায় প্রতিটি আলোকশিল্পী নতুন নতুন ভাবনা তুলে ধরেন। তাই আগে থেকে আমরা এগুলো প্রকাশ করি না। তবে বলতে পারি, এবার এলইডির গেটে নতুনত্ব থাকবে। যা গত কয়েক বছরে কোথাও দেখা যায়নি। এছাড়াও সাম্প্রতিক ঘটনার ওপর নতুন কিছু থিম মণ্ডপ সজ্জায় দেখা যেতে পারে।' চন্দননগর কেন্দ্রীয় জগদ্ধাত্রীপুজো কমিটির সম্পাদক শুভজিৎ সাউ বলেন, '১৮০টি পুজো কেন্দ্রীয় কমিটির অধীনে রয়েছে। এছাড়াও অনেক বাড়ির পুজো এবং অন্যান্য পুজো রয়েছে। তবে শোভাযাত্রায় এই বছর কতগুলি পুজো যাবে, তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। পুজো কমিটি ও প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করে আমরা চলতি সপ্তাহেই এই নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেব। শোভাযাত্রায় ৭০টি পুজো অংশ নিতে পারে।'

জগদ্ধাত্রীপুজোয় চন্দননগরের আলোকসজ্জা দেখতে সংলগ্ন এলাকা তো বটেই, দেশেরও বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লোক চন্দননগর আসেন। তাই আলোকসজ্জায় নতুনত্ব আনা এখানকার শিল্পীদের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। অযোধ্যার রামমন্দিরেও জ্বলজ্বল করছে চন্দননগরের আলো। আবার দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের আলোকসজ্জার দায়িত্বেও রয়েছে চন্দননগর। তাই এবারেও চন্দননগর যে আলোকসজ্জায় নতুনত্ব আনবে, তা নিয়ে নিশ্চিত আলোকশিল্পীরা।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৪৩ সংখ্যা, সোমবার, ২৬ আশ্বিন ১৪৩২

তপ্ত বঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গে ভোটের দামামা বেজে গিয়েছে। উপ নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী জানিয়েছেন, আগামী ফেব্রুয়ারির শেষে কিংবা মার্চের শুরুতে বাংলায় ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা হবে। পাশাপাশি ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) নিয়েও ক্রমে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে পশ্চিমবঙ্গ। সম্প্রতি দুর্যোগে বিধ্বস্ত উত্তরবঙ্গ ঘুরে কলকাতা ফিরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এনিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন, একে উৎসবের মরশুম, তার ওপর উত্তরবঙ্গের প্রাকৃতিক বিপর্যয়- এর মধ্যে এসআইআর করা হচ্ছে কোন যুক্তিতে? মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য একেবারে ফেলে দেওয়ার মতো হয়তো নয়। এটা ঠিকই যে, পশ্চিমবঙ্গে উৎসবের মরশুমে এবার দুর্যোগ এসেছে বারবার। পুজোর আগে কলকাতায় ২২ সেপ্টেম্বর রাতের ভয়াল বৃষ্টিতে ছিল তার পূর্বাভাস। কলকাতা ও শহরতলিতে জমা জলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে সেসময়ে অন্তত ১২ জনের মৃত্যু হয়েছিল।

পুজো শেষে আবার বৃষ্টি-বন্যায় ভেসে গেল উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। মৃত্যু হল অন্তত ৪২ জনের। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের এক ছাত্রও পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে নিখোঁজ। এর মধ্যে নাগরাকাটার দুর্গত এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে হামলায় গুরুতর আহত হলেন বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু এবং বিধানসভায় বিজেপির পরিষদীয় দলের মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষ।

উত্তরবঙ্গের বিপর্যয়ের খবর পাওয়ার পরেও মুখ্যমন্ত্রী কলকাতায় রেড রোডে পুজোর কার্নিভালে কলাকুশলীদের সঙ্গে নাচগানে ব্যস্ত ছিলেন বলে সমালোচনা কম হয়নি। অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-কে মিরজাফর আখ্যা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সতর্ক করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে। আগেও মুখ্যমন্ত্রী এধরনের মন্তব্য করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, খড়্গপুরে বিড়লাদের একটি কারখানার উদ্বোধনের অনুষ্ঠান বাতিলের পিছনেও রয়েছে বিজেপির চক্রান্ত।

মমতার অভিযোগের সত্যতা নিয়ে সংশয় থাকলেও এটা পরিষ্কার যে, রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হচ্ছে। কালীপুজোর ছুটির পর সম্ভবত এসআইআর শুরু হতে চলেছে বাংলায়। মুখ্যমন্ত্রী আগে থেকেই এসআইআর নিয়ে রাজ্যবাসীকে সাবধান করে আসছেন। তাঁর বক্তব্য, কমিশন রাজ্যে এসআইআরের নামে এনআরসি করার চক্রান্ত করছে। কমিশন বিহারে সেটা পেরেছে, কারণ সেখানে ডাবল ইঞ্জিন সরকার। কিন্তু বাংলায় এসব হতে দেওয়া যাবে না।

রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালকেও হুমকি দিয়ে তিনি নিজেকে বিতর্কে জড়িয়েছেন। বিহারে ৬৯ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ পড়া নিয়ে ব্যাপক হইচই হয়েছে। তাকে কেন্দ্র করে নীতীশ-লালুর রাজ্যের উত্তাপ এখন ছড়িয়ে পড়ছে বাংলায়। তাছাড়া ত্রিপুরায় তৃণমূল অফিস ভাঙচুর, আগরতলা বিমানবন্দরে কুণাল ঘোষদের পুলিশের প্রাথমিক বাধা, প্রতিবাদে মুখ্যমন্ত্রীর হুংকার-- এসবেরও প্রভাব পড়েছে বঙ্গ রাজনীতিতে।

কমিশন বিহারে যত সহজে এসআইআর করতে পেরেছে, পশ্চিমবঙ্গে কাজটা তত সহজ নাও হতে পারে। কলকাতা এবং জেলাগুলোতে কমিশনের কাজে তৃণমূলের বাধা দেওয়ার আশঙ্কা আছে। অন্যদিকে, শমীক, শুভেন্দু ও সুকান্ত এসআইআর নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের সমালোচনা চালিয়ে গেলেও বিজেপির সাংগঠনিক দুর্বলতা কিন্তু প্রকট। বিএলএ নিযুক্ত করার মতো কর্মীই খুঁজে পাচ্ছে না বিজেপি।

ভোটে সন্ত্রাস পশ্চিমবঙ্গের প্রায় প্রতিটি নির্বাচনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সে পঞ্চায়েত হোক কিংবা পুরসভা, লোকসভা অথবা বিধানসভা, সন্ত্রাসমুক্ত নির্বাচন খুব কমই দেখেছে বাংলা। খুবই দুর্ভাগ্যের এবং লজ্জার বিষয়, কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন সত্ত্বেও এরাজ্যে ভোটে রক্তপাত না ঠেকাতে পারার রেকর্ড আছে। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার দিন কাঁকুড়গাছির বিজেপি কর্মী অভিজিৎ সরকার খুনের মামলা এখনও বিচারাধীন।

ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি জেতার জন্য মরিয়া। ক্ষমতা ধরে রাখতে চেষ্টার ত্রুটি রাখছে না তৃণমূল কংগ্রেসও। ফলে ভোটে সন্ত্রাসের পুনরাবৃত্তির আশঙ্কায় এখন থেকে উদ্বেগ ছড়াচ্ছে বঙ্গবাসীর মনে।

অমৃতধারা

আমরা যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ি, তখন স্থান-কাল-পাত্র, নাম-রূপ- কিছুই থাকে না, কিন্তু আমরা থাকি। ঘুমের মধ্যেও কিন্তু আমরা থাকি। সেই অবস্থায় আমরা একাকার হই। একাকার রূপটাই কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ। অহংকার যখন সরে যাবে, তুমি একই দেখবে-শুধু ভগবানকে দেখবে, আর কিছুই দেখবে না। শুধু তিনি, তাঁরই প্রকাশ। সমুদ্র, ঢেউ, ফেনা, বুদ্বুদ-সবকিছুই জল। একটা জলকেই নানারূপে দেখাচ্ছে। কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গায় জল ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। তেমনি আমাদের স্বপ্নটাও জ্ঞান। সুষুপ্তি-ওটাও জ্ঞান। জাগ্রত-ওটাও জ্ঞান। তার মানে ভগবান। সবই ঈশ্বর। এই তিনটি অবস্থাতেই তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাঁরই স্বরূপ, তাঁরই আকার। নিরাকারই যেন আকারিত। তিনিই এইরূপে প্রকাশিত।

-ভগবান

লোকসংস্কৃতি বনাম গ্লোবাল পপ-কালচার

বাজার ও মানসিকতার সংঘর্ষে লোকসংস্কৃতি ও গ্লোবাল পপ-কালচারের মধ্যে প্রধান দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে।

রুদ্র সান্যাল

মানুষের জীবনে সংস্কৃতি হল এক অবিচ্ছেদ্য অংশ, যা তাকে তার ভূমি, ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত রাখে। এটি কেবল বিনোদন বা অভ্যাস নয়, বরং একটি জনগোষ্ঠীর আত্মপরিচয়ের মূল ভিত্তি। লোকনৃত্য, গান, ভাষা, পোশাক, উৎসব, প্রথা- এই সবকিছু মিলেই গড়ে ওঠে লোকসংস্কৃতি। গত তিন-চার দশকে, বিশ্বায়নের ঢেউয়ে এক নতুন সাংস্কৃতিক ধারা, যা গ্লোবাল পপ-কালচার নামে পরিচিত, মানুষকে তার স্থানীয় শিকড় থেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে। এই দুই সংস্কৃতির মধ্যে চলমান সংঘাত আজ এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সামনে এনেছে : আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে?

লোকসংস্কৃতি হল 'লোকের' মধ্য থেকে জন্ম নেওয়া, মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়া এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে প্রবাহিত হওয়া এক জীবন্ত ঐতিহ্য। এটি কোনও বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে তৈরি হয় না, বরং স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমাজের ভেতর থেকে এর জন্ম হয়। উদাহরণস্বরূপ, বাংলার বাউলগান, ঝুমুর, মুর্শিদাবাদের ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের গান, পুজোর আলপনা, উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ও লেপচা নৃত্য, এবং আদিবাসী সাঁওতালদের ছৌ নাচ- এগুলো সবই আমাদের মাটির ঘ্রাণ মাখা।

লোকসংস্কৃতি মূলত মৌখিক ঐতিহ্যের ওপর নির্ভরশীল। এর প্রতিটি অংশে মিশে থাকে মানুষের দৈনন্দিন জীবন, তাদের দুঃখ-সুখ, প্রতিবাদ এবং প্রেম। একটি অঞ্চলের ভূগোল, অর্থনীতি, সমাজকাঠামো, ধর্মবিশ্বাস ও ইতিহাসের গভীর ছাপ থাকে এর পরতে পরতে। বাংলাদেশের বা পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ মেলা থেকে শুরু করে উত্তরবঙ্গের চা বাগান পর্যন্ত লোকসংস্কৃতির বৈচিত্র্যময় রূপ দেখতে পাওয়া যায়। এটি একটি জনগোষ্ঠীর জীবনযাপন এবং মূল্যবোধের দর্পণ।

পপ-কালচার (Popular Culture) ধারণার জন্ম '৫০-এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, যখন এটি মূলত তরুণ প্রজন্মের রক-এন-রোল, ফ্যাশন ও সিনেমার মতো ধারাগুলোকে নির্দেশ করত। কিন্তু টেলিভিশন, ইন্টারনেট, স্মার্টফোন এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রসারের ফলে এটি দ্রুত বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। আজ গ্লোবাল পপ-কালচার বলতে এমন এক আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক ধারাকে বোঝানো হয়, যা বিশ্বজুড়ে একইভাবে জনপ্রিয়। এর মধ্যে রয়েছে পপ মিউজিক, হলিউড সিনেমা, ওয়েব সিরিজ, ডিজনি প্রিন্সেস, টিকটক চ্যালেঞ্জ, বা ব্র্যান্ডেড পোশাকের স্টাইল।

এই সংস্কৃতির মূল বৈশিষ্ট্য হল এটি দ্রুতগতিতে তৈরি হয় এবং বিশাল বাণিজ্যিক মুনাফা নিয়ে আসে। দক্ষিণ কোরিয়ার কে-পপ (K-Pop) ইন্ডাস্ট্রি এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ, যা এখন একটি বৈশ্বিক শিল্পে পরিণত হয়েছে এবং যার বার্ষিক আয় কয়েকশো কোটি ডলার ছাড়িয়ে গেছে। নেটফ্লিক্সের মতো প্ল্যাটফর্মের ওয়েব সিরিজগুলো যেমন 'মানি হাইস্ট' বা 'স্কুইড গেম' বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি মানুষের বিনোদনকে প্রভাবিত করছে। এই সংস্কৃতি গণমাধ্যমের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল এবং এর প্রচার ও প্রসারে কর্পোরেট সংস্থাগুলোর বিশাল ভূমিকা রয়েছে।

লোকসংস্কৃতি ও গ্লোবাল পপ-কালচারের মধ্যে প্রধান দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে বাজার ও মানসিকতার সংঘর্ষে। গ্লোবাল পপ-কালচার মানুষকে একইরকম পণ্য, অভ্যাস এবং বিনোদনে অভ্যস্ত করে তুলছে, যা একটি বৈশ্বিক 'কনজিউমার আইডেন্টিটি' তৈরি করছে। আজকের টিনএজারদের হাতে আইফোন, কানে এয়ারপড, গায়ে জারা বা নাইকির পোশাক, আর চিন্তায় 'ট্রেন্ডিং' গান বা চ্যালেঞ্জ- এগুলো সবই এই বৈশ্বিক ভোগবাদী সংস্কৃতির ফল।

এর বিপরীতে, লোকসংস্কৃতি ধীরগতির, শিকড়বদ্ধ এবং অভ্যন্তরীণ। এখানে বাণিজ্যিকতার প্রভাব তুলনামূলকভাবে কম। এর ফলস্বরূপ, নতুন প্রজন্মের কাছে এর আবেদন অনেক সময় ফিকে হয়ে যায়। তারা হয়তো বিটিএস-এর সব গানের কথা জানে, কিন্তু বাউলগানের মর্ম বোঝে না। তারা হ্যালোউইনের কুমড়ো কাটতে ব্যস্ত থাকে, কিন্তু শারদীয়ার আলপনার ঐতিহ্য থেকে দূরে সরে যায়। এভাবে অজান্তেই আমাদের মাটির সঙ্গে সম্পর্ক ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই বৈশ্বিক সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ফলে বহু ক্ষুদ্র ভাষা এবং লোকশিল্প বিপন্ন হয়ে পড়ছে। UNESCO-র এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রতি মাসে গড়ে দুটি ভাষা পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। ভারতের উত্তরবঙ্গের সাঁওতালি, টোটো, লেপচা ভাষার অনেক শব্দ ও প্রথা আজ বিলুপ্তির মুখে। একসময় বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে যাত্রাপালা ও পুতুলনাচ বিনোদনের প্রধান উৎস ছিল, আজ সেগুলো প্রায় বিলুপ্ত। পশ্চিমবঙ্গে চড়ক, ঝুলন, কীর্তন- এগুলোও দর্শক হারাচ্ছে এবং নতুন প্রজন্ম এসব উৎসবে কেবল দর্শক হয়ে থাকে, অংশগ্রহণকারী নয়।

তবে, গ্লোবাল পপ-কালচার কেবল নেতিবাচক প্রভাব ফেলে তা নয়। এটি মানুষের মধ্যে নতুন অভিজ্ঞতা, চিন্তাধারা এবং উদারতাও আনছে। একজন কিশোর যখন আফ্রিকান হিপ-হপ বা কোরিয়ান ফোক মিউজিক শোনে, তখন সে নিজের সীমানা পেরিয়ে নতুন কিছু জানতে পারছে। পাশাপাশি, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের কল্যাণে লোকশিল্পীরাও এখন ইউটিউব বা ইনস্টাগ্রামের মাধ্যমে নিজেদের শিল্পকে বিশ্বদরবারে পৌঁছে দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে অনেক লোকসংস্কৃতি নতুনভাবে বাঁচার রসদও খুঁজে পাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশের অনেক বাউলশিল্পী এখন ইউটিউবের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী শ্রোতা তৈরি করেছেন। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের লোকনৃত্য দলগুলো আন্তর্জাতিক উৎসবে অংশ নিয়ে তাদের ঐতিহ্যকে তুলে ধরছে।

গ্লোবাল পপ-কালচার আমাদের জীবনে এসেছে, থাকবে এবং পরিবর্তন আনবেও। কিন্তু নিজের শিকড় ভোলা মানে আত্মপরিচয় হারানো। লোকসংস্কৃতি ও গ্লোবাল পপ-কালচারের এই দ্বন্দ্বে প্রয়োজন একটিই- ভারসাম্য রক্ষা। নিজের মাটি এবং আকাশ দুটোকেই বাঁচিয়ে রাখতে হবে। আজকের প্রজন্ম যদি এই দুই বিশ্বের মধ্যে একটি সেতু তৈরি করতে পারে, তবেই আমাদের লোকসংস্কৃতি টিকে থাকবে এবং আমরা নতুনের সঙ্গেও তাল মেলাতে পারব।

সমাধান হল সামঞ্জস্য। লোকসংস্কৃতিকে পুরোপুরি আগলে রাখারও দরকার নেই, আবার তাকে ফেলে দেওয়াও উচিত নয়। প্রয়োজন হল নতুন প্রজন্মকে স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচয় করানো। বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে লোকসংগীত, নৃত্য এবং লোকশিল্পকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। লোকমেলা, সাংস্কৃতিক উৎসব এবং কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মকে লোকসংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত করা যেতে পারে।

পাশাপাশি, পপ-কালচারকে অন্ধভাবে অনুকরণ না করে, তার থেকে ইতিবাচক দিকগুলো শিখে, কিন্তু নিজের শিকড়ের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে এগিয়ে যেতে হবে। জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া তাদের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতিকে আধুনিকতার সঙ্গে মিশিয়ে এক নতুন ধারা তৈরি করতে পেরেছে। যেমন জাপানের অ্যানিমে এবং মাঙ্গা বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয় হলেও, এগুলোর গভীরে জাপানি ঐতিহ্য ও দর্শনের প্রভাব সুস্পষ্ট। একইভাবে, দক্ষিণ কোরিয়ার কে-পপ গানের ভিডিওগুলোতে আধুনিক কোরিয়ার পাশাপাশি তাদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক ও নৃত্যের প্রভাব লক্ষ করা যায়।

সংস্কৃতি কোনও জড় বস্তু নয়, এটি বহমান নদীর মতো। গ্লোবাল পপ-কালচার আমাদের জীবনে এসেছে, থাকবে এবং পরিবর্তন আনবেও। কিন্তু নিজের শিকড় ভোলা মানে আত্মপরিচয় হারানো। লোকসংস্কৃতি ও গ্লোবাল পপ-কালচারের এই দ্বন্দ্বে প্রয়োজন একটিই- ভারসাম্য রক্ষা। নিজের মাটি এবং আকাশ দুটোকেই বাঁচিয়ে রাখতে হবে। আজকের প্রজন্ম যদি এই দুই বিশ্বের মধ্যে একটি সেতু তৈরি করতে পারে, তবেই আমাদের লোকসংস্কৃতি টিকে থাকবে এবং আমরা নতুনের সঙ্গেও তাল মেলাতে পারব। শিকড় থেকে পাওয়া শক্তি নিয়েই আমাদের ডালপালা মেলতে শিখতে হবে, তবেই বাঁচবে মানুষ ও তার সত্তা।

(লেখক পেশায় শিক্ষক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা।)

আজ

১৯১১

আজকের দিনে প্রয়াত হন সমাজকর্মী ভগিনী নিবেদিতা।

১৯৮৭

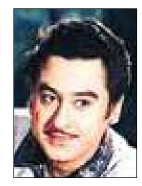

কিংবদন্তি শিল্পী কিশোরকুমারের জীবনাবসান হয় আজকের দিনে।

আলোচিত

ধরুন, আপনি হিন্দু, আমি মুসলমান। আমরা প্রতিবেশী। হয়তো আমাদের জমির সীমানা নিয়ে বিবাদ হয়েছে। তাহলে কি বলবেন এটা হিন্দু-মুসলিম সমস্যা? ভুয়ো খবর দ্বারা পরিচালিত হবেন না। ভারতের অন্যতম বিশেষত্ব এখন ভুয়ো খবর। গুচ্ছ গুচ্ছ ভুয়ো খবর ছড়াচ্ছে ওরা।

- মুহাম্মদ ইউনূস

ভাইরাল/১

ছত্তিশগড়ের সারাগোন্ডি গ্রামের এক মহিলা ২০ বছর ধরে একটি অশ্বত্থ গাছকে বড় করেছিলেন। কয়েকজন সেই গাছ কেটে ফেলে। গাছের গোড়ায় দাঁড়িয়ে অঝোরে কাঁদছিলেন ওই মহিলা। আবেগঘন মুহূর্তের ভিডিও ভাইরাল। সমাজমাধ্যমে ঝড়।

ভাইরাল/২

হৃদরোগে আক্রান্ত এক পুলিশকর্মীর মৃত্যুর মর্মান্তিক ভিডিও ভাইরাল। দিল্লির তিস হাজারি আদালতে ডিউটিতে ছিলেন এএসআই রাজেশ কুমার। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। সহকর্মীরা দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে গেলেও বাঁচানো যায়নি তাঁকে।

জনমন জনমত

কণিকার জন্মদিনে সুরভরা শ্রদ্ধার্ঘ্য

বলা হয়, কেউ কেউ মানুষ হয়ে জন্মান না, তাঁরা সুর হয়ে পৃথিবীতে আসেন। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তেমনই এক সুর, যিনি সোনামুখীর মাটিতে জন্ম নিয়েছিলেন, অথচ তাঁর কণ্ঠের দীপ্তি ছড়িয়ে গিয়েছিল সমগ্র বাংলার আকাশে, এমনকি সময়ের সীমানা ছাপিয়ে আজও বয়ে চলে মৃদুমন্দ সুরে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাম দিয়েছিলেন কণিকা - ছোট অথচ অনন্ত। যেমন তাঁর কণ্ঠে একেকটি স্বর, একেকটি উচ্চারণ - ছোট অথচ মহাজাগতিক। শান্তিনিকেতনের ধূলিমাখা উঠোনে, শাল গাছের ছায়ায় বসে যখন তিনি গান ধরতেন, 'আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে' - তখন যেন মনে হত পৃথিবীর সব যন্ত্রণা, ক্লান্তি, অভিমান গলে গিয়ে মিশে যাচ্ছে এক নিঃশব্দ শান্তিতে। কণিকার গান শুধু সংগীত ছিল না, তা ছিল এক উপাসনা, এক ধ্যান।

১২ অক্টোবর ছিল তাঁর জন্মদিন। তাঁকে স্মরণ করা শুধু শিল্পী হিসেবে নয়, এক যুগের অনুভূতি হিসেবে। তিনি না থাকলেও তাঁর গান এখনও আমাদের সকালকে স্নিগ্ধ করে, বিকেলকে মেঘলা করে দেয়, আর রাত্রিকে পরিণত করে অদ্ভুত নিঃসঙ্গতায়, যেখানে শুধু বাজে - 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে।'

কণিকার জন্মদিন মানে তাই কোনও তারিখ নয়, বরং এক চিরন্তন সুরের পুনর্জন্ম - যে সুরে আজও বেঁচে আছে বাঙালির হৃদয়, আর যার প্রতিটি নিঃশ্বাসে এখনও শোনা যায় শান্তিনিকেতনের আকাশে ভেসে আসা মৃদু ডাক - 'আমার হিয়া যারে খোঁজে...'

শমিত বিশ্বাস
সূর্য সেন কলোনি, শিলিগুড়ি।

বাংলা দলে অভাব বাঙালি ক্রিকেটারের

সম্প্রতি রনজি ট্রফির প্রথম দুই ম্যাচের জন্য ১৭ সদস্যের বাংলা দল ঘোষণার পর রাজ্যের ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে তীব্র আলোড়ন দেখা দিয়েছে। কারণ, নামেই এটি 'বাংলা দল' হলেও বাস্তবে এই দলে স্থানীয় বাঙালি ক্রিকেটারের সংখ্যা উদ্বেগজনক হারে কমছে। ১৭ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ৬ জন বাঙালি। অর্থাৎ অধিকাংশই বহিরাগত খেলোয়াড়। অথচ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় অসংখ্য ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে শত শত বাঙালি তরুণ প্রতিদিন কঠোর অনুশীলনে মগ্ন থাকেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই রাজ্য বা জেলা স্তরে অসাধারণ পারফর্ম করলেও রাজ্যের মূল রনজি দলে সুযোগ পাচ্ছেন না।

প্রশ্ন উঠছে, যদি বাংলার ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনই (সিএবি) বাঙালি প্রতিভাদের উপেক্ষা করে, তাহলে ভবিষ্যতে জাতীয় দলে নতুন বাঙালি মুখ দেখা যাবে কীভাবে? রনজি ট্রফিতে বাংলার পারফরমেন্সও বিগত কয়েক বছরে খুব একটা উজ্জ্বল নয়। তাই স্থানীয় ছেলেদের সুযোগ দিয়ে তাঁদের অভিজ্ঞতা বাড়ানোই একমাত্র উপায়। ঘরের প্রতিভা বিকশিত না হলে রাজ্যের ক্রিকেট কখনও এগোবে না। আমাদের অনুরোধ, সিএবি যেন রাজ্যের ছেলেদের অগ্রাধিকার দেয়, স্থানীয় প্রতিভাদের বিকাশের সুযোগ করে দেয়।

অলোক দাস
ক্রান্তিহাট, জলপাইগুড়ি।

ত্রাণ পৌঁছাক প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের হাতে

সম্প্রতি প্রাকৃতিক দুর্যোগে উত্তরবঙ্গে অনেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। সাহায্য ছাড়া তাঁরা ঘুরে দাঁড়াতে পারবেন না।

রূপন সরকার

তরাই-ডুয়ার্স বিপন্ন, ক্ষতির পরিমাণ এখনও পর্যন্ত সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়নি। শুধু কিছু মানুষের মৃত্যুর সংখ্যা সামনে উঠে এসেছে। সেই তথ্যও কতটা সত্য তা নিয়েও ধোঁয়াশা আছে। ইতিমধ্যেই বিপর্যয়ের চুলচেরা বিশ্লেষণ শুরু হয়েছে। আমার ব্যক্তিগত কিছু পর্যবেক্ষণ রয়েছে।

যার মধ্যে অন্যতম সিকিম সহ পার্বত্য এলাকায় মাকড়সার জালের মতো ড্যাম তৈরি করা, যা নদীর স্বাভাবিক গতিপথকে অবরুদ্ধ করেছে নানাভাবে। নদীর জলধারা নিজের ছন্দে বইতে পারছে না। দ্বিতীয়ত, অপরিকল্পিত নির্মাণ। হোটেল, আবাসন, হোমস্টে, রেস্তোরাঁ সব মিলিয়ে এক বিরাট নির্মাণ, যা কতটা পরিবেশবান্ধব তা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। এই নির্মাণের একটা অংশ আবার নদীবক্ষে তৈরি হয়েছে। এর ফলে নদীর গতিপথকে স্বাভাবিকভাবেই সংকীর্ণ করে তুলে বিপদ ডেকে আনা হয়েছে।

তৃতীয়ত, পাহাড়ে সুড়ঙ্গ করে রেলপথ তৈরির জন্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তি বা যন্ত্রের ব্যবহার করা। যার ফলস্বরূপ পাহাড় ভেতর থেকে ভঙ্গুর হয়ে যাবার সম্ভাবনা থেকেই যায়, যা অতিরিক্ত বৃষ্টির চাপ সামলাতে না পেরে ধসে পরিণত হয়ে নদীর জলের সঙ্গে মিশে গিয়ে বিপর্যয়ের পরিমাণ কয়েকগুণ বৃদ্ধি করেছে। চতুর্থত, মাত্রাতিরিক্ত প্লাস্টিকের ব্যবহার এক ভয়ংকর আকার ধারণ করেছে, যা এই বিপর্যয়কে শক্তিশালী করেছে। পঞ্চমত, এক নির্দিষ্ট সময়কালে অতিরিক্ত বৃষ্টি। সবশেষে গাছ কাটা, নদীতে ভেসে আসা গাছের দৃশ্য জনপ্রিয় পুষ্পা চলচ্চিত্রের দৃশ্যকেও হার মানিয়ে দেয়। এই সমস্ত কারণের সম্মিলিত ফল হল সাম্প্রতিককালের ভয়ংকর বিপর্যয়।

এই বিপর্যয় সবচেয়ে তীব্র আকার ধারণ করেছে জলঢাকা, ডায়না নদীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে। এরপরেই তোর্ষা নদীর অববাহিকায়। তৃতীয় স্থানে রয়েছে তিস্তা এবং চতুর্থ স্থানে মহানন্দা, রায়ডাক, কালজানির মতো নদী। জয়ন্তী, ডিমা নদীর অববাহিকা মোটামুটি সুরক্ষিত থাকতে পেরেছে। এই সমস্ত নদীর গতিপথের দুই পাড়কে প্লাবিত করেছে, কোথাও কোথাও ধ্বংসলীলা চালিয়েছে।

এই ধ্বংসের করুণ চিত্র উঠে এসেছে সামাজিক মাধ্যম ও গণমাধ্যমে। নদী অববাহিকায় অবস্থিত একের পর এক গ্রাম ভেসে গিয়েছে। বাস্তুহারা হয়েছেন বহু মানুষ, গবাদিপশু, বন্যপ্রাণী। নষ্ট হয়েছে বহু চাষের জমি। জীবনহানি হয়েছে মানুষের। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বহু কৃষক। এই ক্ষতিগ্রস্ত মানুষগুলোর অধিকাংশই একেবারে দরিদ্র শ্রেণির। যাদের বলা যায় দিন আনে দিন খায়, অন্তত ডুয়ার্সের ক্ষেত্রে একথা প্রায় ১০০ শতাংশ সত্য। এই অংশের মানুষের ঘরের সন্তানদের বইপত্র পর্যন্ত ভেসে গিয়েছে। সম্প্রতি ময়নাগুড়ি অঞ্চলের একটি বাচ্চা মেয়ের বই ভেসে যাওয়াতে কান্না দেখে সবাই বিচলিত। যে যুগে বইকে মানুষ দূরে সরিয়ে রাখতে চাইছে সেখানে ওইটুকু বাচ্চা মেয়ে বলছে 'আমার খাওয়াদাওয়া, বাড়িঘর কিচ্ছু চাই না, আমার বই চাই।

এখন প্রশ্ন এই মানুষগুলো আদৌও ঘুরে দাঁড়াতে পারবে তো? যদিও বন্যার জল নেমে যাওয়ার পরপরই মানুষ ত্রাণকার্যে নেমে পড়েছে। নানা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, পেশাগত সংগঠন, রাজনৈতিক দল, তাদের গণসংগঠন সকলে সাধ্যমতো ত্রাণ পৌঁছে দিচ্ছেন। কিছু অপ্রত্যাশিত, উসকানিমূলক, রাজনৈতিক তর্জা বাদ দিলে ভূপেন হাজারিকার সেই গানটিই গলায় ভেসে আসছে বারে বারে, 'মানুষ মানুষের জন্য, জীবন জীবনের জন্য।' তবে ত্রাণের সামগ্রী তাৎক্ষণিক সংকট মেটাতে সক্ষম হলেও ঘুরে দাঁড়াতে গেলে পর্যাপ্ত সরকারি সাহায্য প্রয়োজন। ঘরবাড়ি, পোশাক-আশাক, বিছানাপত্র, বাসনকোসন, বইপত্র, কৃষির সরঞ্জাম সবই তো ভেসে গিয়েছে। সরাসরি সরকারি সাহায্য ছাড়া এই ক্ষতি সামলানো সম্ভব নয় সাধারণ মানুষের। আশা করছি, দ্রুত এনিয়ে ত্রাণ বিলি করা হবে। এই টাকা যদি নীচুতলায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার মানুষের কাছে পৌঁছায় তাহলেই একমাত্র এই সংকট কাটিয়ে ওঠা সম্ভব, না হলে এই যন্ত্রণা বাড়তেই থাকবে।

(লেখক অধ্যাপক। জলপাইগুড়ির বাসিন্দা।)

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৬৪

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। এটা খেলে গুণ গাইতে হয় ৪। ঈশ্বরের দূত ৫। যে মাসে বাঘ কাবু হয় ৭। এই দেবতারও বীণা আছে ৮। অশ্লীল বা নোংরা আচরণ ৯। হত্যা করার বাসনা ১১। যাকে পালন করা হয়েছে ১৩। হিন্দুস্তানি শাস্ত্রীয় সংগীতের রাগ ১৪। গৃহপালিত প্রাণী বিড়াল ১৫। একা নয়, দলবেঁধে।

উপর-নীচ : ১। তির ছোড়ার আগে যা ঠিক করে নিতে হয় ২। যে রাজ্য অপরকে কর দেয় ৩। আগুনের আঁচে পোড়ানো ৬। যে শ্রমিক কাঁচা বাড়ি তৈরি করেন ৯। প্যাঁচালো মিষ্টি ১০। পরিচিত গৃহপালিত প্রাণী তরল অবস্থায় থাকে ১১। একটি ধাতুর নাম ১২। যে পাত্রে থাকে সেই পাত্রের আকার নেয়।

সমাধান ■ ৪২৬৩

পাশাপাশি : ১। সওয়াল ৩। হতাশ ৫। রক্তোৎপল ৭। রসুন ৯। পাতাল ১১। চলনসই ১৪। নামতা ১৫। নমস্কার।

উপর-নীচ : ১। সরোবর ২। লঙ্গর ৩। হঠাৎ ৪। শলল ৬। পড়তা ৮। সুবল ১০। লম্বোদর ১১। চন্দনা ১২। নম্রতা ১৩। ইন্ধন।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

বিজেপি-জেডিইউ আসন সমান সমান

নয়াদিল্লি ও পাটনা, ১২ অক্টোবর: আসনবণ্টন নিয়ে অবশেষে জট কাটল শাসক এনডিএ-তে। রাজ্যের মোট ২৪৩টি আসনের মধ্যে বিজেপি এবং জেডিইউ লড়বে ১০১টি করে আসনে। বাকি আসনগুলির মধ্যে চিরাগ পাসোয়ানের এলজেপি (রামবিলাস)-কে ২৯টি, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জিতনরাম মাঝির হাম (এস) এবং উপেন্দ্র কুশওয়াহার আরএলএমকে ৬টি করে আসন ছাড়া হয়েছে। রবিবার জেডিইউয়ের সর্বভারতীয় কার্যনির্বাহী সভাপতি সঞ্জয়কুমার ঝা এক্স হ্যান্ডেলে এনডিএ-র আসনরফা চূড়ান্ত হওয়ার খবর জানান।

তিনি বলেন, 'আমরা এনডিএ-র শরিকরা সৌহার্দ্যপূর্ণ বাতাবরণে আসনবণ্টন ইস্যুটির নিষ্পত্তি করেছি। এনডিএ-র সমস্ত নেতাকর্মী আনন্দের সঙ্গে এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং নীতীশ কুমারকে আরও একবার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী করার জন্য আমরা ঐক্যবদ্ধ।'

এখনও ধোঁয়াশা মহাজোটে

এনডিএ-তে আসনরফা চূড়ান্ত হয়ে গেলেও বিরোধী মহাজোট এখনও আসনবণ্টনের ব্যাপারে ধোঁয়াশায় রয়েছে। সূত্রের খবর, কয়েকটি আসন নিয়ে জটিলতার কারণেই থমকে রয়েছে আসনরফা সংক্রান্ত ঘোষণা। তবে আরজেডি, কংগ্রেস উভয় শিবিরেরই দাবি, আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই মহাজোটের আসনরফা চূড়ান্ত হয়ে যাবে। তা হয়ে গেলেই এই সপ্তাহে প্রার্থীতালিকা ও যৌথ নির্বাচনি ইস্তাহার ঘোষণা করা হতে পারে। সোমবার আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদব এবং তাঁর ছেলে তেজস্বীর সঙ্গে কংগ্রেস হাইকমান্ডের একটি বৈঠক হতে পারে। দলের নেতা জয়রাম রমেশ বলেন, 'কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে গত দু-দিন ধরে বিহারের সমস্ত জোটশরিকের সঙ্গে কথা বলছেন। কয়েকটি আসনে যেখানে কংগ্রেস এবং শরিক দলগুলি মনে করে তারা মজবুত সেই আসনগুলির প্রার্থী ঠিক করা নিয়ে চূড়ান্ত আলোচনা চলছে।'

বেশ কিছুদিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল, বিজেপি এবং জেডিইউ সমসংখ্যক আসনে লড়তে পারে। কিন্তু সেই সংখ্যা ১০১-এ নেমে যাওয়া তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। ২০২০ সালে নীতীশের দল লড়েছিল ১১৫টি আসনে। বিজেপি লড়েছিল ১১০টি আসনে। সেখান থেকে নেমে আসার নেপথ্যে চিরাগ পাসোয়ানের বিদ্রোহ প্রশমনের বিষয়টি কাজ করেছে বলে মনে করা হচ্ছে। চিরাগ আগাগোড়া বেশি আসনের দাবি তুলেছিলেন। একই দাবি শোনা গিয়েছিল জিতনরাম মাঝি এবং উপেন্দ্র কুশওয়াহার মুখেও। বিশ্লেষকরা মনে করছেন, গতবার নীতীশ নেতৃত্ব দিলেও জেডিইউয়ের স্ট্রাইক রেট কমে গিয়েছিল। জেডিইউ ১১৫টি আসনে লড়েও মাত্র ৪৩টি আসন জিতেছিল। স্ট্রাইক রেট ছিল মাত্র ৩৮ শতাংশ। অপরদিকে বিজেপি ৭৪টি আসন জিতলেও স্ট্রাইক রেট ছিল ৬৮ শতাংশ। তবে আসনসংখ্যা যাই হোক, জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী। বিজেপি নেতা ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেন, 'বিহার আরও একবার এনডিএ সরকার গড়তে প্রস্তুত।'

জোট এনডিএ'র

- ২৪৩টি আসনের মধ্যে বিজেপি এবং জেডিইউ লড়বে ১০১টি করে আসনে
- বাকি আসনগুলির মধ্যে এলজেপি (রামবিলাস)-কে ২৯টি, জিতনরাম মাঝির হাম (এস) এবং উপেন্দ্র কুশওয়াহার আরএলএমকে ৬টি করে আসন ছাড়া হয়েছে
- জেডিইউয়ের সর্বভারতীয় কার্যনির্বাহী সভাপতি সঞ্জয়কুমার ঝা আসনরফা চূড়ান্ত হওয়ার খবর জানান

পালটা ১৯টি সীমান্ত চৌকি দখলের দাবি

তালিবানের হামলায় হত ৫৮ পাক সেনা

কান্দাহার প্রদেশের জিরো পয়েন্ট সীমান্তে আফগান সেনা। রবিবার।

কাবুল, ১২ অক্টোবর : আফগানিস্তানে পাক হামলার জবাব দিল তালিবান। শনিবার রাতে পাকিস্তান সীমান্তে তালিবান নিয়ন্ত্রিত আফগান বাহিনীর আক্রমণে কমপক্ষে ৫৮ জন পাকিস্তানি সেনার মৃত্যু হয়েছে। শুধু আফগানিস্তানের হেলমন্দ প্রদেশ সংলগ্ন এলাকায় তালিবানের সঙ্গে সংঘর্ষে ১৫ জন পাক সেনা প্রাণ হারিয়েছে। সেখানে পাকিস্তানের বাহিনীর ৩টি ঘাঁটির দখল নিয়েছে তালিবান। হেলমন্দ, কান্দাহর, জাবুল, পাকতিকা, পাকতিয়া, খোস্ত, নানগাহর এবং কুনার প্রদেশে অবস্থিত আফগান তালিবানবাহিনীকে পাকিস্তানে হামলা চালানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।

রবিবার আফগান সরকারের মুখপাত্র জাবিউল্লা মুজাহিদ একথা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'কাবুল সহ আফগানিস্তানের বিভিন্ন এলাকায় পাকিস্তানের সাম্প্রতিক বিমান হামলার জবাব দিয়েছে আমাদের সেনাবাহিনী। সীমান্তের কয়েকটি জায়গায় এখনও সংঘর্ষ চলছে।' আফগান প্রতিরক্ষামন্ত্রকের মুখপাত্র এনায়েত খোয়ারিজম বলেন, 'আমাদের মাঝরাতে শুরু হওয়া অভিযান সফল হয়েছে। শত্রুরা যদি আবার আমাদের সীমান্ত টপকানোর চেষ্টা করে তাহলে কড়া জবাব দেওয়া হবে। আমাদের বাহিনী যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য তৈরি রয়েছে।'

আফগানিস্তানের হেলমন্দ প্রাদেশিক সরকারের মুখপাত্র মৌলবি মহম্মদ কাসিম রিয়াজ জানিয়েছেন, পাকিস্তানের সীমান্ত ঘাঁটিগুলি দখলের পর প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করেছে আফগান ফৌজ। পাক সেনার পালটা দাবি, রাতভর সংঘর্ষ চলার পর তালিবানের ১৯টি সীমান্ত চৌকির দখল নিয়েছে তারা। সেনা সূত্র উদ্ধৃত করে রেডিও পাকিস্তানে প্রচারিত খবর অনুযায়ী, তালিবানের মানোজবা ক্যাম্প, জানদুস ক্যাম্প, তুর্কমেনজাই ক্যাম্প ধ্বংস করা হয়েছে। খরচা দুর্গে ঘাঁটি গেড়ে থাকা তালিবদের নিশ্চিহ্ন করেছে পাকিস্তানের বাহিনী। তাদের হামলায় বেশ কয়েকজন তালিবের মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি করা হলেও কোনও সংখ্যা প্রকাশ করা হয়নি। প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের হুঁশিয়ারি, 'পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হামলার কঠোরতম জবাব দেওয়া হবে।'

আফগানিস্তানে গণতান্ত্রিক সরকারকে সরিয়ে তালিবানের ক্ষমতায় আসার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল পাকিস্তানের। কিন্তু তালিবান সরকারের আমলেই কাবুল ও ইসলামাবাদের সম্পর্কে নজিরবিহীন ফাটল ধরেছে। পাকিস্তানে সক্রিয় তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি) জঙ্গিদের নাশকতামূলক কাজকর্মে আফগান তালিবান মদত দিচ্ছে বলে অভিযোগ ইসলামাবাদের। টিটিপি ঘাঁটি ধ্বংসের নামে গত কয়েক সপ্তাহে আফগানিস্তানে একাধিক বিমান ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে পাকসেনা। এবার তার জবাব দিয়েছে আফগান তালিবান। ঘটনাচক্রে যে সময় তালিবান সরকারের বিদেশমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি দিল্লিতে রয়েছেন।

একনজরে

- আফগানিস্তানের ৮ প্রদেশ থেকে একসঙ্গে হামলা পাক ভূখণ্ডে
- পাক সেনার ৩ ঘাঁটি দখল তালিবানের
- তালিবানের ১৯ সীমান্ত চৌকি দখলের দাবি পাকের
- দু'পক্ষের বেশ কয়েকজন হতাহত

পদ্ধতিগত ত্রুটিতে ডাক পাননি মহিলারা

সমালোচনার মুখে মুত্তাকির সাফাই

আফগান বিদেশমন্ত্রীর সাংবাদিক বৈঠকে মহিলারাও। রবিবার।

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর : এ যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ার অবস্থা। চাণক্যপুরীতে আফগান দূতাবাসে তালিবান বিদেশমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকির সাংবাদিক বৈঠকে মহিলাদের প্রবেশাধিকার না থাকায় বিতর্কের ঝড় উঠেছিল। প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা, রাহুল গান্ধি, মহুয়া মৈত্ররা তালিবানের পাশাপাশি কেন্দ্রকেও নিশানা করেছিল। সেই বিতর্কের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ছবিটা বদলে দিলেন তালিবান বিদেশমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি। রবিবার ফের একটি সাংবাদিক বৈঠক ডাকেন তিনি। কিন্তু পার্থক্য একটাই। এবার আর আগেরবারের মতো মহিলা সাংবাদিকদের ব্রাত্য রাখা হয়নি। বরং ড্যামেজ কন্ট্রোলে নেমে মহিলা সাংবাদিকদেরও এদিন সাংবাদিক বৈঠকে শামিল করা হয়।

তাঁদের সামনে শুক্রবারের ঘটনা প্রসঙ্গে সাফাইও দেন মুত্তাকি। তিনি বলেন, 'ওই ঘটনাটি মোটেও ইচ্ছাকৃত ছিল না। বরং কিছু টেকনিক্যাল কারণেই ওই ঘটনাটি ঘটে।' আফগান বিদেশমন্ত্রীর দাবি, 'স্বল্প সময়ের নোটিশে ওই সাংবাদিক বৈঠকটি ডাকা হয়েছিল। সাংবাদিকদের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা তার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। আমাদের সহকর্মীরা নির্দিষ্ট কয়েকজন সাংবাদিককে আমন্ত্রণ জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এর নেপথ্যে আর কোনও উদ্দেশ্য ছিল না।' আফগানিস্তানের তালিবান সরকার নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাসী নয় বলে যে অভিযোগ বারবার উঠেছে, তাও খারিজ করে দিয়েছেন মুত্তাকি। তিনি বলেন, 'আমাদের কাছে সময় খুবই সংক্ষিপ্ত। তাই আমরা হাতেগোনা কয়েকজন সাংবাদিককে ডেকেছিলাম। পুরুষ হোন বা মহিলা, কারও অধিকারই খর্ব করা হয়নি।'

এর আগে তালিবান হেড অফ পলিটিক্যাল অফিস সুহেল শাহিন জানিয়েছিলেন, তাঁদের দেশেও মহিলা সাংবাদিক রয়েছেন। যা ঘটেছে তা অনিচ্ছাকৃত। মুত্তাকি নিজেও মহিলা সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন কাবুলের অফিসে। এক্ষেত্রে কোনও বাধা নেই। শনিবার কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছিল, আফগান দূতাবাসে যা ঘটেছে তাতে কেন্দ্রের কোনও ভূমিকা নেই। এদিন অবশ্য মহিলা সাংবাদিকদের সামনে ভারত সফরে এসে কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের সঙ্গে ভারত-আফগানিস্তান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নতি করার ব্যাপারে যে আলোচনা হয়েছে, সেই ব্যাপারে মুখ খোলেন মুত্তাকি।

আফগান মহিলাদের শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর সাফ কথা, 'আমরা শিক্ষার বিরোধী নই। শিক্ষা হারাম নয়। আফগানিস্তানের বিভিন্ন প্রান্তে মহিলারা পড়াশোনা করছেন। কয়েকটি নির্দিষ্ট এলাকায় শুধু নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।' ২০২১ সালে আফগানিস্তানে ভারতীয় চিত্রসাংবাদিক দানিশ সিদ্দিকীর হত্যা প্রসঙ্গে এদিন তিনি বলেন, 'আমরা সমস্ত জীবনহানির জন্যই দুঃখিত। আমাদের চার বছরের জমানায় একজন সাংবাদিকের গায়েও আঁচড় লাগেনি।' এদিনও পাকিস্তানকে প্রচ্ছন্ন হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।

> ঘটনাটি মোটেও ইচ্ছাকৃত ছিল না। বরং কিছু টেকনিক্যাল কারণেই ওই ঘটনাটি ঘটে। এর নেপথ্যে আর কোনও উদ্দেশ্য ছিল না।
>
> **আমির খান মুত্তাকি**

গাজা সম্মেলনে মোদিকে ডাক

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর : মিশরের শার্ম আল শেখে শুরু হচ্ছে গাজা শান্তি সম্মেলন। বিশ্বের প্রথমসারির রাষ্ট্রনেতারা সম্মেলনে হাজির থাকবেন। সভাপতিত্ব করবেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং মিশরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফত্তাহ আল সিসি। সেই সম্মেলনে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে। বিদেশমন্ত্রক সূত্রে খবর, প্রধানমন্ত্রী সম্ভবত সম্মেলনে যাবেন না। তাঁর পরিবর্তে গাজা শান্তি সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবেন বিদেশ প্রতিমন্ত্রী কীর্তিবর্ধন সিং। তবে ২০টির বেশি দেশ এবং আন্তর্জাতিক সংগঠনের শীর্ষনেতারা উপস্থিত থাকবেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব, ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী, ইতালির প্রধানমন্ত্রী, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট প্রমুখরা।

আমেরিকাকে জবাব চিনের

বেজিং, ১২ অক্টোবর : আমেরিকায় চিনা পণ্যের ওপর ১০০ শতাংশ শুল্ক চাপানোর কথা ঘোষণা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। রবিবার তাঁকে 'জবাব' দিয়েছে চিন। সেদেশের বিদেশমন্ত্রক এক বিবৃতিতে বলেছে, 'আমেরিকার এই সিদ্ধান্ত চিনের স্বার্থকে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। এর ফলে দু-দেশের বাণিজ্যিক তথা আর্থিক বিষয়ে চলা আলোচনার পরিবেশ নষ্ট হবে। দ্বিচারিতার আদর্শ উদাহরণ হল আমেরিকা। ওদের সঙ্গে কোনও ধরনের সংঘাতে জড়ানোর পরিকল্পনা চিনের নেই। কিন্তু এটা ভাবলেও ভুল হবে যে চিন যুদ্ধকে ভয় পায়।'

অস্কারজয়ী অভিনেত্রী প্রয়াত

ক্যালিফোর্নিয়া, ১২ অক্টোবর : প্রয়াত হলিউড কিংবদন্তি ডায়ান কিটন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। তাঁর পরিবারের তরফে মৃত্যুর কারণ নিয়ে গোপনীয়তা বজায় রাখা হয়েছে। জানা গিয়েছে, শনিবার ক্যালিফোর্নিয়ার বাড়িতে জ্ঞান হারান ডায়ান। জরুরি ফোন পেয়ে অভিনেত্রীর বাড়ি যান দমকল কর্মীরা। হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। মায়ের 'কিটন' পদবি ব্যবহার করে শুরু হয় তাঁর অভিনয় জীবন। 'অ্যানি হল' এবং 'দ্য গডফাদার' ছবিতে অসাধারণ অভিনয়ের জন্য নজর কেড়েছিলেন ডায়ান। অ্যানি হল ছবিতে অভিনয়ের জন্য সেরা অভিনেত্রী হিসাবে পান অস্কার।

কাজের শেষে ঘরে ফেরা... রবিবার কাশ্মীর উপত্যকার বুদগামে।

'ভুয়ো খবরই ভারতের বিশেষত্ব'

ঢাকা, ১২ অক্টোবর : বাংলাদেশে হিন্দু সংখ্যালঘুদের ওপর নিপীড়নের অভিযোগ ফের খারিজ করে দিলেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। নয়াদিল্লির বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে তাঁর অভিযোগ, এই ধরনের ভুয়ো খবর ছড়ানোয় বিশেষত্ব রয়েছে ভারতের। প্রধান উপদেষ্টার দাবি, বাংলাদেশে হিন্দু বিদ্বেষের কোনও অস্তিত্ব নেই। ইউনূস বলেন, 'হিন্দু নির্যাতনের অভিযোগগুলি ভুয়ো খবর ছাড়া আর কিছুই নয়। এই ধরনের খবর ছড়ানো এখন ভারতের অন্যতম বিশেষত্ব। বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ঘটলেও, সেগুলিকে অতিরঞ্জিত করা হচ্ছে এবং এগুলির পিছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে।' তবে দেশের সব নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তাঁর সরকার বদ্ধপরিকর বলে আশ্বাস দিয়েছেন ইউনূস।

শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশে গত এক বছরে হিন্দু সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার অভিযোগের পরিমাণ বেড়েছে। এই নিয়ে ভারত তো বটেই, আন্তর্জাতিক স্তরেও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু ইউনূস সেই উদ্বেগ খারিজ করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'জমিজমা নিয়ে প্রতিবেশীর মধ্যে মামুলি অশান্তি রয়েছে। সেগুলিকে সাম্প্রদায়িক রং দেওয়া উচিত নয়।' চিন্ময় প্রভুর গ্রেপ্তারির পাশাপাশি একাধিক হিন্দু মন্দিরে হামলার ঘটনা, জানমালের ওপর আক্রমণের ঘটনাও ঘটেছে। গত নভেম্বরে প্রায় ৩০ হাজার হিন্দু সংখ্যালঘু ঢাকার রাজপথে মিছিল করেছিলেন। ইউনূস বলেন, 'বাংলাদেশের হিন্দুদের উচিত, তাঁরা যেন নিজেদের বাংলাদেশি নাগরিক হিসেবে ভাবেন। শুধু হিন্দু বলে যেন না ভাবেন। তাহলে তাঁরা আর নিজেদের কোণঠাসা বলে ভাববেন না।'

হিন্দু নিপীড়ন নিয়ে তোপ ইউনূসের

আগেই ফাঁস মারিয়ার নাম, মন্তব্য কমিটির

স্টকহোম, ১২ অক্টোবর : নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য ভেনেজুয়েলার বিরোধী নেত্রী মারিয়া কোরিনা মাচাদোর নাম সরকারিভাবে জানানোর আগেই তা হয়তো ফাঁস হয়ে গিয়েছিল বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছে নোবেল কমিটি। শুক্রবার সুইডেনের স্থানীয় সময় বেলা ১০টায় মারিয়ার নাম ঘোষণা করেছিলেন নোবেল কমিটির চেয়ারম্যান জর্গেন ওয়াটনে ফ্রিডনেস। কিন্তু বৃহস্পতিবার রাত থেকে অনলাইন বেটিং সাইটে মাঝরাতের মধ্যে মারিয়ার জেতার পক্ষে বাজি ধরার হার ৭৩ শতাংশে পৌঁছোয়। অথচ তার আগে পর্যন্ত সম্ভাব্য নোবেল জয়ী হিসাবে মারিয়া ছিলেন না। নোবেল কমিটির সেক্রেটারি ক্রিশ্চিয়ান হারপিকেন বলেন, 'এখানে গুপ্তচর থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখবে নোবেল ইনস্টিটিউট।' প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও আঁটোসাঁটো করার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

ব্রাহ্মণের পা ধোয়া জল পান

ভোপাল, ১২ অক্টোবর : ফের জাতবৈষম্যের লজ্জাজনক ঘটনা ঘটল বিজেপিশাসিত একটি রাজ্যে। এবার ঘটনাস্থল মধ্যপ্রদেশের দামোহে। এক ব্রাহ্মণকে অপমান করার শাস্তি হিসেবে জোর করে তাঁর পা ধোয়া জল পান করানো হল ওবিসি সম্প্রদায়ের এক তরুণকে। এই ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হতেই দেশজুড়ে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। দামোহের সাতারিয়া গ্রামে মদ নিষিদ্ধ করা নিয়ে বিবাদ শুরু হয়। নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও অন্নু পান্ডে মদ বিক্রি করছিলেন। গ্রামবাসীরা তাঁকে জনসমক্ষে এর জন্য ক্ষমা চাইতে বাধ্য করে এবং ২১০০ টাকা জরিমানা দিতেও বলে। কিন্তু পুরুষোত্তম কুশওয়াহা নামে এক ওবিসি তরুণ এআই দিয়ে একটি ছবি পোস্ট করে। তাতে অন্নু পান্ডের গলায় জুতোর মালা পরানো ছিল। বিষয়টি দেখে ক্ষুব্ধ হয় ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মানুষজন। তাঁরা তখন অন্নুর পা ধুতে বাধ্য করে পুরুষোত্তমকে এবং গ্রামবাসীদের সামনে সেই পা ধোয়া জল পান করতে বাধ্য করেন। ৫১০০ টাকা জরিমানাও করা হয় তাঁকে। সেইসঙ্গে ব্রাহ্মণদের কাছে ক্ষমা চাইতেও বলা হয়। পুলিশ এই ঘটনায় ইতিমধ্যে মামলা রুজু করেছে।

আফগান রাষ্ট্রদূতকে তলব

ইসলামাবাদ, ১২ অক্টোবর : আফগানিস্তানে ক্ষমতায় থাকা তালিবান সরকারের বিদেশমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকির ৬ দিনের ভারত সফরের মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ার কূটনীতি দ্রুত পটপরিবর্তন করছে। কাবুলে বিমান হামলার জবাবে শনিবার রাতে পাকিস্তানে বেনজির আক্রমণ চালিয়েছে আফগান তালিবান যোদ্ধারা। এদিকে রবিবার ইসলামাবাদে আফগান রাষ্ট্রদূতকে ডেকে পাঠিয়েছে পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রক। কারণ, মুত্তাকির সফরে ভারত-আফগানিস্তান যৌথ বিবৃতি। যেখানে জম্মু ও কাশ্মীরকে 'ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। নিন্দা জানানো হয়েছে পহলগামে পাক মদতপুষ্ট জঙ্গি হামলার। সন্ত্রাসবাদকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয় বলে জানিয়েছেন আফগান বিদেশমন্ত্রী মুত্তাকি। তা নিয়েও আপত্তি রয়েছে ইসলামাবাদের।

এইসব বিষয়ে সরকারিভাবে প্রতিবাদ জানাতেই আফগান দূতকে তলব করেছে শাহবাজ শরিফ সরকার। পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রক এক বিবৃতিতে বলেছে, 'জম্মু ও কাশ্মীরকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে উল্লেখ করা রাষ্ট্রসংঘের এই সংক্রান্ত প্রস্তাবের স্পষ্ট লঙ্ঘন।' প্রায় ৪০ লক্ষ আফগান শরণার্থীকে ৪ দশক ধরে পাকিস্তানে আশ্রয় দেওয়ার কথাও তালিবানকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে ইসলামাবাদ। তালিবান সরকার অবশ্য নিজেদের অবস্থানে অনড়। রবিবার পাকিস্তানের মদতপুষ্ট একাধিক জঙ্গিগোষ্ঠী আফগানিস্তানে নাশকতামূলক কাজকর্মে জড়িত বলে অভিযোগ করেছেন মুত্তাকি।

ব্লু স্টার নিয়ে বেসুরো চিদম্বরম

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর : অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরে খালিস্তানি জঙ্গিদের বিরুদ্ধে অপারেশন ব্লু স্টার ভুল পদক্ষেপ ছিল বলে মন্তব্য করলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র তথা অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম। তাঁর মতে, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধি নিজের জীবন দিয়ে সেই ভুলের মূল্য চুকিয়েছিলেন।

শনিবার হিমাচলপ্রদেশের কসৌলিতে খুশবন্ত সিং লিটারেচার ফেস্টিভালে সাংবাদিক হরিন্দর বাওয়েজার লেখা বই 'দে উইল শুট ইউ, ম্যাডাম' নিয়ে এক আলোচনাচক্রে যোগ দিয়েছিলেন চিদম্বরম। তিনি বলেন, অপারেশন ব্লু স্টারের জন্য শুধু ইন্দিরা গান্ধিকে দোষ দেওয়া যায় না। কারণ, ওই অভিযানটি সেনা, পুলিশ, গোয়েন্দা বিভাগ এবং আমলাদের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত মোতাবেক করা হয়েছিল। বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতার কথায়, 'এখানে উপস্থিত সেনা আধিকারিকদের অসম্মান না করেই বলছি, স্বর্ণমন্দির পুনরুদ্ধারের পদক্ষেপ (অপারেশন ব্লু স্টার) ভুল ছিল।' অপারেশন ব্ল্যাক থান্ডারের উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'তিন-চার বছর পর সেনাবাহিনীকে বাইরে রেখে আমরা স্বর্ণমন্দির পুনরুদ্ধারের সঠিক পন্থা দেখিয়েছিলাম। সমস্ত জঙ্গিকে ধরার একটি রাস্তা ছিল। ব্লু স্টার ভুল পথ ছিল। আমি মানছি, ওই ভুলের জন্য ইন্দিরা গান্ধিকে নিজের জীবন দিয়ে মূল্য চোকাতে হয়েছিল।'

চিদম্বরমের মন্তব্যের জেরে বিজেপির মুখপাত্র আর পি সিং বলেন, 'অপারেশন ব্লু স্টারের কোনও প্রয়োজন ছিল না। বরং তা ছিল ইন্দিরা গান্ধির নির্দেশে নেওয়া একটি রাজনৈতিক ভুল পদক্ষেপ।' চিদম্বরমের মতো অপারেশন ব্ল্যাক থান্ডারের উল্লেখ করেন তিনি। বিজেপি নেতা বলেন, 'সশস্ত্র বাহিনীকে পবিত্র স্থানে না ঢুকিয়েও চরমপন্থীদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করা যেত।' অপরদিকে কংগ্রেস নেতা রশিদ আলভি তাঁর সহকর্মীকেই নিশানা করেছেন। তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন, চিদম্বরমের বিরুদ্ধে বিচারাধীন ফৌজদারি মামলা থাকার কারণে তিনি চাপে আছেন এবং সম্ভবত সেই কারণেই তিনি বিজেপির সুরে কথা বলছেন। আলভির প্রশ্ন, '৫০ বছর পর চিদম্বরম কংগ্রেস এবং ইন্দিরা গান্ধিকে কেন আক্রমণ করতে বাধ্য হচ্ছেন?'

পদ্মের কটাক্ষ, অস্বস্তি কংগ্রেসের

ভারতে আক্রান্ত মুক্তচিন্তা রাহুল

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর : ফের বিদেশের মাটিতে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির মন্তব্যে অস্বস্তিতে শাসক বিজেপি। চিলি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের সঙ্গে আলাপচারিতার সময় রায়বেরেলির সাংসদের কাছে জানতে চাওয়া হয়, ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় কংগ্রেস কী পরিবর্তন আনতে চায়? জবাবে রাহুল বলেন, 'ভারতে বর্তমানে মুক্তচিন্তার ধারণা, বিজ্ঞানসম্মত, যুক্তিবাদী হওয়ার চিন্তাধারা ভয়ংকরভাবে আক্রান্ত হচ্ছে। আমরা এগুলিকেই রক্ষা করতে চাই।' দক্ষিণ আমেরিকা সফরে রাহুল গান্ধি যে আলোচনাসভায় যোগ দিয়েছিলেন, তার একটি ভিডিও কংগ্রেসের তরফে সমাজমাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর মন্তব্যে ক্ষুব্ধ বিজেপি। দলের আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য বলেন, 'রাহুল গান্ধি ভারতের বিরোধী দলনেতা ২৬ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ আমেরিকার জন্য রওনা দিয়েছিলেন। ১৫ দিনের বেশি হয়ে গেল। ওই সফরের মূল উদ্দেশ্য থেকে নজর ঘোরাতে কিছু ভিডিও পোস্ট করার পর সবকিছু চুপচাপ। রাহুল গান্ধি এখন ঠিক কোথায়? উনি দক্ষিণ আমেরিকায় কী করছেন? কেন এই গোপনীয়তা?' চিলি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি পেরুর একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের সঙ্গেও খোলা মনে আড্ডা দেন রাহুল।

নজির গড়লেন বনকর্তা সোনালি

প্রথম ভারতীয়র কেন্টন মিলার পুরস্কার জয়

গুয়াহাটি ও আবু ধাবি, ১২ অক্টোবর : দেশকে অভূতপূর্ব সম্মান এনে দিলেন অসমের কাজিরাঙা জাতীয় উদ্যান ও ব্যাঘ্র প্রকল্পের অধিকর্তা সোনালি ঘোষ। জাতীয় উদ্যান ও সংরক্ষিত এলাকায় পরিবেশগত স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য আন্তর্জাতিক সম্মান পেয়েছেন তিনি। সোনালি ঘোষ হলেন প্রথম ভারতীয় যিনি ওয়ার্ল্ড কমিশন অন প্রোটেকটেড এরিয়াস (ডব্লিউসিপিএ)-এর কেন্টন মিলার পুরস্কার জিতেছেন। শুক্রবার আবু ধাবিতে আয়োজিত ওয়ার্ল্ড কনজারভেশন কংগ্রেসে তাঁর হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। আর কেন্টন মিলারের নামাঙ্কিত এই পুরস্কারটি পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অন্যতম আন্তর্জাতিক সম্মান হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

সেনা পরিবারের সন্তান সোনালি ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিসের ২০০৩ ব্যাচের টপার ছিলেন। কর্মজীবনে তাঁর প্রধান দর্শন হল, উদ্ধার হওয়া প্রতিটি বন্যপ্রাণীর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা। তাঁর সাফল্যের তালিকায় রয়েছে মেঘলা চিতা শাবকের পুনর্বাসন। এই ব্যতিক্রমী সাফল্য তাঁকে আন্তর্জাতিক পরিচয় এনে দিয়েছে। বন বিভাগের পশু চিকিৎসা শাখার আধুনিকীকরণের ব্যাপারেও উদ্যোগ নিয়েছেন সোনালি। তাঁর সম্মান পাওয়ার খবরে ভারতের পশুপ্রেমীদের মধ্যে খুশির হাওয়া বইছে।

সোনালিকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে ইন্টারন্যাশনাল বিগ ক্যাট অ্যালায়েন্স (আইবিসিএ) সহ বিভিন্ন পশুপ্রেমী এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের সঙ্গে যুক্ত সংগঠন। এক্স পোস্টে আইবিসিএ-র তরফে লেখা হয়েছে, 'সংরক্ষিত অরণ্য ব্যবস্থাপনায় সোনালি ঘোষের অনবদ্য অবদানের জন্য আমরা গর্বিত। তাঁর এই সাফল্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ভারতের ধারাবাহিক উদ্যোগকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে স্বীকৃতি দিয়েছে।'

স্বপ্নপূরণের অঙ্গীকার

রবিবার ছিল বিশ্ব আরথ্রাইটিস দিবস। দিনটির উদ্দেশ্য রিউম্যাটিক অ্যান্ড মাসকিউলোস্কেলেটাল ডিজিজ (আরএমডি) সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো। বিশ্বজুড়ে কয়েক লক্ষ মানুষ এই রোগে আক্রান্ত। এবছরের থিম 'আপনার স্বপ্ন পূরণ করুন' (Achieve Your Dream)। অর্থাৎ আরথ্রাইটিস নিয়েও মানুষ স্বপ্ন দেখতে পারেন, আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারেন। শুধু প্রয়োজন যথাযথ যত্ন, সহযোগিতা এবং আক্রান্তদের বোঝার মানসিকতা। লিখেছেন এশিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইমিউনোলজি অ্যান্ড রিউমাটোলজির চিকিৎসক **অর্ঘ্য চট্টোপাধ্যায়**

শুধু জয়েন্টের ব্যথা নয়

প্রায়শই আরথ্রাইটিসকে একক রোগ বা বার্ধক্যের অনিবার্য অংশ বলে মনে করা হয়। কিন্তু বাস্তবে এটি ১০০টিরও বেশি বিভিন্ন রোগের একটি শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করে। এরমধ্যে রয়েছে রিউমাটয়েড আরথ্রাইটিস, অ্যানকাইলজিং স্পন্ডলাইটিস, লুপাস, গাউট, সোরিয়াটিক আরথ্রাইটিস এবং অস্টিওআরথ্রাইটিস। এই ধরনের সমস্যা সব বয়সের মানুষকে এমনকি বাচ্চা ও প্রাপ্তবয়স্কদেরও প্রভাবিত করতে পারে।

আর ওইসব রোগের কারণে জয়েন্টে ব্যথা, আড়ষ্টতার পাশাপাশি প্রভাব পড়ে কিডনি, ফুসফুস, ত্বক ও চোখের মতো গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গে। তাই দ্রুত রোগনির্ণয় করা এবং নিয়মিত ফলোআপ করানো জরুরি।

ভালো থাকার স্বপ্ন

এবছরের থিম 'আপনার স্বপ্ন পূরণ করুন'। অর্থাৎ আরথ্রাইটিস আছে বলেই নিজের আকাঙ্ক্ষাকে সীমিত করবেন না। বরং উন্নত আধুনিক চিকিৎসা, যেমন ডিজিজ-মডিফায়িং ড্রাগ, জৈব ওষুধ, ফিজিকাল থেরাপি এবং জীবনধারায় কিছু পরিবর্তনের মাধ্যমে একজন রোগী কার্যকরী ও পরিপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারেন।

এক্ষেত্রে স্বপ্ন হতে পারে কোনওরকম ব্যথা ছাড়াই হাঁটা, পুনরায় নাচ শুরু করা, কাজে ফেরা কিংবা নাতি-নাতনিদের সঙ্গে খেলা অথবা ম্যারাথনে দৌড়ানো বা দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা সত্ত্বেও ডাক্তার হওয়ার মতো উচ্চাকাঙ্ক্ষা। মূল উদ্দেশ্য হল অক্ষমতার বদলে ক্ষমতার দিকে, নির্ভরতার তুলনায় ক্ষমতায়নের প্রতি ফোকাস করা।

সাপোর্টিভ কমিউনিটি গড়ে তুলুন

আরথ্রাইটিস মোকাবিলায় ওষুধের থেকেও জরুরি যত্ন, যেখানে পরিবার, বন্ধু, সহকর্মীদের নিয়ে তৈরি একটি বিশাল কমিউনিটি থাকবে যারা রোগীর অবস্থা বুঝবে এবং তাঁর যাত্রাপথের সহায়ক হয়ে উঠবে। যেমন, পরিবারের সদস্যরা শরীরচর্চা করতে, জয়েন্টের যত্ন রাখতে এবং মানসিক স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখতে উৎসাহিত করতে পারেন। একইভাবে সহকর্মীরা কর্মক্ষেত্রে আরামদায়ক পরিবেশ এবং ফ্লেক্সিবল শিডিউলের মাধ্যমে সাহায্য করতে পারেন। এছাড়া স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং জন সচেতনতা রোগ মোকবিলায় অনেকখানি সহায়ক হতে পারে। এভাবেই আরথ্রাইটিসের রোগীরা তাঁদের স্বপ্ন ছুঁতে পারেন।

জয়েন্ট ভালো রাখতে

সক্রিয় থাকুন : হাঁটা, যোগা করা ও সাঁতার কাটা জয়েন্টগুলিকে নমনীয় রাখতে সাহায্য করে।

স্বাস্থ্যকর ওজন বজায় রাখুন : হাঁটু ও কোমরের ওপর থেকে চাপ কমান।

সুষম খাবার খান : খাদ্যতালিকায় যেন ক্যালসিয়াম, ভিটামিন-ডি, ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড এবং তাজা ফল ও সবজি থাকে।

প্রাথমিক চিকিৎসা করান : যদি জয়েন্টে ব্যথা বা সকালে ঘুম থেকে ওঠার সময় আড়ষ্টতা থাকে তাহলে রিউমাটোলজিস্টের পরামর্শ নিন। যেহেতু এই অবস্থা একসঙ্গে অনেকগুলি অঙ্গে প্রভাব ফেলে, তাই রিউমাটোলজিস্টের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

আমরা একসঙ্গে স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিতে পারি

বিশ্ব আরথ্রাইটিস দিবস শুধু সচেতনতা প্রচার করার দিন নয়, পদক্ষেপ করারও সময়। আসুন আমরা সবাই মিলে এমন এক পৃথিবী গড়ে তুলিযেখানে শুধু জয়েন্টের ব্যথা বা অক্ষমতার জন্য যেন কারও স্বপ্ন সীমিত না হয়ে পড়ে। বরং দ্রুত রোগনির্ণয়, যথাযথ চিকিৎসা এবং সম্মিলিত সহানুভূতির মাধ্যমে প্রত্যেক আরথ্রাইটিসের রোগী যেন সত্যিই তাঁদের স্বপ্ন পূরণ করতে পারেন।

পেডিয়াট্রিক ডেন্টিস্ট্রির গুরুত্ব

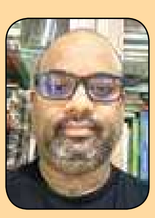

শিশুদের মুখগহ্বরের স্বাস্থ্য শুধু দাঁতের যত্ন নয়, এটি তাদের সামগ্রিক শারীরিক ও মানসিক বিকাশের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। পেডিয়াট্রিক ডেন্টিস্ট্রি শিশুদের দাঁত, মাড়ি ও মুখের যত্নে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা দিয়ে থাকে। লিখেছেন শিলিগুড়ির শিবমন্দিরের কসমোডেন ডেন্টাল ক্লিনিকের দন্ত বিশেষজ্ঞ **ডাঃ অরিজিৎ সেন**

প্রারম্ভিক যত্নে সমস্যা প্রতিরোধ

শৈশবেই দাঁতের ক্ষয়, মাড়ির রোগ বা দাঁতের গঠনের সমস্যাগুলি শনাক্ত করে চিকিৎসা করা যায়। এতে ভবিষ্যতের জটিলতা ও ব্যয়বহুল চিকিৎসা এড়ানো সম্ভব।

বিকাশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ চিকিৎসা

শিশুদের দাঁত ও চোয়ালের গঠন পরিবর্তিত হয়। পেডিয়াট্রিক ডেন্টিস্টরা সেই অনুযায়ী চিকিৎসা পরিকল্পনা করেন।

সুস্থ অভ্যাস গড়ে তোলা

ছোটবেলা থেকে সঠিক ব্রাশিং, ফ্লসিং ও খাদ্যাভ্যাস শেখানো উচিত। এতে ভবিষ্যতে দাঁতের সমস্যা কমে যায়।

আত্মবিশ্বাস ও মানসিক বিকাশে সহায়তা

সুস্থ দাঁত শিশুর হাসি, কথা বলা ও খাওয়ার ক্ষমতাকে উন্নত করে। মুখের যে কোনও সমস্যা শিশুর আত্মবিশ্বাসে প্রভাব ফেলতে পারে।

বিশেষ শিশুদের জন্য সহানুভূতিশীল চিকিৎসা

পেডিয়াট্রিক ডেন্টিস্টরা শিশুদের মানসিক অবস্থার প্রতি সংবেদনশীল থেকে চিকিৎসা করেন, যাতে তারা ভয় না পায়।

শিশুদের মুখগহ্বরের স্বাস্থ্য রক্ষা করা মানে তাদের ভবিষ্যতের সুস্থ জীবন নিশ্চিত করা। নিয়মিত চেকআপ ও সচেতনতা গড়ে তুললে শিশুরা হাসিমুখে বড় হতে পারে।

নজির গড়ল সি কে বিড়লা

পূর্ব ভারতে প্রথমবার এক রোগীর শরীরে সফলভাবে ডুয়াল-চেম্বার লেডলেস পেসমেকার বসানো হল। কার্ডিয়াক চিকিৎসায় এই ইতিহাস গড়ল কলকাতার সি কে বিড়লা হাসপাতাল-বিএমবি। ভিটামিন ক্যাপসুল আকারের এই নতুন ডিভাইসটি স্থাপন করেন কার্ডিওলজির ডিরেক্টর ডাঃ অনিল মিশ্র।

এই উপলক্ষ্যে এক সায়েন্টিফিক সেশনের আয়োজন করা হয়েছিল, যেখানে উপস্থিত ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মেডস্টার হার্ট অ্যান্ড ভাসকুলার ইনস্টিটিউটের কার্ডিয়াক অ্যারিথমিয়ার অ্যাসোসিয়েট ডিরেক্টর ডাঃ সাইরাস আদেল হাদাদি। এছাড়া কলকাতার ৩৫ জনেরও বেশি প্রতিনিধি এবং বিএমবি'র টিম সেখানে উপস্থিত ছিল। এই নতুন ধরনের পেসমেকার মাত্র ২৫-৪০ মিনিটের মধ্যেই রোগীর শরীরে স্থাপন করা যায়। এরজন্য কোনও কাটাছেঁড়া করার দরকার নেই। কোনও সংক্রমণেরও সম্ভাবনা থাকে না। ডিভাইসটি বসানোর পরের দিন থেকেই রোগী হাঁটাচলা করতে পারেন।

বন্ধ্যাত্ব কেন বাড়ছে

আজকের দিনে আমরা পড়াশোনা ও কেরিয়ার নিয়ে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছি। কিন্তু শরীর ও স্বাস্থ্যের নানা সমস্যা, বিশেষ করে বন্ধ্যাত্ব নিয়ে আলোচনা বোধহয় কমই হয়। অথচ হু এবং আইসিএমআর-এর তথ্য অনুযায়ী ভারতে বন্ধ্যাত্বের সমস্যায় আক্রান্তের হার ১০ থেকে ১৪ শতাংশ। এই হার শহরাঞ্চলে আরও বেশি, প্রায় প্রতি ৬ জন দম্পতির মধ্যে ১ জন দম্পতি বন্ধ্যাত্বের সমস্যায় ভুগে থাকেন। লিখেছেন শিলিগুড়ির ক্রেডল ফার্টিলিটি সেন্টারের গাইনিকলজিস্ট **ডাঃ শর্মিষ্ঠা সরকার**

বিশ্বজুড়ে প্রায় ১০ থেকে ১৫ শতাংশ দম্পতি বন্ধ্যাত্বের সমস্যায় ভোগে। অর্থাৎ, টানা এক বছর নিয়মিত অসুরক্ষিত যৌন সম্পর্কের পরও গর্ভধারণ না হওয়া। এই বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে বন্ধ্যাত্বের সমস্যা হওয়ার একাধিক কারণ রয়েছে। যেমন -

জীবনযাত্রায় বদল : আগে মানুষ মাঠেঘাটে কাজ করতেন, তাতে শরীরচর্চা হত। এখন দিনের বেশিরভাগ সময় কম্পিউটার বা মোবাইলের সামনে কাটছে। ব্যায়াম প্রায় হয়ই না। শরীর তাই দুর্বল হয়ে পড়ছে।

দেরিতে বিয়ে ও সন্তান পরিকল্পনা : আগে ২০-২২ বছর বয়সে বিয়ে হত। এখন অনেকে ৩০-৩৫ বছর পর বিয়ে করছেন। ফলে সন্তান নেওয়ার চেষ্টা দেরিতে শুরু হয়। কিন্তু মহিলাদের ডিম্বাণুর ক্ষমতা ৩০ বছরের পর থেকে কমতে থাকে। পুরুষদের ক্ষেত্রেও শুক্রাণুর মান কমে যায়।

মানসিক চাপ : আজকাল সবাই কাজের চাপ, অর্থনৈতিক চিন্তা, পড়াশোনার চাপ নিয়ে চলেন। এই মানসিক চাপ হরমোনের ভারসাম্য নষ্ট করে, ফলে গর্ভধারণের সমস্যা দেখা দেয়।

দূষণ ও পরিবেশ : বাতাস, জল, খাবার – সবকিছুতেই এখন দূষণ বেড়েছে। প্লাস্টিক, রাসায়নিক, কীটনাশক শরীরে হরমোনের কর্মক্ষমতা কমিয়ে দেয়।

খাবার : জাংক ফুড, সফট ড্রিংকস, অনিয়মিত খাওয়াদাওয়া ডায়াবিটিস, থাইরয়েড ও পিসিওএস, ওজন বৃদ্ধির কারণ। এসব সন্তান ধারণে বাধা দেয়।

খারাপ অভ্যাস : ধূমপান, মদ্যপান, রাত জেগে থাকা পুরুষ ও মহিলা উভয়ের প্রজনন ক্ষমতা কমায়।

চিকিৎসায় দেরি : অনেকে লজ্জা বা ভয় থেকে ডাক্তার দেখাতে দেরি করেন। আবার ইন্টারনেট দেখে নিজেরাই সমাধান খোঁজেন। এতে সময় নষ্ট হয়, রোগ আরও বাড়ে।

সমাধান কী

১. প্রতিদিন হালকা ব্যায়াম, হাঁটা, যোগাভ্যাস করুন
২. নিয়মিত সুষম খাবার খান
৩. মানসিক চাপ কমাতে বিশ্রাম ও ঘুম জরুরি
৪. ধূমপান, মদ্যপান ও রাত জাগা এড়িয়ে চলুন
৫. ৩০ বছরের পর স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও প্রয়োজনে ফার্টিলিটি চেক করান
৬. লজ্জা না পেয়ে দ্রুত ডাক্তারের পরামর্শ নিন

ছোট্ট তারা

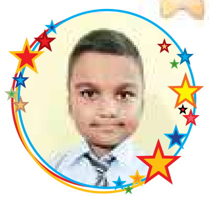

আলিপুরদুয়ার পুরসভা এলাকার বাসিন্দা তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র কৃষ সরকার। পড়াশোনার পাশাপাশি দাবা খেলা ও ছবি আঁকাতে পারদর্শী। একাধিক প্রতিযোগিতাতেও অংশ নিয়েছে সে।

সংস্কার

আলিপুরদুয়ার, ১২ অক্টোবর : স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা পঞ্চপাণ্ডব অ্যান্ড গ্রুপের অর্থসাহায্যে সূর্যনগর আরআর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একটি অফিস রুম ও শৌচালয় সংস্কার করা হয়েছে। রবিবার সেই উপলক্ষ্যে সংস্থার সদস্য সহ বিদ্যালয়ের শিক্ষক, পড়ুয়া ও অভিভাবকরা স্কুলে উপস্থিত হয়েছিলেন। একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছিল।

প্রধান শিক্ষিকা মধুমিতা মণ্ডল বলেন, 'বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষ, অফিস ও শৌচালয় বেহাল অবস্থায় ছিল। পঞ্চপাণ্ডবের সহায়তায় অফিস ও শৌচালয় সংস্কার হয়েছে। আগের তুলনায় এখন পড়ুয়াদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে।'

বাড়িতে চুরি

কামাখ্যাগুড়ি, ১২ অক্টোবর : কামাখ্যাগুড়ি স্টেশন এলাকাতে শনিবার রাতে একটি বাড়িতে চুরি হয়। স্থানীয় বাসিন্দা দীপঙ্কর ঘোষের বাড়ির ছাদের দরজা ভেঙে দুষ্কৃতীরা ঢোকে। তিনি বাড়িতে না থাকার সুযোগে ঘরে ঢুকে দুষ্কৃতীরা কিছু পেতলের বাসন সহ গৃহস্থালি জিনিসপত্র নিয়ে গিয়েছে। এক প্রতিবেশী বিষয়টি লক্ষ করেন। এরপর ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে বিষয়টি খতিয়ে দেখে। এই নিয়ে পুলিশে কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি। দীপঙ্কর বলেন, 'এই এলাকায় বিগত ছয় মাসে ছয়টি বাড়িতে এই একই কায়দায় চুরির চেষ্টা করা হয়েছে। তবে কোনও বাড়িতেই সেভাবে কিছু চুরি করতে পারেনি দুষ্কৃতীরা।'

পূর্ণাঙ্গ কমিটি

বীরপাড়া, ১২ অক্টোবর : শনিবার সন্ধ্যায় তৃণমূলের বীরপাড়া ১ নম্বর অঞ্চলের (দক্ষিণ) পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়েছে। পদাধিকারীদের নামের তালিকা প্রকাশ করেন দলের অঞ্চল সভাপতি অঙ্কিত গোয়েল এবং চেয়ারম্যান চম্পা সরকার। ৫১ জন সদস্যের মধ্যে ৬ জনকে সহ সভাপতি, ২৯ জনকে সাধারণ সম্পাদক এবং ১৬ জনকে সম্পাদক করা হয়েছে।

১০০ বছরের প্রথায় পুজো জংলা কালীবাড়িতে

বলিতে দেবী আরাধনা

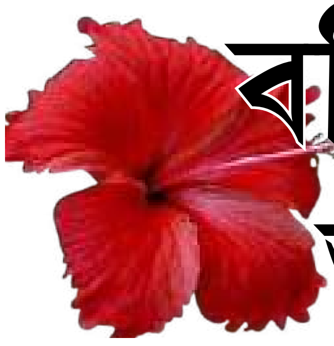

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ১২ অক্টোবর : গা ছমছমে পরিবেশ। করালী কালীমূর্তি দেখলে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়। আর দীপান্বিতা অমাবস্যায় মন্ত্রোচ্চারণ আর কয়েক হাজার মানুষের উপস্থিতিতে আলাদা মাত্রা পায় জংলা কালীবাড়ির শ্যামাপুজো। ১০০ বছরের ঐতিহ্য ও প্রথা মেনে এবারও ছাগবলি দিয়ে শক্তির আরাধনা হবে এই দেবালয়ে।

কালীপুজোর দিন গভীর রাত পর্যন্ত দেবী মন্দিরের সামনে বলির আয়োজন করা হয়েছে। গত বছরের তুলনায় এবার ছাগবলি ও উৎসর্গের সংখ্যা আরও বাড়বে বলে জানিয়েছে মন্দির কর্তৃপক্ষ। ফালাকাটার শতাব্দীপ্রাচীন জংলা কালীবাড়ির পুজো নিয়ে তাই এখন থেকেই আলাদা উন্মাদনা তৈরি হয়েছে শহর ও সংলগ্ন এলাকার ভক্তদের মধ্যে।

যেহেতু হাতেগোনা কয়েকদিন বাকি পুজোর তাই প্রস্তুতি এখন থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছে।

জংলা কালীবাড়ি পুজো কমিটির যুগ্ম সম্পাদক অভিমন্যু গোপ ও বিশ্বনাথ পাল বলেন, 'ফালাকাটার অন্যতম প্রাচীন আমাদের এই মন্দির। গত বছর এখানে ১০৫টি ছাগবলি হয়েছিল। অনেকে মায়ের নামে উৎসর্গ করে পাঁঠা ছেড়ে দেন। এবার আমাদের আশা বলির সংখ্যা ১৫০ ছাড়িয়ে যাবে। আমরা সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়ে রাখছি।'

জংলা কালীবাড়ি মন্দির কমিটির সভাপতি অশোক সাহা বলেন, 'জংলা কালীমাতা জাগ্রত দেবী। গত বছর গভীর রাত পর্যন্ত ছাগবলি হয়। ফালাকাটা ও আশপাশের বিভিন্ন এলাকার কয়েক হাজার ভক্ত পুজো ও অন্যদিনে ভিড় করেন। এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না।'

জংলা কালীবাড়ির দেবীর গলায় থাকে ১০৮টি জবাফুলের মালা

পুজোর দিন সেখানে রেকর্ড সংখ্যক মানুষের ভিড় হয়

বারকয়েক মহিষবলি হয়েছিল বলেও শোনা যায়

কিন্তু মহিষবলি বন্ধ হয়ে গেলেও এখন পাঁঠাবলির চিরাচরিত রীতি বজায় আছে

জংলা কালীর অন্যতম ঐতিহ্য বলি। বারকয়েক মহিষবলি হয়েছিল বলেও শোনা যায়।

কিন্তু মহিষবলি বন্ধ হয়ে গেলেও এখন পাঁঠাবলির চিরাচরিত রীতি বজায় আছে। মন্দির কমিটির তরফে জানা গিয়েছে, অতিমারির জন্য ২০২০ সালে মন্দিরে একবার বলি বন্ধ ছিল।

এছাড়া পায়রা উৎসর্গ ও ভক্তদের কাছ থেকে সন্দেশ ও অন্নভোগের বাটা নেওয়াও বন্ধ রাখা হয়েছিল সেই বছর।

তার আগে শতাব্দীপ্রাচীন মন্দিরে হাজার সমস্যা হলেও কোনওদিন বলি বন্ধ হয়নি। তবে তার পরের বছর থেকে অবশ্য বলিপ্রথা ফের শুরু হয়।

ফালাকাটা হাটখোলায় অবস্থিত জংলা কালীবাড়ি শহরের অন্যতম পুরোনো মন্দির। এখানকার দেবী কুচবর্ণা। গলায় থাকে ১০৮টি জবাফুলের মালা। জংলা কালীবাড়িতে পুজোর দিন এখানে রেকর্ড সংখ্যক মানুষের ভিড় হয়। পুজোর দিন মণ্ডপের পাশাপাশি আলোকসজ্জাও থাকবে। যেহেতু সারাবছর মন্দিরে জংলা কালী থাকেন তাই যে কোনও সময় পুণ্যার্থীরা এসে দেবী দর্শনের সুযোগ পান।

পুজো কমিটির সভাপতি প্রবীর ঘোষ বলেন, 'জংলা কালীবাড়ির নাম শুনলে কেউ চাঁদার বিষয়েও না বলেন না। এমনকি স্বেচ্ছায় অনেকে অনেক কিছু দান করেন। এবার পুজোর আয়োজনে আমরা সব ধরনের প্রস্তুতি শুরু করেছি। আশা করছি সবার সহযোগিতায় এবার পুজো ভালো হবে।'

থিমে পোষ্যদের বন্দিদশা

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১২ অক্টোবর : নিজের পছন্দের পশু বা পাখি পোষার শখ অনেকেরই থাকে। বাড়িতেই নানা ধরনের পাখি পুষে খাঁচা বন্দি করে রাখেন কেউ কেউ। তবে আদরে থাকা পোষ্যদের কি বন্দি থাকতে ভালো লাগে? তাদেরও খোলা আকাশে উড়ে বেড়াতে ইচ্ছে করে। আর সেই ধারণার উপর ভিত্তি করেই এবার কালীপুজোর থিম হবে আলিপুরদুয়ার জংশনে। সৌজন্যে এনএফ রেলওয়ে আলিপুরদুয়ার জংশন টিকিট চেকিং স্টাফ। গত ছয় দশকেরও বেশি সময় ধরে ওই সংগঠন পুজোর আয়োজন করে আসছে। এবার তাদের থিমের নাম ইচ্ছেডানা। পোষ্যদের বন্দিদশার গল্প এই থিমে উঠে আসবে বলে জানাচ্ছেন পুজো উদ্যোক্তারা।

রবিবার এবিষয়ে পুজো কমিটির সম্পাদক বিপ্লব ভদ্র বললেন, 'কালীপুজোয় আমাদের পুজোর থিম কী হবে তা নিয়ে অনেকেরই আগ্রহ থাকে। এবারও নতুন ধরনের থিমে আমরা পুজোয় চমক দিতে চাইছি। প্রতি বছর প্রচুর মানুষ আমাদের মণ্ডপে প্রতিমা দর্শন করতে আসেন। এবারের থিমের মধ্যে দিয়ে আমরা বন্দি পশুপাখিদের যন্ত্রণার কথা তুলে ধরতে চেয়েছি।' ইতিমধ্যেই জংশনে ডিভিশনাল হাসপাতালের পাশে মণ্ডপ তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। জোরকদমে বাঁশের কাঠামো তৈরির কাজ হচ্ছে। এরপর কাঠের কাজ হবে। মণ্ডপের ভিতরে প্রচুর কাঠের বাক্স থাকবে। তার ভিতরেই বিভিন্ন ধরনের খেলনা পশু ও পাখি সাজিয়ে থিম অনুযায়ী মণ্ডপসজ্জা হবে।

আলিপুরদুয়ার জংশনে কালীপুজোর মণ্ডপ তৈরি শুরু।

অন্যদিকে এবার আলোকসজ্জাতেও বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। থিমের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আলো দিয়ে প্যান্ডেল সাজানো হবে। ১৯ অক্টোবর উদ্বোধন হবে পুজোর। ২০ তারিখ কালীপুজো। তারপর ২১ থেকে ২৩ তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। পুজোর জন্য প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা বাজেট ধরা হয়েছে। পুজো কমিটির সভাপতি সুকান্ত রায় এনিয়ে বলেন, 'আমারা বাইরে থেকে কোনও চাঁদা নিই না। আমাদের সদস্যরা সকলে চাঁদা দেন। অনেকে চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পরও সংগঠনে রয়েছেন। তাঁরাও সাহায্য করেন। সেটা দিয়েই বছরের পর বছর পুজোর আয়োজন হয়ে আসছে।' উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার জংশন বিভাগের টিকিট চেকিং স্টাফদের এই কালীপুজো প্রতি বছরই শহরে চর্চায় থাকে। আলিপুরদুয়ার জংশনে যে কয়েকটি বিগ বাজেটের পুজো হয় তাঁর মধ্যে ওই সংগঠনের পুজোটি অন্যতম।

রক্তদান

কামাখ্যাগুড়ি, ১২ অক্টোবর : চেপানি হাইস্কুল সংলগ্ন এলাকার এক ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। এ নেগেটিভ রক্ত খুঁজে পাচ্ছিলেন না তিনি। শনিবার রাতে কামাখ্যাগুড়ির বাসিন্দা দিবাকর পণ্ডিত আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে গিয়ে রক্তদান করে আসেন। দিবাকর বলেন, 'কাজ থেকে এসে সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখে জানতে পারি ওই ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে আছেন। তিনি রক্ত পাচ্ছেন না। আমি তৎক্ষণাৎ আলিপুরদুয়ারে গিয়ে রক্ত দিয়ে বাড়ি ফিরি।'

সভা

আলিপুরদুয়ার, ১২ অক্টোবর: রবিবার বিকেলে আলিপুরদুয়ার জেলা তৃণমূল কংগ্রেস ভবনে অনুষ্ঠিত হল জেলা তৃণমূল মিডিয়া ফোর্সের সাংগঠনিক সভা। রাজ্য তৃণমূল মিডিয়া ফোর্সের সাধারণ সম্পাদক কঙ্ক মুখোপাধ্যায় বলেন, 'বাংলার উন্নয়ন আজ দেশের সামনে দৃষ্টান্ত। সেই সাফল্য ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়াই আমাদের মূল লক্ষ্য।'

ত্রাণ সংগ্রহ

বীরপাড়া, ১২ অক্টোবর : উত্তরবঙ্গে সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ত্রাণ সংগ্রহে নেমেছে এসইউসিআই(সি) ও এআইইউটিইউসি। রবিবার বীরপাড়া চৌপথিতে দোকানদার এবং পথচলতি মানুষের কাছে ত্রাণ সংগ্রহ করেন দল ও সংগঠনের সদস্যরা।

শিবির

ফালাকাটা, ১২ অক্টোবর : লায়ন্স ক্লাব অফ ফালাকাটার পক্ষ থেকে রবিবার টাউন ক্লাবে মানসিক স্বাস্থ্য ও সুস্থতা নিয়ে শিবির করা হয়। মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে যোগ ব্যায়ামের গুরুত্ব সহ নানা দিক নিয়ে আলোচনা হয় সেখানে।

DELHI PUBLIC SCHOOL
SILIGURI & FULBARI
+91 7829920209 +91 8695609514
CBSE AFFILIATION NO. 2430083 | CBSE AFFILIATION NO. 2430269
ANNOUNCES ADMISSION FOR ACADEMIC SESSION 2026-27
FROM 8th to 18th OCTOBER, 2025
LIMITED SEATS AVAILABLE
DPS SILIGURI
CLASS 10 TOPPERS (2024-25)
AISHANI DATTA 98.8% | NEER RANDER 98.4% | UTKARSH SHANDILYA 98.2% | SRITANU MANDAL 98%
DPS FULBARI
CLASS 10 & 12 TOPPERS (2024-25)
SURYA DEY 10th 97.8% | MANNAT SINGHANIA 10th 97.6% | MUDIT GOLCHHA 12th (COMMERCE) 97.8% | RIMI DAS 12th (HUMANITIES) 95.8%
CLASS 12 TOPPERS (2024-25)
RISHITA DUTTA (COMMERCE) 98.6% | MEENAKSHI KARMAKAR (HUMANITIES) 97.2% | SUJAL AGARWAL (SCIENCE) 96.8%
FORMS AVAILABLE
AT SCHOOL CAMPUS FOR ADMISSION IN PRE-NURSERY TO CLASS 9 & CLASS 11 FROM 9 A.M TO 4 P.M ON ALL DAYS, INCLUDING SATURDAYS & SUNDAYS
FORMS ARE ALSO AVAILABLE IN DPS SILIGURI & DPS FULBARI OFFICIAL WEBSITES
EducationWorld THE HUMAN DEVELOPMENT MAGAZINE
DPS SILIGURI Ranked No.1 in West Bengal & 9th in India in the category of Best Co-Ed Day Cum Boarding School
DPS FULBARI Ranked No.1 in West Bengal & 2nd in India in the category of Emerging High Potential School
★ PREMIUM HOSTEL FACILITIES ★ WITH AC ROOMS
HOSTEL RECEPTION | PREMIUM ROOMS
COMPLEMENTARY HEALTH INSURANCE
In Association with The New India Assurance Co. LTD
HOSPITALIZATION EXPENSES UPTO ₹1,00,000/-
SUM INSURED FOR PERSONAL COVER ₹2,50,000/-
OPD EXPENSE COVERAGE UPTO ₹10,000/-
SUBJECT COMBINATIONS FOR CLASSES 11 & 12
SCIENCE STREAM
English, Physics, Chemistry, Biology, Computer Science, Mathematics, Informatics Practices, Hindi, Bengali, Economics, Physical Education, Entrepreneurship, Applied Mathematics, Psychology, Kathak, Painting
COMMERCE STREAM
English, Business Studies, Accountancy, Economics, Mathematics, Informatics Practices, Physical Education, Hindi, Bengali, Entrepreneurship, Applied Mathematics, Kathak, Painting, Legal Studies
HUMANITIES STREAM
English, Political Science, History, Geography, Economics, Informatics Practices, Physical Education, Hindi, Bengali, Entrepreneurship, Applied Mathematics, Psychology, Kathak, Painting, Legal Studies, Sociology
BUS FACILITY AVAILABLE
DELHI PUBLIC SCHOOL, SILIGURI
+91 7797866887
+91 7829920209
info@dpssiliguri.com www.dpssiliguri.com
DELHI PUBLIC SCHOOL, FULBARI
+91 8695609514
+(91) 9734725745, 9734303675
info@dpsfulbarisiliguri.com www.dpsfulbarisiliguri.com

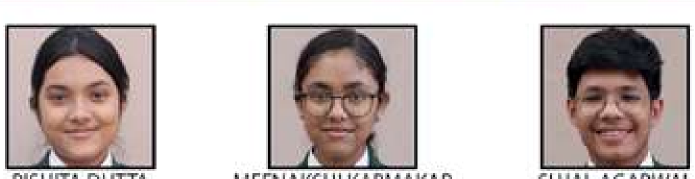

তিস্তা সাহিত্য উৎসব উপলক্ষ্যে প্রদর্শনী। রবিবার।

স্বপ্ন জাগিয়ে দিল তিস্তা সাহিত্য উৎসব

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১২ অক্টোবর : শুধুমাত্র শুঁটকি মাছের রন্ধনপদ্ধতি কিংবা বিভিন্ন ভর্তার রেসিপি যেমন দুই বাংলার লোকসংস্কৃতির বিন্যাসকে বদলে দিতে পারে। ঠিক তেমনি একটি নদী পারে তার পারিপার্শ্বিকের সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করতে। জলপাইগুড়ি শহরের পাশে সেই নদীটির নাম তিস্তা। আর এই নদীমাতৃক সংস্কৃতিকেই সাহিত্যে, শিল্পকর্মে আর সুতো তিনদিন ধরে বেঁধে রাখল তিস্তা সাহিত্য উৎসব। সোমবার ছিল উৎসবের তৃতীয় দিন। শুরুতেই আলোচনায় উঠে এল লোককথার অনালোকিত অধ্যায়- বক্তব্য রাখলেন সেবন্তী ঘোষ, দিলীপ বর্মার মতো বক্তারা। 'দেবেশ রায় মঞ্চ'- এ জমে উঠেছিল 'আগামীর গল্প, গল্পের আগামী' বিষয়ক আলোচনা। সেখানে বক্তব্য রাখেন শুভজিৎ ভাদুড়ি, অভিষেক বসু প্রমুখ। এর পাশাপাশি বেণু দত্ত রায় ও অশোক বসু মঞ্চে চলেছে কবিতা ও অণুগল্প পাঠ। তিনদিনের আলোচনায় ছিল দশটি প্যানেল। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের প্রায় পাঁচশোর বেশি কবি, সাহিত্যিক অংশ নেন তাতে। তাঁদের মুখে তাঁদের ভাষায় কথা শুনে মাঝে মাঝেই উদ্বেল হয়ে উঠছিলেন উৎসব প্রাঙ্গণে কৌতূহল নিয়ে উপস্থিত এ শহরের ভিন বয়সি সাহিত্যপ্রেমীরা। সমাপনী বিতর্কের বিষয় ছিল- 'বাংলা বই-বাজার : গতিতে বন্দি?' রঞ্জন রায়ের সঞ্চালনায় ছিল বাংলা প্রকাশনা, বিপণন ও পাঠকবৃত্তি নিয়ে এক বাস্তব ও দার্শনিক বিশ্লেষণ। শ্রোতা মনকে কীভাবে নিজেদের দিকে ঘুরিয়ে দিতে হয় তা করে দেখালেন প্রকাশক মারুফ হোসেন, সুকান্ত দাস, উৎপল বল্লভরা। অনুষ্ঠানের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় ছিল তিস্তা সাহিত্য উৎসবের তরফে ১১টি পুরস্কার। সমাজের বিভিন্ন স্তরের গুণী ব্যক্তিদের নির্বাচন করে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। তিস্তাগুড়ি রত্ন সম্মান পেলেন ভক্ত টোটো। তিস্তাগুড়ি জীবনকৃতি সম্মান পেলেন সমর রায় চৌধুরী। তিস্তাগুড়ি বিশেষ সম্মান পেলেন পার্থ সাহা। তিস্তাগুড়ি যুব সম্মান পেলেন নীলাদ্রি দেব। সেরা লিটল ম্যাগাজিন ২০২৫ পুরস্কার পেল 'উত্তরের কবিমন'। সেরা প্রকাশক ২০২৫ পুরস্কার পেল 'বিয়ন্ড হরাইজন'। তিস্তাগুড়ি সেরা লেখক ২০২৫ সম্মাননা পেলেন গৌতম গুহ রায়। ২০২৫ সালে নির্বাচিত সেরা প্রকাশিত বইয়ের লেখক হিসেবে পুরস্কার গ্রহণ করলেন অগ্রদীপ দত্ত এবং সুরূপা সোহং।

এছাড়াও তিস্তাগুড়ি আয়োজিত গল্প ও অণুগল্প প্রতিযোগিতার ফলাফলও মঞ্চ থেকে ঘোষণা করেন তিস্তাগুড়ি পত্রিকার দুই সম্পাদক সিদ্ধার্থশেখর চক্রবর্তী ও সুপর্ণা সরকার। উইংস আর্টিস্ট গ্রুপের সহায়তায় আয়োজিত বসে আঁকো প্রতিযোগিতার পাঁচটি বিভাগে যথাক্রমে প্রথম স্থান অধিকার করেন শ্রীময়ী ঘোষ, লাবণ্যা রায়, সার্থক দাস, মৌরুমি ঘোষ ও সৈকত দেব। এই প্রতিযোগিতার সার্বিক দায়িত্বে উৎসব কমিটির পক্ষে ছিলেন পৃথা সূত্রধর। তবে উৎসব কমিটির তরফে শঙ্খ মিত্র জানান, জল শহরের বাতাসে এখনও ভেসে বেড়াচ্ছে কবিতার গন্ধ, গল্পের প্রতিধ্বনি, শব্দের উচ্ছ্বাস ও ডুয়ার্সের চায়ের আমেজ। তার কথায় ছিল বিদায়বেলার রেশ। অনুষ্ঠানে বিজয় দে, মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস, অনিন্দিতা গুপ্ত রায়ের মতো চেনা মুখেদের পাশাপাশি দেখা গিয়েছে অজস্র অচেনা মুখের ভিড়। তেমনি একজনের কথায় জানা যায়, 'জলপাইগুড়ি শহরে এমন আয়োজন হয়তো এই প্রথম। আগামীতে নতুন প্রজন্মের মধ্যে এভাবেই সংস্কৃতি চেতনা যেন প্রসারিত হয়।' অনুষ্ঠানে মৈনাক ভট্টাচার্যের ভাস্কর্য প্রদর্শনীর পাশাপাশি চিত্র প্রদর্শনীর কথা না বললেই নয়। সে যেন রং, তুলি, স্বপ্নের পারাপার। উৎসব কমিটির পক্ষে সৌরভ মজুমদার সমস্ত দর্শককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তাঁর কথায়, 'মনোজ্ঞ শ্রোতা, একাগ্র পাঠক ও রুচিশীল দর্শক না থাকলে, এই আয়োজন সবটাই ব্যর্থ হয়ে যেত। হয়তো এটাই অমোঘ সত্যি।' এই উৎসব ইতিহাস নির্মাণে সক্ষম হবে কি না তা তো সময় বলবে। তবে এই বিশাল কর্মকাণ্ড যে সংস্কৃতি জগতে এক নতুন আলোড়ন ফেলে দিয়েছে সে কথা অনস্বীকার্য।

মোশারফকে 'মসিহা' আখ্যা

তৃণমূলের সমালোচনায় অমিত মালব্য

রণবীর দেব অধিকারী

কী ঘটেছে

- জেলা তৃণমূল মহিলার সভানেত্রী চৈতালি ঘোষ সাহা বিধায়ক মোশারফ হুসেনকে 'হিন্দুদের ভগবান' ও 'মুসলিমদের আল্লা' বলে উল্লেখ করেন
- নির্বাচনে ইটাহারে 'ভয়ংকর খেলা হবে' বলে কর্মীদের বার্তাও দেন
- বিজয়া সম্মিলনিতে হিন্দি গান ও নাচ নিয়েও বিতর্ক
- ভুলবশত ওই পরিবেশের পরিপন্থী একটা গান বেজেছে বলে সাফাই বিধায়কের

ইটাহার, ১২ অক্টোবর : বিজয়া সম্মিলনির মঞ্চে ইটাহারের বিধায়ক মোশারফ হুসেনকে 'মসিহা' বানাতে গিয়ে বিতর্কে জড়ালেন তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের জেলা সভানেত্রী চৈতালি ঘোষ সাহা। ব্লক তৃণমূল ও বিধায়ক মোশারফ হুসেনের উদ্যোগে ইটাহার হাইস্কুল প্রাঙ্গণে বিজয়া সম্মিলনির আয়োজন করা হয়। সেই অনুষ্ঠান মঞ্চে ভাষণ দিতে গিয়ে উত্তর দিনাজপুর জেলা তৃণমূল মহিলার সভানেত্রী চৈতালি ঘোষ সাহা বিধায়ক মোশারফ হুসেনকে 'হিন্দুদের ভগবান' ও 'মুসলিমদের আল্লা' বলে উল্লেখ করেন। পাশাপাশি মোশারফের নেতৃত্বে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে ইটাহারে 'ভয়ংকর খেলা হবে' বলেও কর্মীদের বার্তা দেন তিনি। শনিবার বিজয়া সম্মিলনির মঞ্চে চৈতালির এই মন্তব্য ঘিরেই তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। এ নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছে বিভিন্ন মহলে। তৃণমূল নেত্রীর ওই মন্তব্য 'অত্যন্ত আপত্তিকর' এবং 'মানুষের বিশ্বাস ও আবেগকে অপমান করেছে' বলে বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন। চৈতালির ভাষণের ভিডিও ক্লিপিংও এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন। বিষয়টি নিয়ে সমালোচনায় সরব হয়েছে জেলার গেরুয়া শিবির। বিজেপির উত্তর দিনাজপুর জেলা সভাপতি নিমাই কবিরাজ বলেন, 'মোশারফের কাজে ও উন্নয়নের নামে ধাপ্পাবাজি দেখে ইটাহারের মানুষ বীতশ্রদ্ধ। তাই ইটাহারের মানুষকে বিভ্রান্ত করতে তৃণমূল নেত্রী এই মন্তব্য করেছেন। এটাই তৃণমূলের সংস্কৃতি। এইরকম মন্তব্যের মাধ্যমে ওই তৃণমূল নেত্রী হিন্দু ধর্ম ও এই সমাজের মানুষকে খাটো করার চেষ্টা করেছেন। এর তীব্র প্রতিবাদ জানাই আমরা।'

চৈতালিদেবীর এই মন্তব্য উভয় সম্প্রদায়ের মানুষকেই হতবাক করেছে। সামাজিক মাধ্যমে তার প্রতিফলনও দেখা গিয়েছে। দলের অন্দরেও নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অনেক নেতা-কর্মী বলছেন, 'জেলা তৃণমূল মহিলার সভানেত্রীর এমন মন্তব্য করা ঠিক হয়নি।' ওই মন্তব্যের জন্য উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের ভাবাবেগে আঘাত লাগায় আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে মোশারফকে এর ফল ভুগতে হতে পারে বলেও মনে করছেন অনেকে।

যদিও বিধায়ক মোশারফ হুসেন অবশ্য বলছেন, 'এতে নির্বাচনে কোনও বিরূপ প্রভাব পড়বে না।' কারণ তাঁর মতে, চৈতালির ভাষণকে বিকৃত করে অসম্পূর্ণ ভিডিও ক্লিপিং সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে অযথা বিতর্ক তৈরি করতে চাইছেন বিজেপি নেতারা। মোশারফ বলেন, 'চৈতালি ঠিক কী বলতে চেয়েছেন তার ব্যাখ্যা তিনিই দিতে পারবেন। তবে আমি কোনও আল্লা, ভগবান বা ফেরেস্তা নই। আমি অতি ক্ষুদ্র মানুষ। মানুষের জন্য কাজ করি। আমরা ধর্মকে রাজনীতির সঙ্গে মেশাই না। বরং বিজেপিই রামকে পোলিং এজেন্ট বানিয়ে, মোদিকে ভগবান বানিয়ে রাজনীতি করে।'

তাঁর মন্তব্য ঘিরে বিতর্ক সৃষ্টির প্রসঙ্গে চৈতালি ঘোষ সাহার প্রতিক্রিয়া জানতে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি। হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজেরও কোনও সাড়া পাওয়া যায়নি। বিজয়া সম্মিলনির মঞ্চ থেকেই আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের হাওয়া তুলে বর্তমান বিধায়ক মোশারফ হুসেনকে পুনরায় আরও বেশি ভোটের ব্যবধানে জয়ী করার আহ্বান জানায় তৃণমূলের ব্লক ও জেলা নেতৃত্ব। বিজয়া সম্মিলনির মঞ্চেই সিপিএম, কংগ্রেস ও বিজেপির কড়া সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিধায়ক মোশারফ হুসেনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন দলের নেতারা। মনোরঞ্জনের ব্যবস্থাও ছিল। মঞ্চে সারিবদ্ধ চেয়ারে বসে ছিলেন স্থানীয় বয়স্ক বিশিষ্টজনরা। সম্মিলনির বিনোদন পার্টে হঠাৎ মাইকে বেজে ওঠে, 'আজ কি রাত মজা হুস্ন কা আঁখো সে লিজিয়ে...।' গানের সঙ্গে শুরু হয় একটি মেয়ের সোলো ডান্স। যা নিয়েও সামাজিক মাধ্যমে কটাক্ষ ভাসিয়ে দিয়েছেন বিরোধীরা। এই প্রসঙ্গে বিধায়ক বলেন, 'পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে মোট আটটা নাচ ছিল অনুষ্ঠানে। হঠাৎ ভুলবশত ওই পরিবেশের পরিপন্থী একটা গান বেজে ওঠে। সেটা শালীনতা ও সংস্কৃতির পরিপন্থী ছিল বলে সঙ্গে সঙ্গে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়।'

মজার খেলা... রাজস্থানের বিকানিরের এক মেলায় চরকা নিয়ে মেতেছে খুদেরা। রবিবার। -পিটিআই

গোর্খা প্রার্থী দাবি

ওদলাবাড়ি, ১২ অক্টোবর : প্রার্থী যে দলেরই হোন না কেন, তাঁকে অবশ্যই গোর্খা সম্প্রদায়ের হতে হবে। বিধানসভা ভোট যত এগিয়ে আসছে, ততই জোরদার হচ্ছে ডুয়ার্সের গোর্খাদের এই দাবি। রবিবার ওদলাবাড়ি ডিপোপাড়ার গোর্খা ভবনে গোর্খা সংগঠন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে 'ডুয়ার্স গোর্খা সংঘর্ষ মোর্চা'। সেখানে তারা সংশ্লিষ্ট দাবির কথাই তুলে ধরে। তাদের ভিশন ডকুমেন্টেও এই দাবিকে পাখির চোখ করা হয়েছে।

বিধানসভায় গোর্খা প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ডুয়ার্সের দুটি সংরক্ষিত বিধানসভা আসনেও গোর্খা প্রার্থী মনোনয়নের দাবি রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে জোরালোভাবে পেশ করতে শুরু করেছেন ডুয়ার্সের গোর্খারা। এই দাবির সলতে পাকানো অবশ্য শুরু হয়েছিল গত ১৭ অগাস্ট 'ডুয়ার্স গোর্খা চিন্তন ও মনন সভা' আয়োজনের মাধ্যমে। সেদিন ওদলাবাড়ি ইউনিয়ন ক্লাব হলঘরে পশ্চিম ডুয়ার্সের গোর্খা সমাজের বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ সহ বিশিষ্টজনদের নিয়ে সভা করা হয়। এর ঠিক এক মাস পর গত ১৭ সেপ্টেম্বর ওদলাবাড়ি ডিপোপাড়ার গোর্খা ভবনে পুনরায় মিলিত হন তাঁরা। নিজেদের একতা ও শক্তি প্রদর্শনের জন্য মহাসপ্তমীতে ফুলপাতি উৎসব উপলক্ষ্যে মাল মহকুমার গোর্খাদের তরফে মাল শহরে কেন্দ্রীয়ভাবে বিশাল পদযাত্রা আয়োজন করা ছিল তাঁদের পরবর্তী পদক্ষেপ। ধাপে ধাপে নিজেদের শক্তি যাচাই করে নিয়ে এবারে মূল দাবি আদায়ের পথে শান্তিপূর্ণ পথে হাঁটতে চলেছেন ডুয়ার্সের গোর্খা সম্প্রদায়ের বড় অংশ।

পাশাপাশি, ডুয়ার্সের গোর্খাদের জন্য স্বশাসিত ও পৃথক 'ডুয়ার্স কালচারাল অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বোর্ড' গড়ার দাবিও এদিনের সভা থেকে উঠে এসেছে বলে ডুয়ার্স গোর্খা সংঘর্ষ মোর্চার সভাপতি সাগন মোক্তান জানিয়েছেন। সাগন বলেন, 'জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলা মিলিয়ে কয়েক লক্ষ গোর্খা সম্প্রদায়ের মানুষের আবেগকে সম্মান জানিয়ে রাজ্য সরকারের ট্রাইবাল অ্যাডভাইজারি কমিটিতে গোর্খা প্রতিনিধিত্ব দাবি করছি। এছাড়া ডুয়ার্স কালচারাল অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বোর্ড গঠন এবং ডুয়ার্সের অন্তত দুটো সংরক্ষিত বিধানসভা আসনে গোর্খা প্রতিনিধিত্ব চাই।'

কাটল হাত

জটেশ্বর, ১২ অক্টোবর : তেল ভাঙানোর হলারে হাতের ব্রেসলেট আটকে বাদ গেল হাত। রবিবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটে ফালাকাটা ব্লকের ধনীরামপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের গদিখানা মোড় এলাকায়। এদিন সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে সর্ষে নিয়ে তেল মিলে গিয়েছিল ১৬ বছরের সুজিত দাস। তেল ভাঙানোর সময় তেল মিলের হলারে তার ডান হাতের ব্রেসলেট আটকে যায়। দুর্ঘটনার পর ওই কিশোরকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য প্রথমে ফালাকাটা ও পরে শিলিগুড়ি নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনার পর থেকেই মিল বন্ধ করে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। মিলের কর্মচারী ও মালিকেরও কোনও খোঁজ মিলছে না বলে জানা গিয়েছে। এদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় জটেশ্বর ফাঁড়ির পুলিশ। ওসি জগৎজ্যোতি রায় বলেন, 'এখনও কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি। অভিযোগ দায়ের হলে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।'

লরিচালককে মারধর

প্রথম পাতার পর

মনেয়ারপুলে একটি আলুবোঝাই গাড়ির চালকের কাছে প্রথমে টাকা চাওয়া হয়। চাঁদা না দেওয়ায় চালককে মারধর করা হয় এবং টাকা ছিনতাই করা হয় বলেও অভিযোগ। মারের চোটে গাড়ির চালকের মুখে ও কানে সেলাই পড়েছে। এদিন ওই চালক বলেন, 'ওই রাস্তা দিয়েই যাতায়াত করি। আমি বলেছিলাম রবিবার চাঁদা দিয়ে যাব। সেটা বলার পরই তিনজন মিলে মারধর করে এবং গাড়িতে রাখা মালিকের টাকা ছিনিয়ে নেয়। শুক্রবার ওই ঘটনা নিয়ে থানায় অভিযোগ করি। এখনও কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।'

আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন এলাকায় কালীপুজোর আগে চাঁদার জুলুম বেড়েছে। বিশেষ করে ট্রাক, লরি, পণ্যবোঝাই ছোট গাড়ি, পোলট্রিবোঝাই গাড়ির উপর সেই জুলুম বেশি করে হচ্ছে বলে অভিযোগ। এদিন গাড়িচালকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, কামাখ্যাগুড়ি-তুফানগঞ্জ রাজ্য সড়ক, চেকো রাজ্য সড়ক, আলিপুরদুয়ার-ফালাকাটা জাতীয় সড়ক, মাদারিহাট-বারবিশা সড়কের বিভিন্ন জায়গায় গাড়ি আটকে চাঁদা তোলা হচ্ছে। জাতীয় সড়ক, রাজ্য সড়কের সঙ্গে গ্রামের ছোট রাস্তাগুলোতেও চাঁদা তোলার দাপট দেখা যাচ্ছে।

দুর্গাপুজোর তুলনায় কালীপুজোয় নাকি চাঁদাবাজদের দাপট বেশি। কারণ, জেলায় প্রচুর কালীপুজো হয়। তাছাড়া, দুর্গাপুজোয় রাজ্য সরকারের অনুদান থাকায় ক্লাবগুলোকে আগেই থেকেই নিয়ন্ত্রণ করা হয় ও চাঁদা তোলা নিয়ে সতর্কবার্তা দেওয়া হয় পুলিশের পক্ষ থেকে। কালীপুজোয় সেই নিয়ন্ত্রণ কম থাকায় চাঁদার দাপট বাড়ছে। মর্জিমাফিক চাঁদা চাওয়া হচ্ছে। আর সেটা না দিলেই গাড়ি ভাঙচুর, গাড়ির চালকদের মারধরের ঘটনা ঘটছে। মনেয়ারপুলের ঘটনা সেটারই অন্যতম উদাহরণ।

রাতে মেয়েরা বাইরে নয়, মমতার পরামর্শ

প্রথম পাতার পর

দুর্গাপুরে নির্যাতিত ছাত্রীর বাবাও বাংলার নিরাপত্তাহীনতার দিকে আঙুল তুলেছেন। তিনি আদতে ওডিশার বাসিন্দা। তাঁর মেয়ে ওডিশা থেকে পড়তে এসেছিলেন দুর্গাপুরে। রবিবার ওই ছাত্রীর বাবা বলেন, 'ওডিশার মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও অনুরোধ করেছি মেয়েকে এখান থেকে ওডিশায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে। এই জায়গার ওপর থেকে ভরসা উঠে গিয়েছে। ওকে এখানে মেরেও ফেলতে পারে।'

মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য কলকাতা বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলির ব্যবস্থাপনা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। তাঁর কথায়, 'মেডিকেল কলেজগুলোরও একটা দায়িত্ব আছে। তাদের স্টুডেন্টদের দেখভাল করা উচিত। কীভাবে ছাত্রী রাত সাড়ে ১২টায় বেরোলেন!' যদিও তাঁর বক্তব্য, ওই ঘটনায় কোনও শিথিলতা বরদাস্ত করা হবে না। তাঁর এই মন্তব্যের আগেই গ্রেপ্তার হয়েছে তিনজন। যদিও মূল অভিযুক্ত রবিবার রাত পর্যন্ত অধরা।

বছর ২৫-এর অপু বাউড়ি, বছর ২৩-এর ফিরদৌস শেখ ও ৩১ বছর বয়সি শেখ রিয়াজউদ্দিন ওরফে মিন্টুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনায় প্রধান অভিযুক্ত সফিকুল শেখ। আটক করা হয়েছে নির্যাতিতার সহপাঠী শেখ নাসিরউদ্দিন ওরফে সম্রাটকে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের পর ছাড় দিচ্ছে না কোনও বিরোধী দলই।

বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের কটাক্ষ, 'রাজ্যের মহিলারা যেখানে নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচারের আশায় সরকারের দিকে তাকিয়ে আছেন, সেখানে মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের ঘরবন্দি থাকতে পরামর্শ দিচ্ছেন। এটা সভ্যসমাজে কখনও গ্রহণযোগ্য নয়।' সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তীর ভাষায়, 'মহিলারা বাংলায় নিরাপদ নন। কারণ, দুষ্কৃতী ও ধর্ষকরা নিরাপদ এই মুখ্যমন্ত্রীর আমলে। এটা অসম্মানজনক।'

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের কথায়, 'মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্য কোনও প্রশাসনিক বয়ান হতে পারে না। তাঁর আমলে মহিলারা সুরক্ষিত নয়।' প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'অপারেশন সিঁদুরে দেশের সেনাবাহিনীর মেয়েরা রাতের অন্ধকারে সীমান্ত পার করে পাকিস্তানকে মেরে এসেছেন। আর এখানে মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, মেয়েরা রাতে কেন বাইরে বেরোচ্ছেন? এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে বাংলার কী অবস্থা।'

সমালোচনার মুখে মমতার বক্তব্য, 'তিন সপ্তাহ আগে ওডিশায় সমুদ্রসৈকতে ৩টি মেয়েকে ধর্ষণ করা হয়েছিল। ওই ঘটনায় ওডিশা সরকার কী ব্যবস্থা নিয়েছে? মণিপুর, উত্তরপ্রদেশে ধর্ষিতা আদালতে যাওয়ার আগেই রাস্তায় জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। বাংলায় কিছু হলে আমরা কঠোর পদক্ষেপ করি।'

ওডিশা সরকারের তিন প্রতিনিধি নির্যাতিতার সঙ্গে দেখা করতে এলে দুর্গাপুরে তাঁদের জন্য হাসপাতালের গেটই খোলা হয়নি বলে অভিযোগ। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পর তাঁরা ফিরে যান। পশ্চিমবঙ্গ থেকে গেলে অন্য রাজ্যে বাধা দেওয়ার অভিযোগ প্রায়ই ওঠে। এবার যেন উলটপুরাণ হল দুর্গাপুরে। ধৃতদের কাছ থেকে নির্যাতিতার মোবাইল উদ্ধার করেছে পুলিশ। দুর্গাপুর মহকুমা আদালত ধৃতদের ১০ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে।

রবিবার কংগ্রেস, অভয়া মঞ্চ ও ওয়েস্ট বেঙ্গল ডক্টরস ফোরামের প্রতিনিধিরাও দুর্গাপুরের ওই বেসরকারি মেডিকেল কলেজে অধ্যক্ষর সঙ্গে কথা বলতে গেলে পুলিশ বাধা দেয়। নির্যাতিতার বাবার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করলেও বাধা দেওয়া হয়। প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়কেও বাধা দেয় পুলিশ।

পৃথিবীর পাঠশালা

কোষও শোনে সুর!

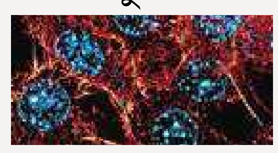

জাপানের কিয়োটো ইউনিভার্সিটির এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, মানুষের কোষও শব্দতরঙ্গ শুনতে পারে! বিজ্ঞানীরা ল্যাবে শব্দের মাধ্যমে কোষের ওপর পরীক্ষা চালান এবং দেখেন যে শব্দে কোষের জিনের প্রকাশ পরিবর্তিত হয়, ফ্যাট কোষের গঠন কমে যায় আর কোষের স্থিতিস্থাপকতা প্রভাবিত হয়। প্রায় ১৯০টি শব্দ-সংবেদনশীল জিন খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। এই আবিষ্কার প্রচলিত ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে, যেখানে মনে করা হত যে শব্দ উপলব্ধি কেবল কান ও মস্তিষ্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। গবেষকরা বলছেন, শব্দ 'নিরাপদ এবং অ-আক্রমণাত্মক', তাই এটি ভবিষ্যতে চিকিৎসাবিজ্ঞানে নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারে। শব্দকে ব্যবহার করে প্রদাহ নিয়ন্ত্রণ করা বা টিস্যুর পুনর্জন্ম ঘটানোও সম্ভব হতে পারে।

স্টেম সেলে চোখের আলো

স্টেম সেল দিয়ে চোখের নতুন জীবন ফিরে পাওয়া সম্ভব হয়েছে! বিজ্ঞানীদের যুগান্তকারী আবিষ্কারে ক্ষতিগ্রস্ত চোখ পুনরায় তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। আর রোগীরা ফিরে পেয়েছেন দৃষ্টিশক্তি। যাঁরা চোখে আঘাত, রোগ বা বার্ধক্যজনিত কারণে দৃষ্টি হারিয়েছেন, তাঁদের জন্য এতে আশার আলো জাগছে। এই নতুন পদ্ধতিতে রোগীর শরীর থেকে সুস্থ স্টেম সেল সংগ্রহ করে ল্যাবে কর্নিয়া তৈরি করে তা প্রতিস্থাপন করা হয়। এর ফলে রোগীর নিজস্ব কোষ দিয়ে কর্নিয়া তৈরি হওয়ায় প্রত্যাখ্যানের ঝুঁকি কমে যায়। এটি শুধু দৃষ্টি ফিরিয়ে আনে না, বরং চিকিৎসাবিজ্ঞানে এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে।

ঠোঁটের রংয়ে বিষ

আপনার প্রিয় লিপস্টিকে থাকতে পারে বিষ! সম্প্রতি এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, পরীক্ষিত সব লিপস্টিকের নমুনায় 'ক্যাডমিয়াম' নামক বিষাক্ত ধাতু পাওয়া গিয়েছে। এই ক্ষতিকর পদার্থ দীর্ঘদিন ধরে শরীরে জমতে থাকে এবং কিডনি, ফুসফুস, হাড় ও স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষতি করতে পারে। দীর্ঘমেয়াদি ক্যাডমিয়ামের সংস্পর্শ ক্যানসারের ঝুঁকিও বাড়াতে পারে। এই গবেষণাটি আমাদের রোজকার প্রসাধনীর লুকোনো বিপদ তুলে ধরেছে। আর নিরাপদ বিকল্প ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব দেয়।

অন্ধকার চাই

রাতে ঘুমের সময় সামান্য আলোও কিন্তু আপনার মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে পারে! এমনকি একটি ডিম লাইটও শরীরের 'মাস্টার ক্লক'-কে বিভ্রান্ত করে দেয়। এটি ঘুম-জাগরণের চক্রকে ব্যাহত করে, যা শরীরের বিভিন্ন কার্যক্রমের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাতে আলোর সংস্পর্শে হার্ট রেট বেড়ে যায়, আর এটি হৃদযন্ত্রের কার্যকারিতাকে বাধাগ্রস্ত করে। রাতে সামান্য আলোর সংস্পর্শও 'ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স' বাড়াতে পারে, যা ডায়াবিটিস এবং মেটাবলিক সিনড্রোমের ঝুঁকির কারণ। মেলাটোনিন নামক ঘুম-প্ররোচক হরমোনকেও ব্যাহত করে। তাই পর্যাপ্ত অন্ধকার শরীর এবং মনকে সুস্থ রাখার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

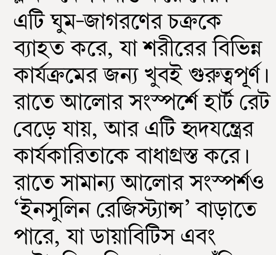

বাড়ল রেলের লোডিং

মালিগাঁও, ১২ অক্টোবর : উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এই আর্থিক বছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সফলভাবে ৫.৫৫৭ মিলিয়ন টন পণ্য লোডিং সম্পন্ন করল। আগের আর্থিক বছরের একই সময়ের তুলনায় তা ৩.৫ শতাংশ বেশি। গত মাসে বেশ কয়েকটি পণ্যের লোডিং গত বছরের একই সময়ের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। তার মধ্যে সিমেন্ট লোডিং ৪৮.১ শতাংশ, কয়লা ১৩৩.৩ শতাংশ, কনটেনার ২১.৪ শতাংশ এবং পিওএল লোডিং ২০.১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রে স্টোন চিপস লোডিং আগের আর্থিক বছরের তুলনায় ১০০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানালেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা। অন্যদিকে রেলের মালবাহী লোডিং বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ওই অঞ্চলের অর্থনৈতিক কার্যকলাপেরও উন্নয়ন হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রাজস্বেও উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়েছে।

মেইন লাইনে ট্রেন

আলিপুরদুয়ার, ১২ অক্টোবর : সাম্প্রতিক দুর্যোগ পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল আলতাগ্রাম ও বেতগাড়ার মাঝের সেতু। এতে আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের মেইন লাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল। রবিবার ৫৮ নম্বর রেলসেতু সংস্কারের পর রেলের তরফে অবশেষে ট্রেন চলাচলের অনুমতি দেওয়া হল। রেলমন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার একটি মালগাড়ি ও ডাউন কামাখ্যা-বেঙ্গালুরু এক্সপ্রেস চলাচল করছে। এদিন থেকে নিউ আলিপুরদুয়ার ও নিউ কোচবিহারের পর ফালাকাটা হয়ে মেইন লাইন দিয়ে ট্রেন চলাচল করতে পারবে বলে রেলমন্ত্রক জানিয়েছে।

কাজ বন্ধ করে

প্রথম পাতার পর

কেউ থাকতে পারেন, তা তো নয়। এখন কি ধর্ষণের ভয়ে রাতে বাড়ির বাইরে বের হওয়া বন্ধ করে দেব? এই যদি পরিস্থিতি হয় তাহলে মহিলারা কি আদৌ সুরক্ষিত? তাছাড়া এই ধরনের চিন্তাভাবনা থাকলে ধর্ষকরা মেয়েদের দুর্বল ভাববে। ধর্ষকদের মানসিকতা এখন 'ডোন্ট কেয়ার'। তারা বুঝে গিয়েছে, এধরনের ঘটনা ঘটালেও শাস্তি বলতে সেই অর্থে কিছু নেই।

কিন্তু যদি আমরা চুপ করে থাকি, তাহলে তারা আরও প্রশ্রয় পাবে। তাই রাস্তাঘাটে আমার বা অন্য কারও সঙ্গে কোনও ছেলে দুর্ব্যবহার করলে, আমি তার প্রতিবাদ করি। অনেক সময় রোষের মুখে পড়েছি। কিন্তু চুপ থাকিনি। মেয়েরা যাতে শুধু দিনে নয়, রাতেও সুরক্ষিত থাকেন, সেজন্য রাত দখলে পথে নেমেছিলাম। এরপরও ধর্ষণ বন্ধ হচ্ছে না।

দুর্গতদের সঙ্গে কথা মুখ্যমন্ত্রীর

প্রথম পাতার পর

করেন মাত্র প্রায় ২০ মিনিট। এরপর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলে তিনি কিছুটা দূরে সুভাষিণী চা বাগানে চলে যান। সেখানে তখন শ্রমিকরা কাজ সেরে ফিরছিলেন। তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের জানান, বন্যায় বাগানের ক্ষয়ক্ষতি পূরণের খরচ বাগান কর্তৃপক্ষ বহন করবে। তবে শ্রমিকদের প্রশাসনের তরফে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

বাগান সংলগ্ন তোর্ষা নদীর ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ দেখে সেচ দপ্তরের আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার নির্দেশ দেন। বাঁধ সংলগ্ন ওই বাগানের নদী লাইনে মুখ্যমন্ত্রী শ্রমিকদের মধ্যে ত্রাণ বিলিও করেন। শিশুদের হাতে খেলনা তুলে দেন। প্রায় ৪৫ মিনিট শ্রমিক লাইনে কাটিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শ্রমিকদের সমস্যা শুনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হচ্ছে। প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিরা ভালো কাজ করায় বন্যায় কোনও প্রাণহানি হয়নি। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে উদ্ধারকাজ চালানোর জন্য আলিপুরদুয়ার জেলার ৮ জন সরকারি কর্মীকে তিনি মানপত্র ও আর্থিক পুরস্কার দেন। তাঁদের মধ্যে তিনজন সিভিক ভলান্টিয়ার, চারজন এনডিআরএফ কর্মী ও একজন বনকর্মী।

বিপর্যস্ত পরিস্থিতির কারণে উত্তরবঙ্গে 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' প্রকল্প শেষ করার মেয়াদ ৬ নভেম্বর থেকে বাড়িয়ে দেওয়ার ঘোষণা করেন মমতা। তিনি বলেন, 'আমরা পরিকল্পনা নিয়েছিলাম প্রতি বুথে ১০ লক্ষ টাকা করে বরাদ্দ করা হবে। ফলে গোটা প্রকল্পটির জন্য বরাদ্দ ছিল ৮ হাজার কোটি টাকা। কিন্তু বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলির কথা ভেবে এই প্রকল্পের মেয়াদ বাড়ানো হচ্ছে। দুর্যোগে যাঁদের আধার কার্ড সহ অন্যান্য নথি হারিয়ে গিয়েছে, তাঁদের সেগুলি তৈরি করে দেওয়ার কাজও চলছে।' মুখ্যমন্ত্রী রবিবার রাত্রিবাস করেন মালঙ্গি বনবাংলোয়। সেখানে যাওয়ার আগে তিনি কাছেই হাসিমারার গুরুদোয়ারায় গিয়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে হালুয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন।

বিপর্যয়ের হিসেব

প্রথম পাতার পর

জেলাজুড়ে প্লাবিত ১০টি জায়গায় ১৩টি ত্রাণশিবির খোলা হয়েছিল বন্যার পরেই। ত্রাণশিবিরে ৫,১৩৫ জন ত্রাণ পেয়েছেন ইতিমধ্যে। জেলাজুড়ে বন্যায় রাস্তাঘাটের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের তরফে রাস্তাঘাট মেরামতের জন্য ৭০ কোটি টাকার একটা প্রকল্প তৈরি করে তার তথ্য মুখ্যমন্ত্রীকে জানানো হয়েছে। জেলার ৬ জায়গায় বাঁধ মেরামতের কাজ শুরু করেছে সেচ দপ্তর। বৈঠকে উপস্থিত আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিদের দাবি, মুখ্যমন্ত্রী এদিন তাঁদের কাজের প্রশংসা করেছেন।

জেলাজুড়ে স্বাস্থ্য শিবির হচ্ছে। নলকূপগুলো জীবাণুমুক্ত করা হয়েছে। বিশেষ শিবির করে নষ্ট হয়ে যাওয়া নথি সাধারণ মানুষকে তুলে দেওয়া হচ্ছে। এইসব তথ্য জেলা শাসক আর বিমলা মুখ্যমন্ত্রীর সামনে তুলে ধরেছেন।

রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক ছিলেন সেই বৈঠকে। তাঁর দাবি, 'বন্যার আগের দিন থেকে সবাই সতর্ক হয়ে সাধারণ মানুষকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। দুর্যোগের পর থেকেই জেলাজুড়ে প্রশাসনের তরফে কাজ শুরু হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীও বলেছেন বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণের যথাযোগ্য পদক্ষেপ করা হচ্ছে প্রশাসনের তরফে।' আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল বলেন, আলিপুরদুয়ার-১ ও ২ ব্লকের ক্ষয়ক্ষতির হিসেব মুখ্যমন্ত্রীকে জানানো হয়েছে।

আজ সত্যিই মৃত

প্রথম পাতার পর

জল না থাকা বা একেবারেই কম থাকার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে চর দখলের বাড়বাড়ন্ত দেখা যায়।

খাগড়াবাড়ি থেকে দর্জিপাড়া এলাকা পর্যন্ত কিছু এলাকায় দখল করে বাড়ি তৈরির অভিযোগ উঠেছে। আবার গুড়িয়াহাটি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ভারত কলোনির দিকেও একই ছবি দেখা গিয়েছে। পার্শ্ববর্তী পিলখানা এলাকায় চরের দিকে নতুন করে কিছু বাড়িঘর তৈরি হয়েছে। মরাতোর্ষার ধারে একাধিক বাজার থাকায় সেখানকার আবর্জনা নিয়মিত নদীতে জমা হচ্ছে। ফলে নাব্যতা কমছে। সম্প্রতি তোর্ষা নদী যেভাবে তার আগ্রাসী চেহারা দেখিয়েছে তাতে স্বাভাবিকভাবেই উদ্বিগ্ন কোচবিহার শহর। তোর্ষার বাঁধের ক্ষতি হলে সেই জল শহর ভাসিয়ে দিতে পারে। আবার শহর রক্ষাকারী বাঁধের অনেকটা অংশ মরা তোর্ষা নদীর পাশ দিয়ে রয়েছে। সেই দিকটায় জলের তোড় সেভাবে দেখা যায় না। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মরাতোর্ষা নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি পেলে ও সেখান থেকে দখলদারি সরানো গেলে মূল তোর্ষার ওপর চাপ কিছুটা হলেও কমবে। নদীবিশেষজ্ঞ তথা নেচার অ্যান্ড স্টাডি গ্রুপের সম্পাদক অরূপ গুহের কথা, 'প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে গিয়ে নদী দখল করলে তার কুপ্রভাব পরিবেশের ওপর পড়বেই। এবিষয়ে সাধারণ মানুষকে যেমন সচেতন হতে হবে। তেমনই প্রশাসনিক তৎপরতা নিতে হবে।'

কুলদীপ ম্যাজিকের পর প্রত্যাঘাত ক্যাম্পবেলের

যশস্বীর লেগব্রেককে আগামীর ভাবনা

ভারত-৫১৮/৫ ডি.
ওয়েস্ট ইন্ডিজ-২৪৮ ও ১৭৩/২
(তৃতীয় দিনের শেষে)

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর : তৃতীয় দিনের মাঝের সেশন।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম ইনিংস শেষ ২৪৮-এ। যশস্বী জয়সওয়াল-শুভমান গিলদের ব্যাটিং দেখার অপেক্ষায় বাড়তি ছটফটানি ছুটির দিনে অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে

টেস্টে পঞ্চমবার ইনিংসে পাঁচ উইকেট নেওয়ার পর কুলদীপ যাদব।

হাজির সমর্থকদের। যদিও সবাইকে কিছুটা অবাক করে ফলোঅনের সিদ্ধান্ত গৌতম গম্ভীর-শুভমান গিলদের।

৮১.৫ ওভারের ক্লান্তি কাটিয়ে ওঠার আগেই ফের বোলিংয়ের চাপ! কারও যুক্তি, হেডস্যর গম্ভীর দলের বোলারদের পরীক্ষার মুখে ফেলতে হয়তো এই পদক্ষেপ করেছেন। বিশ্বাস, নড়বড়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে হিসেব মেলাতে খুব বেশি কাঠখড় পোড়াতে হবে না।

যদিও হিসেবে গণ্ডগোল। সকালের সেশনে কুলদীপ যাদবের স্পিন জাদুতে পাওয়া রসদ, ২৭০ রানের লিডের 'আত্মতুষ্টি' ধাক্কা খেল দিনের অন্তিম সেশনে জন ক্যাম্পবেল, শাই হোপের নাছোড় লড়াইয়ের সামনে। চা পানে ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্কোর ৩৮/২। মহম্মদ সিরাজ, ওয়াশিংটন সুন্দর ফিরিয়ে দিয়েছেন তেগনারায়ণ চন্দ্রপল (১০) ও আলিক আথানাজেকে (৭)।

আজই প্রতিপক্ষকে গুটিয়ে দিয়ে ভারতের ম্যাচ ও সিরিজ পকেটে পুরে ফেলার গন্ধ মিলছিল। যদিও বিধি বাম ক্যাম্পবেল-হোপের যুগলবন্দিতে। মন্থর ও লো বাউন্স পিচে তৃতীয় দিনের শেষবেলায় ক্যারিবিয়ান ক্রিকেট মৌতাত। শনিবার দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষে সাজঘরে গিয়ে মুষড়ে থাকা দলকে উৎসাহ জোগান ব্রায়ান লারা। কোচ, অধিনায়কের পাশাপাশি কথা বলেন খেলোয়াড়দের সঙ্গেও। দ্বিতীয় ইনিংসে ক্যাম্পবেল-হোপদের ব্যাটিংয়ে কি তারই সুফল? উত্তর ক্যাম্পবেলরাই দিতে পারবেন।

বাস্তব হল, ব্যর্থতা ঝেড়ে চলতি সিরিজে প্রথমবার ঝলমলে দেখাল ওয়েস্ট ইন্ডিজকে। নিটফল, ৩৫/২ থেকে দিনের শেষে আর কোনও উইকেট না হারিয়ে রোস্টন চেজের দল তুলেছে ১৭৩। ইনিংসে হার বাঁচাতে দরকার আরও ৯৭।

আগ্রাসন, আত্মবিশ্বাস ও লড়াকু মানসিকতার মিশেলে ক্যাম্পবেলদের ব্যাটিংয়ে। ২৫তম টেস্টের কেরিয়ারে প্রথম সেঞ্চুরি থেকে ১৩ রান দূরে ক্যাম্পবেল (অপরাজিত ৮৭)। ২০১৯ সালে অভিষেক। গত ৪৯তম ইনিংসে মাত্র তিনটি পঞ্চাশ। সর্বাধিক ছিল ৬৬। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এদিন খেললেন কেরিয়ারের অন্যতম সেরা ইনিংস। সুইপ শটের মুনশিয়ানা ও রবীন্দ্র জাদেজা-কুলদীপদের উইকেটের সামনের ক্ষত ব্যবহার করতে না দেওয়ার সফল স্ট্র্যাটেজির খুশি নিয়ে ফিরলেন ক্যাম্পবেল।

হোপের (অপরাজিত ৬৬) সেখানে ২০১৯ সালের পর প্রথম হাফ সেঞ্চুরির স্বাদ পাওয়া। জুটি ভাঙতে দিনের শেষ ওভারে শুভমান বল তুলে দেন যশস্বী জয়সওয়ালের হাতে। যশস্বীর লেগব্রেক বোলিংয়ে 'ব্রেক থ্রু' না এলেও আগামীর ভাবনায় নয়া বিকল্পের রাস্তা দেখাল। অনিল কুম্বলেদের পরামর্শ, বোলিং কোচ মর্নি মরকেলের উচিত বোলার যশস্বীকেও 'সিরিয়াস' ভাবে নেওয়া।

শেষ সেশনে ১৩৮ রান যোগ করেন হোপরা। চলতি সিরিজে হওয়া ২০টি সেশনে প্রথমবার একটা আস্ত সেশন তাঁদের দখলে! সোমবার যে লড়াই জারি থাকলে গম্ভীরদের ফলোঅনের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন বড় আকার নেবে। কেউ কেউ আবার একধাপ এগিয়ে ২০০১ ইডেন গার্ডেন্স টেস্টে ফলোঅনের পর রাহুল দ্রাবিড়-ভিভিএস লক্ষ্মণের মহাকাব্যিক যুগলবন্দির গন্ধও পাচ্ছেন!

অন্তিম সেশন বাদ দিলে ভারতের একতরফা দাপট। সৌজন্যে কুলদীপ। দ্বিতীয় দিনে টপ অর্ডার ভেঙেছিলেন জাদেজা। আজ কুলদীপের পালা। পিচে গতি নেই। নেই বাউন্সও। তার মধ্যেই ১৫ টেস্টের কেরিয়ারে পঞ্চমবার ইনিংসে ৫ উইকেট! সুনীল গাভাসকারের কথায়, কুলদীপ-স্পেশাল। মরা পিচেও আনপ্লেয়বল! যে স্পেশালে গতকালের ১৪০/৪ থেকে ২৪৮-এ শেষ ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম ইনিংস। হোপের (৩৬) অফস্টাম্প ছিটকে দিয়ে শুরু কুলদীপের। টেভিন ইমলাচ (২১), জাস্টিন গ্রিভস (১৭), জেডন সিলসও (১৩) ভারতীয় রিস্ট স্পিনারের ঝোলায়। রবীন্দ্র জাদেজা তিনটি এবং সিরাজ, জসপ্রীত বুমরাহ নেন একটা করে উইকেট।

২০১৯ সালের পর টেস্টে অর্ধশতরান করলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের শাই হোপ। রবিবার।

১৭৫/৮ থেকে শেষ দুই উইকেটে ৭৩ রান যোগ করেন খারি পিয়েরে (২৩), অ্যান্ডারসন ফিলিপরা (অপরাজিত ২৪)। ফলোঅনের পর দ্বিতীয় ইনিংসে যে লড়াইয়ের উত্তাপ আরও ঊর্ধ্বমুখী ক্যাম্পবেল-হোপের যুগলবন্দিতে। আগামীকাল কিংবা শেষ দুইদিনে লড়াইটা কি জারি থাকবে? নাকি টানা ১৩১ ওভার বোলিংয়ের ক্লান্তি সরিয়ে প্রত্যাঘাত করবে ভারত, সেটাই দেখার।

ফলোঅন নিয়ে ভুল স্বীকার থিংকট্যাংকের

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর : ১৫তম টেস্ট।

পঞ্চমবার ইনিংসে পাঁচ উইকেট। বাঁহাতি রিস্ট স্পিনার হিসেবে স্পর্শ করলেন ইংল্যান্ডের জনি ওয়ার্ডলির ৬৮ বছরের পুরোনো সর্বাধিক পাঁচবার ইনিংসে পাঁচ উইকেট নেওয়ার নজির। নির্বিষ পিচে কুলদীপ যাদবের স্পিন জাদুর মুখে পড়ে ফলোঅন ওয়েস্ট ইন্ডিজের।

জন ক্যাম্পবেলের প্রতিরোধ কাজ কঠিন করছে টিম ইন্ডিয়ার।

> আমরা এদিন শুরুটা খুব ভালো করেছি। উইকেট ব্যাটিং সহায়ক ছিল। পিচে গতি ছিল না বললেই চলে। সারাক্ষণ তাই চেষ্টা করে গিয়েছি বলটাকে সঠিক জায়গায়, উইকেটের সোজা রাখতে। বাতাসে ব্যাটারদের বোকা বানানোর পরিকল্পনাও ছিল। আর্ম-স্পিডকে কাজে লাগিয়েছি। যার সুফল পাঁচ উইকেট।
>
> **কুলদীপ যাদব**

জোড়া খুশি কুলদীপের কথায়। বোলিং রহস্য নিয়ে বলেছেন, 'আমরা এদিন শুরুটা খুব ভালো করেছি। উইকেট ব্যাটিং সহায়ক ছিল। পিচে গতি ছিল না বললেই চলে। সারাক্ষণ তাই চেষ্টা করে গিয়েছি বলটাকে সঠিক জায়গায়, উইকেটের সোজা রাখতে। বাতাসে ব্যাটারদের বোকা বানানোর পরিকল্পনাও ছিল। আর্ম-স্পিডকে কাজে লাগিয়েছি। যার সুফল পাঁচ উইকেট।'

টেস্টে নিয়মিত নন। ইংল্যান্ড সফরে পাঁচ টেস্টেই রিজার্ভ বেঞ্চে ছিলেন। কিন্তু প্রত্যাবর্তনে চেনা মেজাজ। কুলদীপের কথায়, 'যে ফরম্যাটেই খেলি না কেন, নিজের সেরাটা দিতে চাই। বেশ কিছুদিন পর ৫ উইকেট। আমার কাছে তাই বাড়তি গুরুত্ব এই সাফল্য। মাঠে নামলে লক্ষ্য একটাই, বল হাতে ম্যাজিক তৈরি। ১৮ মাস পর ফিরলেও লক্ষ্য একই থাকে।'

দ্বিতীয় ইনিংসে এখনও পর্যন্ত অবশ্য কুলদীপের সেই স্পিন-জাদু কাজ করেনি। পিচ ভাঙার বদলে আরও মন্থর। বাউন্সও নেই। পিচ না-পসন্দ হলেও ক্যারিবিয়ান ব্যাটারদের প্রশংসা করছেন কুলদীপ। বলেছেন, 'আমাদের জন্য প্রথম ইনিংস দুর্দান্ত কেটেছে। তবে দ্বিতীয় ইনিংসে ওরা দারুণ ব্যাট করেছে। শাই হোপ এবং জন ক্যাম্পবেল দারুণ সব শট খেলল। কৃতিত্ব দিতে হচ্ছে।'

কাঠগড়ায় মন্থর পিচ

এদিকে, ফলোঅন করানোর সিদ্ধান্ত ভুল মানছেন গৌতম গম্ভীরের সহকারী রায়ান টেন ডোসেট। ভেবেছিলেন পিচ আরও ভাঙবে। ব্যাটিং করা কঠিন হবে। কিন্তু উলটোটাই হয়েছে। রায়ান টেন এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, 'প্রথম ইনিংসে ওদের শেষ দুই উইকেট প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশি লম্বা হয়েছে। বোলারদের ক্লান্তির কথা মাথায় ব্যাটিং ভাবনায় ছিল। কিন্তু তারপর মনে হয় ২৭৫ যথেষ্ট লিড। উইকেট ভাঙবে। ওদের ব্যাটিং সহজ হবে না। যদিও উইকেট ভাঙার বদলে আরও মন্থর হয়ে যায়।'

উইকেট নিয়ে যে ভুল পর্যবেক্ষণ, ফলোঅন করানোর ফল চোখের সামনে। হোপদের লড়াইয়ের প্রশংসা, পিচ-কাটা মেনে নিলেও ফলোঅন নিয়ে ভুল সিদ্ধান্ত আড়াল করা যাচ্ছে না। রায়ান বলেছেন, 'বিকেলের সেশন কঠিন ছিল আমাদের জন্য। শাই, ক্যাম্পবেল দারুণ ছন্দে ছিল। বিশেষ করে ক্যাম্পবেল দারুণভাবে সুইপ শট ব্যবহার করল। আশা করি, পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়নে আগামীকাল দ্রুত ওদের ইনিংস গুটিয়ে দিতে পারব আমরা।'

দিনের শুরুটা অবশ্য কুলদীপের দুরন্ত বোলিং। প্রতিপক্ষের প্রথম ইনিংস আড়াইশোর মধ্যে গুটিয়ে যায় যার ধাক্কায়। দিনের শেষে কুলদীপকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়ে ডোসেট বলেছেন, 'কুলদীপের বিশেষত্ব হল ও মিসট্রি স্পিনার। সহজে ওকে পড়া যায় না। যে কারণে ফিঙ্গার স্পিনারদের চেয়ে ও বেশি বিপজ্জনক।'

নামধারীর বিরুদ্ধে সতর্ক অস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ অক্টোবর : বড় জয় দিয়ে আইএফএ শিল্ড অভিযান শুরু করলেও স্বস্তিতে নেই ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোঁ।

শেষ ম্যাচে শ্রীনিধি ডেকান এফসি-কে ৩-০ গোলে হারিয়েছে নামধারী। দলে বেশ কয়েকজন বিদেশি রয়েছেন। এছাড়াও বেশ কয়েকজন ভালো ভারতীয় ফুটবলার রয়েছে। ফলে নামধারীর বিরুদ্ধে কোনও ঝুঁকি নিতে নারাজ ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোঁ।

রবিবার অনুশীলনে পূর্ণশক্তির দল নিয়েই মাঠে নামার ইঙ্গিত দিয়েছে লাল-হলুদ। এদিন পুরোদমে অনুশীলন করেছেন স্প্যানিশ মিডিও সাউল ক্রেসপো। তাঁকে ঘিরেই পরিকল্পনা সাজাচ্ছেন অস্কার। জাপানি তারকা হিরোশি ইবুসুকিকে এই ম্যাচে না খেলানোর সম্ভাবনাই বেশি।

এদিকে, রবিবার থেকে অনুশীলন শুরু করে দিল মোহনবাগান। শেষ ম্যাচে তারা খেলবে ইউনাইটেড স্পোর্টসের বিরুদ্ধে। জাতীয় দলে থাকায় এই ম্যাচে শুভাশিস বসু ও আপুইয়াকে পাবে না সবুজ-মেরুন শিবির।

২৩ রানে থামলেন বাবর আজম।

ব্যর্থ বাবর, টানছেন রিজওয়ান

লাহোর, ১২ অক্টোবর : খারাপ সময় কিছুতেই কাটছে না বাবর আজমের। প্রথম ওভারেই ওপেনার আবদুল্লাহ শফিককে (২) হারায় পাকিস্তান। এরপর দ্বিতীয় উইকেটে ১৬১ রানের জুটিতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে খেলা ধরে নিয়েছিলেন ইমাম-উল-হক (৯৩) ও অধিনায়ক শান মাসুদ (৭৬)। তাঁদের গড়ে দেওয়া ভিত কাজে লাগাতে পারেননি বাবর। সেট হয়ে যাওয়ার পরও সাইমন হার্মারের (৭৫/১) বলে ২৩ রানে তিনি এলবিডব্লিউ হয়ে যান। সেই ধাক্কা সামলে প্রথম দিনের শেষে পাকিস্তান প্রথম ইনিংসে ৩১৩/৫ স্কোরে পৌঁছে গিয়েছে। যার কারিগর মহম্মদ রিজওয়ান (৬২) ও সলমন আলি আঘা (৫২)। অবিচ্ছিন্ন ষষ্ঠ উইকেটে তাঁরা ১১৪ রান যোগ করে ফেলেছেন। সেনুরান মুথুসামি নেন ২ উইকেট।

যশস্বীর কাছে অনুরোধ লারার

'আমাদের বোলারদের নির্মমভাবে মেরো না'

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর : চাইলেও এখন তিনি আর মাঠে নামতে পারবেন না। চাইলেও তিনি এখন আর তাঁর দলকে সাফল্যের দিশা দিতে পারবেন না।

কিন্তু বিপক্ষ দলের অন্যতম সেরা ব্যাটারকে অনুরোধ তো করতেই পারেন। দুনিয়াকে চমকে দিয়ে কিংবদন্তি ব্রায়ান লারা সেই পথেই হাঁটলেন। অরুণ

শনিবার দিনের খেলা শেষ হওয়ার পর যশস্বীর সঙ্গে আড্ডায় ব্রায়ান লারা।

> আমার কাছে সবকিছুর আগে দল। কীভাবে দলের জন্য সাফল্য আনা যায়, সবসময় সেই চেষ্টা করি। কখনও সফল হই, কখনও ব্যর্থ। কিন্তু চেষ্টা চলতে থাকে। যতদিন খেলব, এমন পজিটিভ মানসিকতা নিয়েই খেলব। শুরুটা ভালো করতে পারলে সবসময় বড় রানের লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে চাই আমি। এটাই আমার মানসিকতা।
>
> **যশস্বী জয়সওয়াল**

জেটলি স্টেডিয়ামে চলতি ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্টের দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে টিম ইন্ডিয়ার তরুণ ওপেনার যশস্বী জয়সওয়ালকে অনুরোধ করলেন তাঁর দলের বোলারদের এমন খারাপভাবে না মারতে। কিংবদন্তি লারার এমন অনুরোধ শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন যশস্বী। একটু সময় নিয়ে জবাবে তিনি লারাকে বলেন, 'আমি শুধু চেষ্টা করছি।'

ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটের সুদিন এখন ইতিহাস। বর্তমানে ব্যর্থতার আঁধারে ডুবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট। কীভাবে এই ব্যর্থতা কেটে ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটে সুদিন ফিরবে, কারও জানা নেই। জবাব নেই লারার কাছেও। স্যর ভিভিয়ান রিচার্ডস, লারারা অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে বসে টিম ইন্ডিয়ার সামনে তাঁদের দলের চূর্ণ হওয়ার ছবি দেখেই চলেছেন। তার মধ্যেই গতকাল দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে যশস্বীকে অনুরোধ করে হইচই ফেলে দিয়েছেন লারা। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের ওয়েবসাইটে দেওয়া ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে ভারতীয় ক্রিকেটাররা যখন সাজঘরের দিকে ফিরছিলেন, লারা গ্যালারি থেকে মাঠের ধারে হাজির হয়ে গিয়েছিলেন। সেখানেই যশস্বীকে দুর্দান্ত শতরানের জন্য তিনি অভিনন্দন জানান। আর তারপরই এমন অবাক অনুরোধ করে বসেন। চলতি দিল্লি টেস্টে ১৭৫ রানের মায়াবী ইনিংস খেলে অধিনায়ক শুভমান গিলের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝিতে রানআউট হয়ে যান যশস্বী। পরে বিসিসিআইয়ের ওয়েবসাইটে দেওয়া সাক্ষাৎকারে যশস্বী বলেছেন, 'আমার কাছে সবকিছুর আগে দল। কীভাবে দলের জন্য সাফল্য আনা যায়, সবসময় সেই চেষ্টা করি। কখনও সফল হই, কখনও ব্যর্থ। কিন্তু চেষ্টা চলতে থাকে। যতদিন খেলব, এমন পজিটিভ মানসিকতা নিয়েই খেলব। শুরুটা ভালো করতে পারলে সবসময় বড় রানের লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে চাই আমি। এটাই আমার মানসিকতা।'

রনজি শুরুর আগে ফুরফুরে মেজাজে বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ অক্টোবর : গতরাতে কলকাতায় পৌঁছেছিলেন। রবিবার সকালে ইডেন গার্ডেন্সে বাংলা দলের অনুশীলনে হাজির হয়ে গেলেন আকাশ দীপ। শুধু হাজির হওয়াই নয়, বল হাতে অন্তত চল্লিশ মিনিট নেটে দারুণ ছন্দে বোলিং করতে দেখা গেল তাঁকে। আকাশের বোলিং দেখে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা, বোলিং কোচ শিবশংকর পালরাও মুগ্ধ। বিকেলের দিকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন বলছিলেন, 'আকাশ বল হাতে দারুণ ছন্দে রয়েছে। আজ নেটে অনেকটা সময় বোলিংও করেছে। আকাশকে পাওয়ায় নিশ্চিতভাবে আমাদের বোলিং শক্তিশালী হবে।' বোলিং কোচ শিবশংকর বলছেন,

ছন্দে আকাশ

'আকাশকে দেখে মনেই হল না, বেশ কিছুদিন ক্রিকেটের বাইরে ছিল ও। নেটে দুর্দান্ত বোলিং করল আজ।'

আকাশের ছন্দ বাংলা টিম ম্যানেজমেন্টের মেজাজ ফুরফুরে করে দিলেও মহম্মদ সামিকে নিয়ে আচমকাই অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে। টিম ইন্ডিয়ার বাইরে থাকা জোরে বোলারের আজ সন্ধ্যায় কলকাতায় পৌঁছানোর কথা ছিল। কিন্তু ব্যক্তিগত কারণে সামি আজ কলকাতায় আসেননি। আগামীকাল বিকেলে তিনি কলকাতায় পৌঁছে যাবেন বলে খবর। এদিকে, শেষ কয়েকদিনের টানা বৃষ্টির পর গতকাল, আজ কলকাতায় বৃষ্টি হয়নি। দুইদিন বৃষ্টি বন্ধ থাকার কারণে ইডেনের মাঠকর্মীরা মাঠ তৈরি করে দিয়েছেন। আজ সকালে প্রথমবার টিম বাংলা ইডেনে প্রায় তিন ঘণ্টা অনুশীলন করেছে। কোচ লক্ষ্মীরতন মাঠকর্মীদের দারুণ কাজের জন্য শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন।

পরিণত গিলে মজে কুম্বলে

শুভমান গিলের নেতৃত্বের প্রশংসা করলেন অনিল কুম্বলে।

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর : দুইজনেই ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ।

একজনের কাঁধে ইতিমধ্যেই টেস্ট এবং ওডিআই ফরম্যাটে নেতৃত্বের ভার। অপরজন সামলাচ্ছেন কঠিনতম টেস্ট ক্রিকেটে নতুন বলের চ্যালেঞ্জ। শুভমান গিল ও যশস্বী জয়সওয়াল। প্রাক্তনদের মতে, দুইজনের কেরিয়ার গ্রাফের ওপর নির্ভর করবে ভারতীয় ক্রিকেটের ভাগ্য।

অনিল কুম্বলে যেমন আস্থা দেখালেন শুভমানের ওপর। ছোট্ট কাঁধে জাতীয় দলের নেতৃত্ব যেভাবে সামলাচ্ছেন, তাতে উচ্ছ্বসিত প্রাক্তন অধিনায়ক। ভারতের সর্বাধিক টেস্ট উইকেটের মালিকের মতে, প্রতি পদক্ষেপে পরিণতবোধের পরিচয় রাখছেন শুভমান।

কুম্বলে বলেছেন, 'ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দেওয়া মোটেই সহজ নয়। মাঠে নেমে শুধু সিদ্ধান্ত নেওয়া নয়, আরও অনেক কিছু সামলাতে হয় একজন অধিনায়ককে। শুভমান দায়িত্বটা দারুণভাবে সামলাচ্ছে। অধিনায়কত্ব পাওয়ার পর ব্যাটিংয়ে সেই দায়িত্ববোধের প্রতিফলন। নয়াদিল্লি টেস্টের ইনিংসেও তারই পুনরাবৃত্তি। পরিস্থিতি বুঝে প্রয়োজনমাফিক স্পিনারদের আক্রমণ করল। বজায় রাখল রানের গতি।'

পূর্বসূরির মতে, একজন তরুণের কাছে জাতীয় দলে সেট হওয়াই বড় চ্যালেঞ্জ। সেখানে নেতৃত্বের ভার। চ্যালেঞ্জে প্রতিটি ধাপ দ্রুত এবং সাফল্যের সঙ্গে পেরিয়ে যাচ্ছে। শুভমানের যে পরিণত বোধ ভারতীয় ক্রিকেটের সম্পদ। ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রাক্তন ক্রিকেটার ড্যারেন গঙ্গার মুখেও শুভমানের প্রশংসা।

চলতি বছরে শুভমানের স্বপ্নের ফর্মের কথা তুলে ধরেন গঙ্গা। সাফল্যের জন্য ক্রিকেটীয় দক্ষতা, টেম্পারামেন্ট, ভালো শুরুকে কাজে লাগানোর তাগিদকে কৃতিত্ব দিচ্ছেন। ব্যাটিংয়ের সঙ্গে অধিনায়কত্বের গুরুভার যেভাবে সামলাচ্ছেন, তা প্রশংসার দাবি রাখে। একেবারে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছে।

যশস্বীর কাছে 'আবদার' সানির

যশস্বীর কাছে আবার বিশেষ আবদার সুনীল গাভাসকারের। ম্যারাথন ইনিংস, লম্বা সেঞ্চুরির অভ্যাস (সাতটা সেঞ্চুরির মধ্যে পাঁচটিই ১৫০ প্লাস) যেন জারি থাকে। সানির কথায়, 'ড্যাডি সেঞ্চুরি'! যশস্বীকে প্রশ্ন করার ফাঁকে ১৭৫ রানের ইনিংসের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেছেন, 'সাবাশ। তোমার (যশস্বী) ইনিংসটা দারুণ উপভোগ করেছি। শেষটা যেভাবে (রানআউট) হয়েছে, তা নিয়ে আক্ষেপ কোরো না।'

এরপরই আবদার। গাভাসকার বলেছেন, 'দারুণ ইনিংস। চালিয়ে যাও। সেঞ্চুরির অভ্যাস বজায় রেখো। 'ড্যাডি হান্ড্রেডস'। তবে আমি এখন গ্র্যান্ডফাদার। তাই বলতে চাই, 'গ্র্যান্ডড্যাডি হান্ড্রেডস' করাটা চালিয়ে যাও।' পূর্বসূরির প্রশংসায় আপ্লুত যশস্বীর ছোট্ট উত্তর, 'থ্যাঙ্ক ইউ স্যর।'

নতুন বান্ধবী মাহিকা শর্মার সঙ্গে ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে এই ছবি পোস্ট করেন হার্দিক পান্ডিয়া। নেটপাড়ার গুঞ্জন, নিজের ৩২তম জন্মদিনও মাহিকাকে নিয়ে উদযাপন করেছেন হার্দিক।

বিরাটের আইপিএল অবসর নিয়ে জল্পনা

বেঙ্গালুরু, ১২ অক্টোবর : কুড়ির বিশ্বকাপ জিতে টি২০ ছেড়েছিলেন। টিম ইন্ডিয়ার মিশন ইংল্যান্ডের আগে টেস্ট থেকেও অবসর নিয়েছেন। একদিনের ক্রিকেট অবশ্য এখনও চালিয়ে যাচ্ছেন বিরাট কোহলি। কিন্তু কতদিন তাঁকে একদিনের আন্তর্জাতিকে দেখা যাবে?

জবাব নেই কোথাও। আপাতত কোহলি ডুবে রয়েছেন আসন্ন অস্ট্রেলিয়া সফরের প্রস্তুতিতে। স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজে রোহিত শর্মার সঙ্গে মাঠে নামতে চলেছেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক কোহলিও। বুধবার সতীর্থদের সঙ্গে পারথ রওনা হওয়ার কথা বিরাটের। এমন অবস্থায় আচমকাই আজ জল্পনা তৈরি হয়েছে কোহলির আইপিএল ভবিষ্যৎ নিয়ে। জানা গিয়েছে, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর সঙ্গে যুক্ত একটি সংস্থা গত এক মাস ধরে কোহলির সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ বাড়ানো নিয়ে আলোচনা করে চলেছে। কিন্তু বিরাট রাজি হচ্ছেন না। কোহলির এমন মনোভাবের খবর সামনে আসার পরই জল্পনা শুরু হয়েছে তাঁর আইপিএল ভবিষ্যৎ নিয়ে। মনে করা হচ্ছে, ২০২৬ সালের আইপিএলই হয়তো শেষবার মাঠে নামবেন কোহলি। যদিও কোহলির ফ্র্যাঞ্চাইজি দল আরসিবি-র তরফে পুরো বিষয়টি নিয়ে মুখ বন্ধ রাখা হয়েছে। বিরাটও তাঁর মনের অন্দরের ভাবনা ও পরিকল্পনার কোনও ইঙ্গিত দেননি। এমন অবস্থায় তাই বিরাটের আইপিএল ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রবল

জল্পনা চলছে।

কোহলি ঠিক কী ভাবছেন? আরসিবি-র অন্দরমহলের খবর, শেষ মরশুমে খেতাব জয়ের পর এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে সাফল্যের সেলিব্রেশন করতে গিয়ে পদপিষ্টের ঘটনার পর কোহলি সক্রিয়ভাবে আরসিবি-র মুখ হিসেবে থাকতে চাইছেন না। সম্ভবত সেই কারণেই আরসিবি-র সহযোগী সংস্থার সঙ্গেও দূরত্ব তৈরি করেছেন তিনি। জানা গিয়েছে, ২০২৬ সালেও রজত পাতিদারের নেতৃত্বে আরসিবি আইপিএল অভিযানে নামবে। সেই স্কোয়াডে কোহলিকে দেখা যাবে কিনা, নাকি ২০২৬ সালের আইপিএলের পরই তিনি অবসর ঘোষণা করে দেন, সেটাই এখন দেখার।

৩৬ রানে পড়ল শেষ ৬ উইকেট

স্মৃতিদের দাপটেও হার ভারতের

ভারত-৩৩০
অস্ট্রেলিয়া-৩৩১/৭
(৪৯ ওভার পর্যন্ত)

ভাইজ্যাগ, ১২ অক্টোবর : এ যেন দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচের হাইলাইটস। বৃহস্পতিবার প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে রিচা ঘোষের বিধ্বংসী ইনিংসে চ্যালেঞ্জিং স্কোরে পৌঁছেছিল ভারতীয় মহিলা দল। কিন্তু শেষদিকে বোলারদের জঘন্য পারফরমেন্সে ম্যাচ হাতছাড়া হয় হরমনপ্রীত কাউর ব্রিগেডের। মহিলাদের চলতি ওডিআই বিশ্বকাপে রবিবার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধেও স্মৃতি মান্ধানা, প্রতীকা রাওয়ালদের দাপটে ৩৩০ রানে পৌঁছে ৫০ ওভারের বিশ্বকাপে নিজেদের সর্বাধিক স্কোর তুলে ফেলেছিল ভারত। কিন্তু ভাইজ্যাগের ব্যাটিং সহায়ক উইকেটে ফের লাগামছাড়া বোলিংয়ে দলকে ডোবালেন আমনজ্যোৎ কাউর, ক্রান্তি গৌড়রা। ওপেনিং করতে নেমে অ্যালিসা হিলির (১০৭ বলে ১৪২) ব্যাটিং তাণ্ডবের পর এলিসে পেরি (অপরাজিত ৪৭) ও অ্যাশলে গার্ডনারের (৪৫) হিসেবকষা ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়া ১ ওভার বাকি থাকতে ৩ উইকেটে জয় তুলে নেয়। টানা দ্বিতীয় ম্যাচ হেরে সেমিফাইনালের রাস্তা কঠিন করে ফেলল ভারতীয় দল। বাকি থাকা তিন ম্যাচই এখন তাদের জন্য ডু অর ডাই।

গত তিন ম্যাচে কিছুটা অপ্রত্যাশিতভাবে 'শান্ত' ছিলেন স্মৃতি। তবে এদিন অস্ট্রেলিয়াকে সামনে পেতেই জ্বলে উঠল তাঁর ব্যাট। গায়ের জোরে ধুন্ধুমার ব্যাটিং নয়, বরং টাইমিং নির্ভর ক্রিকেট খেলেন স্মৃতি। যা চোখের পক্ষে আরামদায়ক। এদিন ২৯ বছরের স্মৃতির থেকে চেনা 'টাচ' পাওয়া গেল। শতরান ফেলে এলেও ৬৬ বলে ৮০ রানের ইনিংসে একাধিক রেকর্ড গড়লেন তিনি। বিশ্বের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে মহিলাদের ওডিআইয়ে এক বছরে ১ হাজার রানের মাইলস্টোনে পা রাখেন তিনি। মাত্র ১১২টি ইনিংসে মহিলাদের ওডিআইয়ে ৫ হাজার রানের গণ্ডি টপকে ফেললেন স্মৃতি। এই রেকর্ডে স্মৃতিই কনিষ্ঠতম মহিলা ব্যাটার। শুধু তাই নয়, অজিদের বিরুদ্ধে টানা পাঁচটি ওডিআইয়ে ৫০ প্লাস স্কোর হয়ে গেল স্মৃতির। এদিন আরেক ওপেনার প্রতীকা রাওয়ালকে (৭৫) পাশে পেয়ে যান স্মৃতি। ওপেনিং জুটিতে ১৫৫ রান তুলে তাঁরা বড় রানের মঞ্চ তৈরি করে দেন। কিন্তু সেট হয়েও উইকেট দিয়ে আসেন হার্লিন দেওল (৩৮), হরমনপ্রীত (২২), জেমিমা রডরিগেজ (৩৩), রিচারা (৩২)। নিটফল, ৩৬ রানে শেষ ৬ উইকেট হারিয়ে সাড়ে তিনশোর আগেই ভারতের ইনিংস থেমে যায়।

বল হাতে শুরুতেই অজি ব্যাটারদের কাজ সহজ করে দেন ক্রান্তিরা। বজায় ছিল স্টাম্পের পিছনে রিচার 'হরর শো।' ৩৪ রানের মাথায় ফোয়েবে লিচফিল্ডের সহজ স্টাম্পিং মিস করেন শিলিগুড়ির রিচা। যার সুযোগ নিয়ে হিলি ও লিচফিল্ড ওপেনিংয়ে ৮৫ রান তুলে মহিলাদের ওডিআইয়ে সর্বাধিক রানতাড়ার মঞ্চ গড়ে দেন। লিচফিল্ড (৪০) ফিরলেও অজিদের ট্র্যাকে রাখেন হিলি। অ্যানাবেল সাদারল্যান্ডকে (০) নাল্লাপুরেড্ডি শ্রী চরণি (৪১/৩) তুলে নিলেও গার্ডনারকে নিয়ে 'ক্যালকুলেটিভ রিস্ক'-এ দলের রান এগিয়ে নিয়ে যান তিনি। ফলে রানতাড়ায় কখনোই আস্কিং রেটের চাপ অনুভব হয়নি অস্ট্রেলিয়ার। তারা ৪৯ ওভারে ৩৩১/৭ স্কোরে পৌঁছে যায়।

সেনসেশনাল স্মৃতি
এক বছরে সর্বাধিক রান (মহিলাদের ওডিআই)

ব্যাটার	ম্যাচ	রান	সাল
স্মৃতি মান্ধানা	১৮	১০৬২	২০২৫
বেলিন্ডা ক্লার্ক	১৬	৯৭০	১৯৯৭
লরা উলভারডট	১৮	৮৮২	২০২২
ডেবি হকলে	১৬	৮৮০	১৯৯৭
অ্যামি স্যাটারওয়েট	১৫	৮৫৩	২০১৬

শতরানের পর অ্যালিসা হিলি।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওডিআইয়ে টানা পাঁচটি ৫০ প্লাস স্কোর করে মান্ধানা।

মহিলাদের ওডিআইয়ে দ্রুততম ৫ হাজার (ইনিংসের বিচারে)

ব্যাটার	ইনিংস
স্মৃতি মান্ধানা	১১২
স্টেফানে টেলর	১২৯
সুজি বেটস	১৩৬
মিতালি রাজ	১৪৪
শার্লট এডওয়ার্ডস	১৫৬

ফুটবল ফেডারেশনে গৃহীত হল সংবিধান

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১২ অক্টোবর : দেশের শীর্ষ আদালতের দেওয়া নয়া সংবিধান অনুমোদন সাপেক্ষে গৃহীত হল অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের বিশেষ সাধারণ সভায়।

এদিনের সভায় অবশ্য বিস্তর বিতণ্ডা হয় এই সংবিধান গ্রহণ করা নিয়ে। এমনকি ঝামেলা হয় এআইএফএফ সহ মহাসচিব এম সত্যনারায়ণ ও কোষাধ্যক্ষ অভিজিৎ পালের মধ্যে। তবে এদিনের সভা নিয়ে মূল আপত্তি তোলেন বিরোধী গোষ্ঠীর তরফে ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের প্রফুল প্যাটেল ও ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সুব্রত দত্ত। মূলত প্রাক্তন সভাপতি প্রফুলের বক্তব্য ছিল, যেহেতু দুইটি বিষয় নিয়ে ফের আদালতের দ্বারস্থ হতে হয়েছে, সেই দুই বিষয়ে শীর্ষ আদালতের নির্দেশ আসা পর্যন্ত এই বিশেষ সাধারণ সভা স্থগিত করে দেওয়া হোক। নাহলে ওই দুই বিষয়ের জন্য আবার একবার সাধারণ সভা করতে হবে। কিন্তু কল্যাণ চৌবে মানতে রাজি হননি তাঁর বক্তব্য। পরে সুব্রত দত্তও রাজ্যের বিপক্ষে যেতে পারে এমন কিছু প্রসঙ্গ তোলেন। তখন কল্যাণ জানান, তাহলে এই বিষয়ে ভোট করা হোক। এদিনের সভায় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ৩৬টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রতিনিধিরা। তাতে দেখা যায়, প্রফুল ও সুব্রত ছাড়া দিল্লি, মেঘালয় ও গোয়া সভা স্থগিত করে পরে সংবিধান গ্রহণের বিষয়ে মত দেয়। বাকিরা এদিনই গ্রহণ করার পক্ষে সায় দেওয়ায় অনুমোদন সাপেক্ষে গৃহীত হয়ে যায় নতুন সংবিধান। রাজ্য সংস্থার সদস্যরা ছাড়াও ফিফার দুইজন ও এএফসি-র একজন সদস্য এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন।

প্রসঙ্গত দুইটি বিষয় নিয়ে ফের আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে ফেডারেশন। যার একটি আদালতের নজরদারি ও অন্যটি হল রাজ্য ও এআইএফএফে একসঙ্গে দুইটি পদে থাকা। কোনও ব্যক্তি একসঙ্গে দুই জায়গায় থাকতে পারবেন না। এই নিয়ম চালু হয়ে গেলে বর্তমান কমিটির একাধিক সদস্যকে হয় রাজ্যের পদ ছাড়তে হবে অথবা ফেডারেশনের। যা হয়তো শেষপর্যন্ত আদালতের নির্দেশে তাঁদের মেনে নিতেই হবে। তবে ফিফার নিয়ম মেনে শীর্ষ আদালত নজরদারির পথে সম্ভবত হাঁটবে না বলেই অভিজ্ঞ মহল মনে করছে। আগামী সপ্তাহে এই বিষয়ে শুনানির পর এই মাসেই হয়তো আবার বিশেষ সাধারণ সভা হতে চলেছে এআইএফএফের। এদিনের সভায় এছাড়া আর কোনও বিষয়েই আলোচনা হয়নি বলে জানা গিয়েছে। কার্যনির্বাহী সমিতির এক সদস্য অবশ্য স্বীকার করে নিলেন পরবর্তী সাধারণ সভা আহ্বান করা তাদের পক্ষে খুবই চ্যালেঞ্জিং। কারণ এবার নতুন সংবিধান অনুযায়ী আইএসএল, আই লিগ ও ডব্লিউআইএলের চ্যাম্পিয়ন ক্লাবের প্রতিনিধিরা ছাড়াও ১৫ জন প্রাক্তন ফুটবলারকে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য বেছে নিতে হবে। যা অতি দ্রুত করা প্রায় অসম্ভব। তিনি বলেছেন, 'মোহনবাগান, ইন্টার কাশী এফসি ও ইস্টবেঙ্গল-এই তিন ক্লাব প্রতিনিধিত্ব করবে, এটা না হয় আমরা জানি। কিন্তু ১৫ জন প্রাক্তন ফুটবলার দ্রুত বাছাই করা এখন সবচেয়ে কঠিন কাজ।' এছাড়াও নতুন সংবিধান অনুযায়ী ৫ কোটি টাকা বা ৪ বছরের বেশি কাজ হবে এরকম কোনও বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে গেলেও বিশেষ সাধারণ সভা ডাকতে হবে। অর্থাৎ আইএসএলের দরপত্র বাজারে ছাড়া এবং বিশেষ কোনও কোম্পানিকে বেছে নিয়ে তাদের হাতে লিগ তুলে দেওয়া, দুই বিষয়ে সাধারণ সভা ডাকতে হবে ফেডারেশনকে।

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করে চিঠি মহমেডানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ অক্টোবর : এতদিন হাতে সময় ছিল। পরে অপেক্ষায় থেকেছেন সাদা-কালো কর্তারা। কিন্তু এবার দল নামাতে হবে সুপার কাপে। তার আগে ফিফা ব্যান ছাড়াও বর্তমান ফুটবলারদের নিয়ে মাঠে নামার জন্য প্রয়োজন অর্থ। তাই আর দেরি না করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আবেদন জানিয়ে চিঠি দিল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব।

রবিবার নবান্নে গিয়ে সেই চিঠি মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে দিয়ে আসা হয়। মূলত পাঁচ মাস আগেই স্থানীয় এক বাণিজ্যিক সংস্থার সঙ্গে মহমেডানের কথা বলিয়ে দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ঠিক হয়ে যায়, পুরোটা না হলেও অন্তত বর্তমান পরিস্থিতিতে বকেয়া মেটানো থেকে নতুন মরশুমের অনুশীলন শুরু করানোর মতো আর্থিক দায়ভার নেবে ওই সংস্থা। তাদের পাশাপাশি খোঁজা হবে অন্য বিনিয়োগকারীও। কিন্তু সেই সংস্থা মহমেডানের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাবে 'না' বললেও আদতে কোনও চুক্তিতে এদিন পর্যন্ত সই বা কোনও আর্থিক সাহায্য করেনি। এদিকে, সুপার কাপে দল নামানোর জন্য দ্রুত প্রস্তুতি শুরু করা দরকার। তাই এদিন এই গোটা বিষয়টি জানিয়ে, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পুনরায় বিষয়টি দেখার আবেদন জানিয়ে চিঠি দিল মহমেডান। চিঠিতে লেখা হয়েছে যে, পাঁচ মাস ধরে কথাবার্তা চালিয়ে এখন যদি ওই সংস্থা না করে তাহলে আরও বিপদ বাড়বে ক্লাবের। ওই সংস্থার অপেক্ষায় থেকে মহমেডান কর্তারাও আর কোনও কোম্পানির সঙ্গে কথা বলেননি। তাই দুই পক্ষের মধ্যে আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের জন্য আবেদন করা হয়েছে চিঠিতে।

এদিকে, সুপার কাপের জন্য টিকিট ও হোটেল বুকিং করে ফেলা হয়েছে মহমেডানের তরফে। তবে কোচ হিসাবে মেহরাজউদ্দিন ওয়াড়ুই কাজ চালিয়ে যাবেন কি না তা নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। এক কর্তা বিষয়টি পরে জানানো হবে বলে মন্তব্য করেন।

৬০০-র মাইলস্টোনে পা রেখে চেনা সেলিব্রেশন লুইস সুয়ারেজের।

মেসি ম্যাজিকে জয় মায়ামির

'৬০০'-র গণ্ডি স্পর্শ সুয়ারেজের

ওয়াশিংটন, ১২ অক্টোবর : মেজর লিগ সকারে আটলান্টার বিরুদ্ধে ৪-০ গোলে বড় জয় পেল ইন্টার মায়ামি। সৌজন্যে আর্জেন্টাইন মহাতারকা লিওনেল মেসি।

ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল মায়ামির। যদিও প্রথম গোল পেতে ৩৯ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় তাদের। বাল্টসার রডরিগেজের পাস থেকে দুই ডিফেন্ডারকে টপকে গোল করে যান মেসি। ৫২ মিনিটে আর্জেন্টাইন মহাতারকার পাস থেকে লক্ষ্যভেদ করেন জর্ডি আলবা।

৬১ মিনিটে মায়ামির হয়ে তৃতীয় গোলটি করেন উরুগুয়ের লুইস সুয়ারেজ। এটি তাঁর কেরিয়ারের ৬০০তম গোল। এখনও পর্যন্ত ক্লাব ফুটবলে তিনি করেছেন ৫৩১টি গোল। উরুগুয়ের জার্সিতে ৬৯টি গোল করেছেন সুয়ারেজ।

৮৭ মিনিটে আটলান্টার কফিনে শেষ পেরেকটি পোঁতেন মেসি। আপাতত ২৬ গোল করে মেজর লিগ সকারে সর্বাধিক গোলস্কোরার আর্জেন্টাইন মহাতারকা। এর মধ্যে ৯ বার জোড়া গোল করে মেজর লিগ সকারের ইতিহাসে নতুন নজির গড়েছেন তিনি।

ম্যাচের পর মায়ামি কোচ জাভিয়ের মাসচেরানো বলেছেন, 'ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে মেসিকে বিশ্রাম দিয়েছিল আর্জেন্টিনা। সেটা দেখেই আমি ওকে বলেছিলাম আটলান্টার বিরুদ্ধে ম্যাচটা খেলতে। গত এক সপ্তাহ দলের সঙ্গে অনুশীলন করেনি। কিন্তু তারপরেও আটলান্টার বিরুদ্ধে দুরন্ত খেলেছে মেসি।'

আপাতত ৩৩ ম্যাচে ৬২ পয়েন্ট নিয়ে মেজর লিগ সকারে ইস্টার্ন কনফারেন্স লিগ তালিকায় তৃতীয় স্থানে রয়েছে ইন্টার মায়ামি। ১৯ তারিখ তারা শেষ ম্যাচ খেলবে ন্যাশভিলের বিরুদ্ধে।

ইউনাইটেডকে জেতালেন অমিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ অক্টোবর : রবিবার গোকুলাম কেরালা এফসি-কে ১-০ গোলে হারিয়ে আইএফএ শিল্ডে অভিযান শুরু করল ইউনাইটেড স্পোর্টস।

এদিন প্রথমার্ধের খেলার ফলাফল ছিল গোলশূন্য। ৫৪ মিনিটে জয়সূচক গোলটি করেন 'সুপারসাব' অমিত বসাক। এর আগেও কলকাতা লিগে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে পরিবর্ত হিসেবে নেমে গোল করেছিলেন তিনি। চলতি মরশুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে পরিবর্ত হিসেবে নেমে ৩ গোল ও ২ অ্যাসিস্ট করেছেন অমিত। ১৫ তারিখ গ্রুপের শেষ ম্যাচে ইউনাইটেড স্পোর্টস খেলবে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের বিরুদ্ধে।

অগ্রদূতের ফুটবল শুরু

কোচবিহার, ১২ অক্টোবর : সিপাহিটারি অগ্রদূত সংঘের ৮ দলীয় সালেয়া খাতুন ও ভাগ্য বড়ুয়া ট্রফি ফুটবল রবিবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে মাথাভাঙ্গা প্লেয়ার্স ইউনিট ২-১ গোলে অসম তুফান এফসি-কে হারিয়েছে। মাথাভাঙ্গার তালেব মিয়াঁ জোড়া গোল করেন। তুফানের গোলস্কোরার লুবান সোয়েল। বৃহস্পতিবার খেলবে কোহিনুর টি এস্টেট ও খোয়ারডাঙ্গা জগৎজ্যোতি সংঘ।

জোড়া ব্রোঞ্জ আফসারার

ইসলামপুর, ১২ অক্টোবর : উজবেকিস্তানের তাসখন্দে আয়োজিত কিক বক্সিং ওয়ার্ল্ড কাপে চোপড়া ব্লকের মেয়ে আফসারা খাতুন জোড়া ব্রোঞ্জ পেয়েছেন। মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের কাঁচাকালী এলাকার এই তরুণীর সাফল্যে উচ্ছ্বসিত তাঁর প্রতিবেশীরা। তাঁর লড়াই ও কঠোর অনুশীলন সাফল্য এনে দিয়েছে বলে পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে। আফসারার মা রুকিয়া বেগম বলেছেন, 'ইয়াকো ইন্ডিয়ার ব্যানারে মেয়ে কিক বক্সিংয়ে গিয়েছিল। ওর সাফল্যে আমরা গর্বিত।'

এনটিসি কাপ নভেম্বরে

তুফানগঞ্জ, ১২ অক্টোবর : নিউটাউন ক্লাবের এনটিসি কাপ ক্রিকেট ৯ নভেম্বর থেকে শুরু হবে। খেলা কমিটির সম্পাদক নিরঞ্জন পাল জানিয়েছেন, কলেজের ২ নম্বর মাঠে এই বছর ১৬ দল অংশগ্রহণ করবে। ফাইনাল ১৬ নভেম্বর।

পেনাল্টি মিস করেও জয় পেল পর্তুগাল-স্পেন

দ্রুততম '৫০' হাল্যান্ডের

হ্যাটট্রিক করে হুংকার নরওয়ের আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডের।

লিসবন ও মাদ্রিদ, ১২ অক্টোবর : একই দিনে চার তারকার পেনাল্টি মিস।

ভারতীয় সময় শনিবার রাতে ইউরোপে বিশ্বকাপের বাছাই পর্বের ম্যাচ খেলতে নেমে পর্তুগালের ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, নরওয়ের আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড, স্পেনের ফেরান তোরেস ও ইতালির মাতেও রেতেগুই পেনাল্টি মিস করেছেন। কিন্তু তারপরেও জিতেছে তাঁদের দল। মজার বিষয় হচ্ছে, নরওয়ে ছাড়া বাকি তিনটি দল শেষ তিনটি ইউরো কাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

বাছাই পর্বের ম্যাচে পর্তুগাল ১-০ গোলে হারিয়েছে আয়ারল্যান্ডকে। ৭৫ মিনিটে পেনাল্টি পেয়েছিল উয়েফা নেশনস লিগ জয়ীরা। কিন্তু পর্তুগিজ মহাতারকা রোনাল্ডো গোল করতে ব্যর্থ হন। অবশ্য ম্যাচের সংযোজিত সময়ে জয়সূচক গোলটি আসে রুবেন নেভেসের পা থেকে। বাছাই পর্বের গ্রুপ 'এফ'-এ ৩ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে পর্তুগাল।

বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে গ্রুপ 'ই'-র ম্যাচে স্পেন ২-০ গোলে হারিয়েছে জর্জিয়াকে। ২৪ মিনিটে ইয়েরেমি পিনোর গোলে এগিয়ে যায় লুইস ডে লা ফুয়েন্তের দল। ২৯ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করতে ব্যর্থ হন দলের তারকা ফুটবলার ফেরান টোরেস। ৬৪ মিনিটে স্পেনের হয়ে দ্বিতীয় গোলটি করেন মিকেল ওয়ারজাবাল। পর্তুগালের মতো স্পেনও টানা তিন ম্যাচ জিতে গ্রুপ শীর্ষে রয়েছে।

এদিকে বাছাই পর্বের গ্রুপ 'আই'-এর ম্যাচে ইজরায়েলকে ৫-০ গোলে হারিয়েছে নরওয়ে। পেনাল্টি মিস করেও হ্যাটট্রিক করেছেন দলের তারকা আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড। বাকি দুইটি গোল আত্মঘাতী। এদিন সবচেয়ে কম আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলে ৫০ গোলের নজির স্পর্শ করেছেন হাল্যান্ড। তিনি মাত্র ৪৬ ম্যাচেই গোলের 'হাফ সেঞ্চুরি' পূর্ণ করেছেন। এই ম্যাচের আগে বেশ কিছু দর্শক স্টেডিয়ামে প্যালেস্তাইনের ওপর ইজরায়েলি আক্রমণের প্রতিবাদ জানিয়ে বিক্ষোভ দেখান।

গ্রুপের অপর ম্যাচে ইতালি ৩-১ গোলে হারিয়েছে এস্তোনিয়াকে। আজুরিদের হয়ে গোল করেন মোয়েস কিন, মাতেও রেতেগুই ও ফ্রান্সিসকো পিও এসপোসিতো। এস্তোনিয়ার গোলদাতা রাউনো সাপাইনেন। এদিন গোল করলেও পেনাল্টি মিস করেছেন রেতেগুই। আপাতত গ্রুপে ৬ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে নরওয়ে। ৫ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ইতালি।

আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে পেনাল্টি মিসের পর ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

ফাইনালে দাদাভাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১২ অক্টোবর : কাটিহারে ইসরায়েল আলম মেমোরিয়াল ক্রিকেটে ফাইনালে উঠল দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের মেয়েদের দল। রবিবার সেমিফাইনালে তারা ৬ উইকেটে জিতেছে মালদার এসএমএমসিসিসি-র বিরুদ্ধে। টসে জিতে মালদা ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ৯৭ রান করে। রিয়া কান্তি ৩২ রানে অপরাজিত থাকেন। রাসমণি দাসের অবদান ২১। একটি করে উইকেট নিয়েছেন মর্জিনা খাতুন, পুনম সোনি, হ্যাপি সরকার, শ্রেয়া সরকার ও প্রীতি ভদ্র। জবাবে দাদাভাই ১৭.৫ ওভারে ৪ উইকেটে ১০৩ রান তুলে নেয়। মর্জিনা অপরাজিত থাকেন ৩১ রানে। হ্যাপি ২৭ ও বিশাখা দাস ২৩ রান করেন। জেনি পারভিন ২৪ রানে নেন ২ উইকেট। সোমবার সকাল ৯টায় দাদাভাই ফাইনাল খেলতে নামবে কাটিহারের বিরুদ্ধে।

ফাইনালে উঠে দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের মেয়েদের দল। কাটিহারে।

রানার্স হওয়ার পর সোনালি অতীত ফুটবল ক্লাব। ছবি : জয়ন্ত সরকার

রানার্স গঙ্গারামপুর সোনালি অতীত

গঙ্গারামপুর, ১২ অক্টোবর : বিবেকানন্দ চ্যারিটি ট্রাস্টের ৮ দলীয় ভেটেরান্স ফুটবলে রানার্স হল গঙ্গারামপুরের সোনালি অতীত ফুটবল ক্লাব। শনিবার ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৩-৪ গোলে ইটাহার ভেটারেন্স ক্লাবের বিরুদ্ধে হেরেছে। ইটাহার উচ্চবিদ্যালয় মাঠে নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। প্রতিযোগিতার সেরা গঙ্গারামপুরের স্বপন হাঁসদা। সেরা গোলকিপার একই দলের সঞ্জিত রায়।

হার প্লেয়ার্সের, জয়ী বয়েজ

ফালাকাটা, ১২ অক্টোবর : সোনারায়েরধাম প্লেয়ার্স অ্যাকাডেমির নৈশ ফুটবলে শনিবার রাতে আয়োজকরা সাডেন ডেথে ৬-৭ গোলে অসমের বারদোই শুক্লা ক্লাবের বিরুদ্ধে হেরে গিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ ১-১ ছিল। ম্যাচের সেরা উরকাউ নার্জিনারি। অন্য ম্যাচে শিলিগুড়ি হিলস বয়েজ টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে কোকরাঝাড় সাই অসমকে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ ২-২ ছিল। ম্যাচের সেরা শিলিগুড়ি রহিত ছেত্রী।

ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের মাঠে তাইকোনডো

মালবাজার, ১২ অক্টোবর : ডামডিম ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাব ও তাইকোনডো মার্শাল আর্ট অ্যাকাডেমির যৌথ উদ্যোগে রবিবার আয়োজিত প্রথম ডুয়ার্স কাপ তাইকোনডো প্রতিযোগিতা ও ট্যালেন্ট সার্চ প্রোগ্রামে ৭০ জন অংশ নেয়। ডামডিম ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের মাঠে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে ওদলাবাড়ি, ডামডিম, রাঙামাটি, মালবাজার, চালসা, নাগরাকাটা সহ আশেপাশের বিভিন্ন এলাকার ৫ বছরের ঊর্ধ্বে নানা বয়সের প্রতিযোগীরা।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন মুর্শিদাবাদ-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, মুর্শিদাবাদ - এর একজন বাসিন্দা অরূপ পাল - কে 20.07.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 56H 54564 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জয়লাভের ফলে আমি মানসিকভাবে অত্যন্ত প্রশান্ত এবং আনন্দিত। মনে হচ্ছে আমার সামনে নতুন একটি দ্বার খুলে গিয়েছে। এই জীবন পরিবর্তনকারী সাফল্যের জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।